এপ এণ্ড এসেন্স

আলডুস হাক্সলে

অনুবাদক

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—চার টাকা—

মাঘ ১৩৩৬

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬ হইতে এস. এন. পান কর্তৃক মুদ্রিত

পঞ্চ-ভগিনী

তোতা ছবি খুশী বুবুন ও 'একটা লোক'কে

যারা আমার মত মূককে মুখর করেছে

এই অনুবাদকের

মহাত্মা গান্ধীর	আমার ধ্যানের ভারত
	ছাত্রদের প্রতি
	শিক্ষা
	পল্লী পুনর্গঠন
	আমার জীবন কাহিনী
আইনস্টাইনের	জীবন-জিজ্ঞাসা
কিশোরলাল মশরুওয়ালার	গান্ধী ও মার্ক্‌স্
হাক্সলের	বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি
মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থ	সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

অনুবাদকের নিবেদন

পড়ার পরও যে সব ঔপন্যাসিকের রচনার বক্তব্য মনে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের ঝটিকাপ্রবাহ সৃষ্টি করে, কথার পর কথা সাজিয়ে কথাসাহিত্য রচনারূপী নিছক সময় কাটানর উপাদান উৎপাদন করাকে যাঁরা লেখকজীবনের চরম মোক্ষ জ্ঞান করেন নি, মনীষা এবং মননশীলতার প্রখর ছাপ যাঁদের রচনার প্রতিটি ছত্রে বিদ্যমান, আধুনিক সাহিত্য-জগতের সেই সব বিরল সংখ্যক সাহিত্যিকদের মধ্যে ইংরেজ লেখক আলডুস হাক্সলে বোধহয় প্রথম সারিতে আসন পাবার দাবী করতে পারেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যার শব্দগত অর্থ হল—সর্বপ্রথম মাছের মাথাতেই পচন ধরে। কথাটির গূঢ় অর্থ এই যে ধ্বংসের পূর্বে জীবের বুদ্ধিনাশ হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে মানুষের আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মের ধরন-ধারন দেখে পূর্বোক্ত প্রবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ থাকে না।

পর পর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের আত্মধ্বংসী পরিণাম দেখা সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে এখনও হিংসার উপর প্রচণ্ড আস্থা ও নির্ভরতা চলে যায় নি। আগামীকাল স্বর্গসুখ লাভ হবে, এই লোভ দেখিয়ে আজকের মানুষকে নারকীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে ও তাকে দিয়ে চরম অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক কার্য করিয়ে নিতে প্ররোচিত করার আধুনিক নাম—"প্রগতি"র নেশার ঘোর এখনও কাটে নি। প্রকৃতি এবং মানবের ব্যক্তিত্বকে নির্বিচারে শোষণ করে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের একাঙ্গী উপাসনা দ্বারা আত্মজ্ঞান বিরহিত ভৌতিক-বাদের যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আজ মানবের স্বাধীনতা ও শান্তির হন্তারকরূপে আবির্ভূত হয়ে ভস্মাসুরের মত নিজের জনক—মানবের জৈব অস্তিত্বকে পর্যন্ত ধরাতল থেকে বিলুপ্ত করার অভিমুখে এগিয়ে চলেছে, মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী তার পরিণাম সম্বন্ধে এখনও অচেতন। মানব-প্রজাতির সম্মুখে প্রত্যাসন্ন এই সঙ্কট সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করাই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জনৈক প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে এ যুগের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বলেছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন্ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে তা তিনি বলতে পারেন না, তবে আদৌ যদি চতুর্থ বিশ্বসমর বাধে তবে মানুষ তখন লাঠি ও পাথর নিয়ে লড়াই করবে। হাক্সলের আলোচ্য রচনার ভিত্তিও এই। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি যন্ত্রকৌশল ও ভৌতিক সমৃদ্ধির অন্যতম পীঠস্থল আমেরিকা মহাদেশের লস্ এঞ্জেলস শহর। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই শহরের পুনরাবিষ্কারের জন্য নিউজিল্যাণ্ড থেকে আগত বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক জন মনুষ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে বিচিত্র অবশেষ দেখতে পেলেন, তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই উপন্যাসের উপাদান। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এই উপন্যাসের সঙ্গে কল্পনাবৈচিত্র্যে এ যুগের লেখকদের মধ্যে একমাত্র এইচ. জি. ওয়েলসের রচনাবলীর তুলনা চলতে পারে।

বহুদিন সম্মোহনী নিদ্রায় অভিভূত ব্যক্তিকে জাগাবার জন্য চিকিৎসকেরা যাকে "শক থেরাপি" বা আঘাত দিয়ে চিকিৎসা করার কথা বলেন, তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হাক্সলেকেও এই উপন্যাসে সেই পদ্ধতির শরণ নিতে হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য কোন কোন স্থলে কুলিশকঠোর এবং তাঁর লেখনী স্যাটায়ারসুলভ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও শ্লেষে সূচিমুখ হয়ে উঠেছে। তবে তাঁর অকৃত্রিম মানবতাবাদ এবং সর্বোপরি মানুষের ভবিষ্যতের উপর আশা, দেবাসুর সংগ্রামে সুরগণের বিজয় সম্বন্ধে অবিচল আস্থা তাঁর লেখনীমুখে শেষ অবধি স্নিগ্ধতা সঞ্চার করায়, আলোচ্য রচনা উচ্চ কোটির সাহিত্য পদবাচ্য হবার গৌরব অর্জন করেছে। অনুবাদ কালে কেবল একটি কথা বার বার আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে মহাত্মার অপমৃত্যু তাঁকে এই গ্রন্থরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে এবং যাঁর জীবনায়নকে শেষ অবধি তিনি বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ ব্যাধির নিদানরূপে ঘোষণা করেছেন, তিনি আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের অগ্রগণ্য। কিন্তু তাঁর মহৎ জীবন ও মহত্তর মৃত্যু এ দেশের সাহিত্যসেবীদের মনে এ জাতীয় কোন প্রেরণা সৃষ্টি করেনি।

অনুবাদের ব্যাপারে দুইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে বহুবিধ উপদেশ পেয়েছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শালীনতা ও সুরুচি সম্বন্ধে দেশ ও কাল ভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে—সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের এই পরামর্শ গ্রহণ করে অনুবাদের কয়েকটি জায়গায় হুবহু ভাষান্তর না করে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি। তবে তাতে মূল লেখকের বক্তব্যকে কোন মতে বিকৃত করা হয় নি। বাঙালীর সাহিত্য-রুচির বিচারে এইটুকু স্বাধীনতা নেওয়া সমীচীন হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মাইতি শেলীর কবিতাংশের বেশীর ভাগ অনুবাদ করে দিয়েছেন এবং বাকী কবিতাগুলির অধিকাংশের অনুবাদ তরুণ কবি সত্যেন দে মহাশয়ের কৃতি। প্রখ্যাত প্রকাশক প্রতিষ্ঠান "মিত্র ও ঘোষে"র অন্যতম কর্ণধার আমার পরম শুভানুধ্যায়ী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব না নিলে আমার অনুবাদ কত দিনে যে পাঠকসমাজের দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করত, কে জানে! এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গান্ধী নিধন দিবস। কিন্তু কেলবেরীর ভ্রমণবিলাসীরা আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করার পরিবর্তে তাঁদের খাবারের চুপড়ি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। জ্যোতিষ-বিজ্ঞানীরা যাই বলুন না কেন, টলেমীর কথাই যথার্থ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এইখানে, ওখানে নয়। গান্ধীর তিরোধানে কীই বা আসে যায়? স্টুডিও কমিসারিতে নিজের ডেস্কের উপর ঝুঁকে বসে বব্ ব্রিগস নিজের কথা নিয়েই মত্ত ছিল।

বব তার জীবনেতিহাসের নবীনতম পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে বেশ জমিয়ে বলার উদ্যোগপর্ব আরম্ভ করতে করতে আমাকে আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করল, "আরে, চিরটাকাল তোমাকে তো আমার পরম সুহৃদ ও সহায়ক হিসাবে দেখে আসছি।"

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বব্ মোটেই ব্যাকুল নয় এবং একথা স্বয়ং বব্ও আমার চেয়ে ভাল ভাবে উপলব্ধি করছিল। অসংযমী জীবনযাপন করা সে পছন্দ করত আর তার চেয়েও বেশী পছন্দ করত নিজের দুর্দশা সম্বন্ধে ঘটা করে বলা। জীবনের অমিতাচার এবং তার নাটকীয় বর্ণনের ফলে নিজেকে সে যাবতীয় রোমান্টিক কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করত। বেডোসের আত্মহত্যা, বায়রনের বিলাসী জীবন, ফ্যানী ব্রায়েনের জন্য কীটসের হৃদয়াকুতি, শেলীর জন্য হেরিয়েটের প্রাণদান—প্রেমলোকের এ সব উচ্ছল ধারা যেন তার জীবনসমুদ্রে কলতান তুলত। নিজেকে ঐ সব রোমান্টিক কবিদের সমগোত্রীয় মনে করার সময় সে তার দুঃখ-দুর্দশার দুটি কারণ বেমালুম বিস্মৃত হত। প্রথমতঃ না ছিল তার ভিতর ঐ সব কবিদের প্রতিভার সামান্যতম স্ফুলিঙ্গ এবং না ছিল তাঁদের মত সম্ভোগক্ষমতা।

সে বলল, "প্রেমরাজ্যের উত্তুঙ্গ শিখরদেশে আমরা উভয়ে উপনীত হয়েছিলাম।" এমন কাতরকণ্ঠে সে একথা বলল যে, আমার মনে হ'ল সে চিত্রনাট্য না লিখে চলচ্চিত্রাভিনেতা হলে অধিকতর খ্যাতিমান হ'ত। "বুঝেছ, এলেন আর আমি প্রণয়াকাশের শীর্ষতম দেশে বিহার করছিলাম এবং সে সময়···সে সময় নিজেকে মার্টিন লুথারের মত মনে হচ্ছিল।"

আমার বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়ল, "এঁ্যা, মার্টিন লুথারের মত?"

"বুঝেছ, মানে বুঝতে পেরেছ···নিরুপায় হয়ে আমাদের শেষে মেক্সিকোর একাপুলকাতে যেতে হ'ল।"

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল উপায়ান্তর না দেখে গান্ধীকে অহিংসা দ্বারা দমননীতির প্রতিরোধ করতে হয়েছিল, কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং অবশেষে পিস্তলের গুলিতে মরণ বরণ করতে হ'ল।

বব্ এদিকে বলে চলেছে, "সুতরাং আমরা দুজনে একটি বিমানে আসন সংগ্রহ করে একাপুলকাতে গেলাম।"

"শেষ পর্যন্ত এই হ'ল!"

বব্ যেন ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল, "আরে 'শেষ পর্যন্ত' কথাটার মানে কী?"

আমি জবাব দিলাম, "অনেক দিন আগে থেকেই তুমি নিশ্চয় জানতে যে এই লীলার পরিণাম এই হবে। বল জানতে কী না?"

ববের মুখ থম্‌থমে হয়ে উঠল। কিন্তু এর আগে এ সমস্যা নিয়ে বব্ আমার সঙ্গে যে সব আলোচনা করেছে, তার কথা আমার স্মরণ হ'ল। এলেনকে তার জীবনসঙ্গিনী করবে কি না—এই ছিল তার সমস্যা। (বরাবর এই রকম বিচিত্রভাবে সে তার বক্তব্য পেশ করত।) অর্থাৎ মিরিয়মকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য বলবে কি না।

সত্যি কথা বলতে কি, তাকে যদি প্রথমাবধি কেউ ভালবেসে থাকে, সে হচ্ছে মিরিয়ম এবং তাকেই সে ত্যাগ করতে চায়। তবে আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে (এবং এ দিকটাও অতীব সত্য) এলেনই তার একমাত্র সত্য

প্রেমিকা ছিল ও সে যদি শেষ পর্যন্ত এলেনকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা স্থির করে, তাহলে তাদের এই প্রেমবন্ধন দৃঢ়তর হ'ত। কিন্তু এই জন্যই সে আবার চূড়ান্ত নির্ণয় করতে পারছিল না। "যাব কি যাব না"—এই চিন্তা করতে করতেই সে বিগত দুই বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিয়েছে এবং নিজ অভিরুচি অনুযায়ী চলতে পারলে বব্ অন্ততঃ আরও বছর দশেক এই রকম দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কাটিয়ে দিতে পারত। চিরস্থায়ী ভাবে প্রেমের রঙীন ফানুস ওড়াতে সে প্রস্তুত; তবে মূলতঃ মধুপের মত কুসুমের কাছে গুঞ্জন করাই তার প্রিয়। প্রণয়াবেগকে একেবারে দেহাশ্রয়ী করে তার শিথিলমূল পৌরুষকে পুনরপি আত্মাবমাননাকর পরীক্ষার সম্মুখীন করার সাহস তার ছিল না। কিন্তু তার বাগ্‌জালবিস্তার-পটুতা এবং অতিমাত্রায় অন্তঃসারহীন শূন্যগর্ভ অলঙ্করণবাহুল্য এবং তদুপরি অকালপক্ক তুষারশুভ্র কেশদাম ক্রমশঃ এলেনের মনে অবসাদ সৃষ্টি করছিল। একদিকে ববের চিরাচরিত অসংযম এবং অন্যদিকে তার তথাকথিত দেহাতীত প্রেম অকালে এলেনের উত্তেজনার কণ্ঠরোধ করছিল। বব্‌কে তাই এক চরমপত্র পেতে হ'ল। হয় একা-পুলকাতে যেতে হবে, আর নয় এইখানেই যবনিকা পতন।

অতএব বব্‌র এখন এই দশা। অহিংসা, কারাবরণ এবং আত্মদানের প্রতি গান্ধীর নিষ্ঠা ও সম্পর্ক যেরূপ নিবিড় ছিল, ব্যভিচারের সঙ্গে বব্‌র সম্বন্ধ তদপেক্ষা কিছু কম ঘনিষ্ঠ ছিল না। বলতে গেলে বব্‌র এই আসক্তি যেন কেমন একটু সন্দেহজনক রকমের আশঙ্কাযুক্ত ছিল। আর এই ঘটনায় তো ঐ জাতীয় আশঙ্কার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ বব্ বেচারী যদিও একাপুলকাতে কি ঘটেছিল আমাকে সে সম্বন্ধে কিছুই খুলে বলেনি, তবু তার মতে আজকাল এলেন যখন, "কেমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার করছে," এবং বার কয়েক তাকে যখন কোন এক লক্ষ্মীছাড়া হঠাৎবাবুর সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে, (সৌভাগ্যবশতঃ তার নামটা আমি একদম ভুলে মেরেছি) তখন এর থেকেই ববের গোটা বিয়োগান্তক অথচ হাস্যকর কাহিনী অনুমান করা যায়। আর এদিকে মিরিয়ম তার বিবাহবিচ্ছেদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কাছে ববের আমমোক্তারনামা থাকায় তার অনুপস্থিতির

সুযোগে মিরিয়ম ববের বিশাল কৃষিক্ষেত্র, দুটি মোটর গাড়ী, চারখানি বাড়ী, পাম্ স্প্রিংএর প্রমোদকুঞ্জ এবং যাবতীয় কোম্পানীর কাগজ নিজের নামে করে নিয়েছে। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত এখন বকেয়া আয়কর বাবদ সরকারকে তেত্রিশ হাজার ডলার দিতে হবে। কিন্তু তার প্রযোজকের কাছে সে যখনই সেই সাপ্তাহিক অতিরিক্ত আড়াইশ ডলার চাইল (এ টাকাটা সম্বন্ধে সে একরকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল বলা চলে), তার প্রযোজক মশাই এক দীর্ঘস্থায়ী গভীর অর্থব্যঞ্জক নীরবতা দ্বারা তার জবাব দিলেন।

"ওটা সম্বন্ধে তাহলে কি করছ লো?"

লো লুবলিন বেশ কেটে কেটে ওজন করে তার কথার জবাব দিলেন।

"বুঝেছ বব্, এই স্টুডিওতে এখন স্বয়ং যীশুখ্রীস্টেরও বেতন বৃদ্ধির উপায় নেই।"

উত্তরটা তিনি অবশ্য বেশ মধ্যতাপূর্ণ কণ্ঠেই দিয়েছিলেন; কিন্তু বব্ যেই এগিয়ে একটু পীড়াপীড়ি করতে গেল, অমনি লো তাঁর ডেস্ক চাপড়ে বলে উঠলেন যে সে আমেরিকান শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করছে। অতএব ঐখানেই ও প্রসঙ্গের ইতি ঘটল।

বব্ বকর বকর করেই চলল। কিন্তু আমি তখন ভাবছিলাম যে ধর্মীয় চিত্র অঙ্কনের জন্য কী সুন্দর বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে! লুবলনের সম্মুখে দণ্ডায়মান যীশু সপ্তাহে মাত্র দু'শ পঞ্চাশ ডলার বেতনবৃদ্ধির জন্য কাকুতি-মিনতি করছেন; কিন্তু তাঁর অনুরোধ শ্রবণমাত্র প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রেঁম্ব। এ জাতীয় বিষয়বস্তু পেলে লুফে নিতেন এবং কতবার যে ড্রইং, এচিং এবং রঙ সংযোজন দ্বারা এর রূপায়ণ করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। একদিকে বক্রী আয়করের করাল অন্ধকারে বিমর্ষ যীশু ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছেন এবং অন্যদিকে পৃথিবীর দুঃখবহনকারী মানুষটির কি যে দশা করেছেন, সেই কৃতির বিজয়োল্লাসে স্ফীত বিরাট শিরোপাধারী রত্নমাণিক্যের উজ্জ্বল দ্যুতিতে ভাস্বর লুবলিন স্বর্ণাভ আলোকে প্রোজ্জ্বল!

আমি যেন হঠাৎ ক্রুগেলের দৃষ্টি পেলাম। সমগ্র স্টুডিওর এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমার মানসপটের উপর ভেসে উঠল। ত্রিশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এক সঙ্গীত-

বহুল চলচ্চিত্র নির্মাণের সাড়ম্বর কার্যক্রম চলেছে।·· ·· কলাকৌশলের খুঁটি-নাটি সব কিছুর প্রতি প্রখর দৃষ্টি।···হাজার দুই-তিন চরিত্রের নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণ···এবং নীচে দক্ষিণ দিকের কোণে অনেকক্ষণ খুঁজলে শেষ অবধি লুবলিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আকারে ফড়িংএর চেয়েও ক্ষুদ্রকায় লুবলিন তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যীশুর প্রতি তর্জন গর্জন করছে।

"আমার মাথায় কিন্তু এক একান্ত মৌলিক ও বিচিত্র আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে।" হতোদ্যম ব্যক্তিদের সামনে যখন আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তারা যেমন প্রচণ্ড আশাজনক স্বরে তাদের শেষ বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, বব্ও তেমনি উদ্যম সহকারে কথাগুলি বলল। "আমার এজেণ্ট তো এই আইডিয়ার পিছনে একেবারে পাগল তার মতে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ ষাট এর দাম।"

সে আবার তার বক্তব্য শুরু করল।

আমার মাথায় তখনও লুবলিনের দরবারে যীশুর ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পিয়ারো কেমন ভাবে দৃশ্যটি অঙ্কন করতেন, আমি তা-ই ভাবতে লাগলাম। এর বিন্যাস, জ্যোতির্ময় রূপ, আকার প্রকারের মধ্যে সামঞ্জস্য, রঙের পরিমিতি ও কনট্রাস্ট এবং এর শুদ্ধ শান্ত মূর্তিগুলি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লো এবং তাঁর সহকারী প্রযোজকরা সব মিশরের ফ্যারাওদের মত শীর্ষবস্ত্র ধারণ করবেন—শুভ্র অথবা রঙীন ফেল্টের সেই সব বিপুল উন্নত সূচ্যাকার শিরোবসন। পিয়ারোর যুগে এগুলি দুটি উদ্দেশ্য সাধন করত—মানবদেহের ঘন জ্যামিতিক আকারের প্রকাশ এবং প্রাচ্য দেশীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সঙ্কেত। এই সব পরিচ্ছদ রেশমী কোমলতার প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও এদের মণিমাণিক্য-খচিত ভাঁজে ভাঁজে বর অঙ্গের প্রতিটি রেখা প্রকট হয়ে দৃষ্টিগোচর হবে এবং সমগ্র চিত্রটির ভিতর যেন প্লেটোর সর্বব্যাপক ঈশ্বর মূর্ত হয়ে উঠবে। এই সত্তা যেন অনন্তকাল ধরে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে শিল্পকলার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের রাজ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস করছে।

কিন্তু পার্থাননের নির্মাণকলা এবং টিমিয়স গ্রন্থে এক আপাত সত্য

যুক্তিধারা আমাদের অত্যাচারের অভিমুখে নিয়ে যায় এবং প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থে একেই আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে প্রশংসা করা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে রেখাগণিতের উপপাদ্যের বিকল্প হচ্ছে অত্যন্ত সুগঠিত সেনাবাহিনী এবং সনেট ও চিত্রকলার স্থান নিয়েছে স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্বের অধীনস্থ পুলিসী রাষ্ট্র। মার্কসবাদী নিজেকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী নামে আখ্যাত করে এবং ফ্যাসিস্ট আর একধাপ উপরে উঠে বলে সে হচ্ছে কবি—মানে বৈজ্ঞানিক কবি। একেবারে এক নবীন পুরাণ! অবশ্য উভয়েরই এ জাতীয় দাবি করার অধিকার আছে। কারণ উভয়েই গবেষণাগার এবং কল্পলোকে কার্যকরী প্রমাণিত পদ্ধতি সমূহকে মানবীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে থাকে। তাদের বিচারে যা কিছু অসঙ্গত, তাকে তারা খুশী মত সরল করে দেখে, তার সংক্ষিপ্তসার করে এবং তার উপর সরলীকরণের কাঁচি চালায়। মর্জি মাফিক কোন কিছুকে অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে তারা তাকে উপেক্ষা করে। নিজেদের খেয়াল খুশী মত যে কোন একটা ধারা তারা চাপিয়ে দেয়, তাদের মনোমত কোন প্রকল্প প্রমাণ করার জন্য সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে এবং তারা যাকে অসম্পূর্ণ মনে করে, অম্লান বদনে তাকে আবর্জনা-স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই ভাবে তারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, মনস্বী চিন্তানায়ক এবং অভিজ্ঞ গবেষকের ন্যায় আচরণ করে বলে কারাগার সমূহ আকণ্ঠ পূর্ণ থাকে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধীদের দাস শ্রমিক রূপে হত্যা করা হয়, সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকার ও কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা হয়, গান্ধীদের খুন করা হয় এবং প্রভাত থেকে গভীর রাত্রি অবধি লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় ও বেতার-ঘোষকগণ অবিরত এই কথা ঘোষণা করেন যে তদানীন্তন শাসকবৃন্দ সর্বপ্রকার ভ্রান্তির উর্ধ্বে বিরাজিত।

বব্ কিন্তু বলেই চলেছে, "আর চলচ্চিত্রকে শিল্পকলার মর্যাদা না দেবার তো কোন কারণই নেই। এই লক্ষীছাড়া বেনিয়াবৃত্তিই অবশ্য……"

যে সব নট শুধু অঙ্গনের ত্রুটি দেখেন, তাদেরই মত তীব্র বিক্ষোভপূর্ণ কণ্ঠে বব্ নিজের অযোগ্যতার জন্য বেনিয়াবৃত্তির নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি মনে হয় যে শিল্পকলার প্রতি গান্ধীর কোন অনুরাগ ছিল?"

"গান্ধী? আরে ছোঃ, কখনই না।"

আমি সম্মতি জ্ঞাপন করে বললাম, "আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছ। শিল্পকলা বা বিজ্ঞান—কোন কিছুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল না। আর সেই জন্যই তো আমরা তাঁকে হত্যা করেছি।"

"আমরা?"

"হ্যাঁ, আমরা। আমরা যারা বুদ্ধিমান কর্মঠ এবং প্রগতিশীল, যারা বিকাশবাদ ও উদ্বর্তনের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী। গান্ধী কিন্তু জনসাধারণের প্রতি আস্থাশীল চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। গান্ধী চাইতেন যে ঐ সব ঘৃণ্য নোঙরা ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের শাসন করবে, গ্রামগুলি স্বাবলম্বী হবে এবং গ্রামবাসীরা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাসনা করবে। এ অসহ্য। আমরা যে তাঁকে পরপারে পাঠাব এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?"

তবে এসব কথা বললে হবে কি, কথা বলার সময়ই আমার মনে হচ্ছিল যে সব ব্যাপার খুলে বলা হ'ল না। গান্ধীর জীবনে অসঙ্গতি এবং এমন কি পরস্পর-বিরোধিতা পর্যন্ত ছিল। এই মানুষটি শুধু জনগণের সদ্ বিচারের প্রতি আস্থাশীল হয়েও জাতীয়তার অমানুষিক সামূহিক উন্মত্ততার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের মহামানবীয় রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের দানবীয় চক্রে আবর্তিত হয়েছিলেন। এই সব ব্যাপারের সঙ্গে গান্ধীর যুক্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে তিনি ভেবেছিলেন যে এই উন্মত্ততা হ্রাস করে তিনি বোধহয় রাষ্ট্রের আসুরীবৃত্তিকে মানবতা জাতীয় একটা কিছুর দীক্ষা দিতে পারবেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা এবং শাসনক্ষমতার মদান্ধতা দূর করা তাঁর পক্ষে অতীব কঠিন প্রতীয়মান হ'ল। আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে মারাত্মক গরল অনুপ্রবেশ করেছে, কোন সংগঠনের ভিতরে গিয়ে বা তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে সাধুপুরুষদের পক্ষে তার দুষ্ট প্রভাব দূর করা সম্ভবপর নয়। কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে গিয়ে বাইরে থেকে এর নিরাকরণ করতে হবে। যে যন্ত্রে সামূহিক উন্মত্ততা ভর করেছে, নিজে তার অঙ্গ হয়ে গেলে দ্বিবিধ প্রকারের সম্ভাবনা থাকে। হয় তার সত্তা বজায় থাকবে ও সে ক্ষেত্রে ঐ যন্ত্র যতদিন পারবে সেই সাধুপুরুষকে নিংড়ে কাজ আদায়

করবে এবং যে মুহূর্তে আর তাঁর কাছ থেকে কাজ পাবার সম্ভাবনা থাকবে না, তাঁকে ছিন্ন পাদুকার মত দূরে নিক্ষেপ করবে বা পিষে চুরমার করে দেবে। অথবা যে শাখায় উপবেশন করে আছি, তাকেই ছেদন করার মত ব্যাপার হবে এবং ঐ যন্ত্র নিজ রুচি অনুযায়ী সে ব্যক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে দেবে। ধর্মযাজক সম্প্রদায়কে সুখসুবিধার নিশ্চয়তা দিলে তাঁরা যে যে-কোন অত্যাচারীর সঙ্গে পবিত্র মিলন-গ্রন্থিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়ে যান—তার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে এই।

বব্ অবশেষে বলল, "হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? সেই লক্ষ্মীছাড়া বেনিয়া-বুদ্ধির কথা না? আচ্ছা, তোমাকে এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ··· "

আমি কিন্তু ভাবছিলাম যে সুশৃঙ্খল সমাজের কল্পনা অত্যাচারের জননী হয় এবং সুন্দরের স্বপ্ন হয় হিংসারূপী দানবের জনক। চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এখেনা আবার বৈজ্ঞানিক রণকলার দেবীও বটেন এবং তিনিই যাবতীয় স্বর্গীয় যুদ্ধের প্রধানা সেনানায়িকা, দেবী রণচণ্ডী ভবানী। গান্ধীকে আমরা এইজন্য হত্যা করেছি যে, কিছুদিন চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক খেলা খেলবার পর লোকটা আর আমাদের মত সুশৃঙ্খল জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখতে রাজী হ'ল না। সামাজিক ও আর্থিক "সুন্দরম্"-এর সামনে তিনি আর প্রণতি করতে চাইলেন না। ভদ্রলোক জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং চিদাকাশের অনির্বাণ পবিত্র জ্যোতিঃ-শিখার কথা বলতেন বলে আমরা তাঁকে খুন করেছি।

আজ সকালে সংবাদপত্রের হেড লাইনে আমি যেন হিতোপদেশের শিক্ষা পেয়েছি। যে ঘটনার কথা তাতে লিপিবদ্ধ করা আছে, তা শিক্ষামূলক এবং ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল। গান্ধী হত্যারূপী প্রতীক দ্বারা উচ্চকণ্ঠে শান্তিকামীরা শান্তির একমাত্র বাস্তব প্রক্রিয়াকে বাতিল করেছে এবং ভবিষ্যতে যারা অবধারিত রূপে যুদ্ধ সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন প্রকার পন্থানুসরণের কথা প্রচার করবে, এই ঘটনার দ্বারা রূঢ়ভাবে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বব্ বলল, "তোমার কফি খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে এবার না হয় ওঠা যাক।"

রবিকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বব্ আমার হস্ত ধারণ করে তাতে হৃদ্যতাপূর্ণ মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগল।

আবার আমাকে আশ্বাস দিয়ে সে বলল, "তুমি তো আমার একান্ত সহায়ক।"

"আহা, তা যদি হতে পারতাম!"

"কিন্তু একথা সত্য, অতীব সত্য।"

সম্ভবতঃ একথা সত্য। কারণ সহৃদয় ব্যক্তির সামনে নিজের বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পেলে ববের অনেকটা চিত্তশান্তি ঘটত। কতকটা রোমান্টিকদের মত আর কি!

নীরবভাবে আমরা কিছুটা পথ অতিক্রম করলাম। প্রজেক্শন রুম এবং কর্তা-ব্যক্তিদের সাজানো গোছানো বাংলো পার হয়ে গেলাম। সর্বাপেক্ষা বিরাট সৌধটির প্রবেশ দ্বারের শীর্ষদেশে প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জ ফলকে বড় বড় হরফে উৎকীর্ণ করা রয়েছে "লো লুবলিন প্রোডাক্শনস্"।

আমি প্রশ্ন করলাম, "সেই বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটার কি হ'ল? ভিতরে গিয়ে আর একবার এ নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করে দেখব নাকি?"

ববের অধরপ্রান্তে ঈষৎ ম্লান হাসি খেলে গেল। তারপর সে যখন মুখ খুলল, তখন তার গলা বেশ ভার ভার শোনাচ্ছিল।

সে বলল, "গান্ধী বুড়োর ভাগ্য নিতান্ত খারাপ, আমার মনে হয় তার মহানতার রহস্য হচ্ছে নিজের জন্য কিছু না চাওয়া।"

"হ্যাঁ, আমারও মতে এটি একটি কারণ।"

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যে আমিও যেন বেশী আকাঙ্ক্ষা না রাখি।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সমর্থন জানিয়ে বললাম, "ঠিক বলেছ।"

"শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত বস্তু পাবার পর মনে হয়—ঠিক এ তো আমি চাইনি।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আবার বব্ নীরবতার মধ্যে ডুব মারল। নিঃসন্দেহে সে একাপুলকার কথা চিন্তা করছিল। ছুতারের ঠুক্ ঠাক্, কামারের এক ঘা—এই নীতি গ্রহণ করার কথা তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধোঁয়াটে

বাক্যজালকে একান্ত বাস্তব ও স্থূল দেহাশ্রয়ী করার কথা সে ভাবছিল।

কর্তা-ব্যক্তিদের বাংলোগুলি যে রাস্তায়, তা ছাড়িয়ে খানিকটা খোলা ময়দান পেরিয়ে আমরা টাওয়ারিং ও সাউণ্ড স্টেজের মধ্যবর্তী সরু এক ফালি জায়গার মধ্যে প্রবেশ করলাম। নীচু একটি ট্রেলারকে পিছনে নিয়ে একটি ট্রাক্টর চলে গেল।

ট্রেলারটিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি ইতালীয় গীর্জা ঘরের পশ্চিম দরজার নীচের অংশ ছিল।

"এটা 'সিয়েনার ক্যাথরিনের' জন্য।"

"সে আবার কী ?"

"লাস্যময়ী হেড্ডা বড্ডির নূতন ছবি। দু বছর আগে এর চিত্রনাট্য নিয়ে আমি মেতে উঠেছিলাম। তারপর ওরা স্ত্রীথারকে এর জন্য নিযুক্ত করল এবং অবশেষে ও' তুল-মেদেঁ-বগুস্লাবস্কীর দল আবার একে নূতন করে লিখল। এক কিম্ভুতকিমাকার ব্যাপার হয়েছে।"

দ্রুতবেগে আর একটা ট্রেলার পাশ কাটিয়ে চলে গেল এবং তার উপর গীর্জাঘরের দরজার বাকী অর্ধেক এবং রেনেসাঁ যুগের রোমান শিল্পী পিসানো নির্মিত একটি ধর্মমঞ্চ ছিল।

আমি বললাম, "একটু ভেবে দেখলে ওর সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে গান্ধীর মিল নজরে পড়ে।"

"কার সঙ্গে ? হেড্ডার ?"

"না, না, ক্যাথরিনের।"

"ওঃ, আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি ওদের কটীবস্ত্রের তুলনা করছ।"

আমি বললাম, "আমি রাজনীতিতে সাধুপুরুষদের কথা বলছিলাম। ক্যাথরিনকে অবশ্য হত্যা করা হয় নি। তবে তিনি অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করায় এর আর সুযোগ জোটে নি। তাঁর রাজনীতির প্রতিক্রিয়া পরিদৃষ্ট হবার মত সময় মেলে নি। চিত্রনাট্যে তোমরা এসব দেখাও নাকি ?"

বব্ মাথা নাড়ল।

"রাজনীতির কথা আর বল কেন ? জনসাধারণ তো শুধু চায় যে তাদের

প্রিয় তারকা সফল হ'ক। তাছাড়া গীর্জার রাজনীতি নিয়ে চর্চা করা যায় নাকি? এ তো ক্যাথলিক বিরোধী হবেই এবং এমন কি অতি সহজে আমেরিকানোচিত নয় বলে ধিক্কৃত হবে। না বাবা, আমরা মাথা বাঁচিয়ে কাজ করি। যে ছোকরাকে দিয়ে তিনি তাঁর চিঠিপত্র লেখাতেন, তারই ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমাদের কারবার। ছোকরা তাঁর প্রেমে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; কিন্তু সবই প্রচ্ছন্ন এবং অপার্থিব। ক্যাথরিনের মৃত্যুর পর সে এক মঠে চলে যায় এবং তাঁর প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রার্থনা করে। এছাড়া আর একটি যুবকের চরিত্র আছে, যে কিনা সত্য সত্যই তাঁর সঙ্গে প্রেম করেছিল। তাঁর পত্রাবলীতে এর উল্লেখ আছে। এই সব দিয়েই আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে দিই। কী আর করা যায়? লোকে যে এই চায়। ওরা এখনও আশা রাখে যে মাদক প্রেমের অভিনয়ে দক্ষ হ্যামক্রের সঙ্গে বোধহয় চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে……

একটা তীব্র কর্কশ শব্দে আমরা উভয়ে চমকিত হয়ে উঠলাম।

"হুঁসিয়ার!"

বব্ আমার হাত ধরে এক হেঁচকা টানে আমাকে পিছনের দিকে টেনে নিল। কাহিনী বিভাগের পিছনের অঙ্গন থেকে একটি দুই টনের ভীমকায় ট্রাক সেই সংকীর্ণ পথের উপর আবির্ভূত হ'ল।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার চালক চীৎকার করে উঠল, "একটু চোখ কান খোলা রেখে চলতে পারেন না মশাই?"

"বেকুফ কোথাকার!" বব্ তর্জন করে জবাব দিল। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওতে কি বোঝাই করা আছে খেয়াল করেছ?" তারপর নিজেই জবাব দিল, "চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি।" সখেদে একবার মাথা নেড়ে সে বলে চলল, "এবার ওগুলির অগ্নিসংকার হবে। এই হচ্ছে ওদের যথাযোগ্য অন্তিম গতি। লক্ষ লক্ষ টাকার সাহিত্য!"

অতিনাটকীয় ব্যঙ্গের হাসিতে সে ফেটে পড়ল।

গজ বিশেক দূরে গিয়ে ট্রাকটি সবেগে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরল। নিশ্চয় খুব বেগে চলছিল ট্রাকটি। তাই কেন্দ্রাতিগ শক্তি কাজ করল। উপরে

স্তূপীকৃত প্রায় আধ ডজন চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হ'ল যেন ইনকুইজিশনের জন কয়েক বন্দী সাক্ষাৎ শমনের কবল থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

বব্ তখনও রাগে গরগর করছে, "লোকটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। দেখে কোন্ দিন কার ভবলীলা সাঙ্গ করে।"

"কিন্তু কে রক্ষা পেল এবার তা দেখা যাক।"

আমি হাতের কাছের চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপিটি কুড়িয়ে নিলাম।

'কুমারীর সঙ্গে পুরুষের কোন পার্থক্য নেই।' আলবার্টাইন কের লিখিত চলচ্চিত্র কাহিনী। বব্ এ রচনাটি সম্বন্ধে জানত। সে বলে উঠল, "একেবারে যাচ্ছেতাই।"

"বেশ 'আমানদা' সম্বন্ধে কি বল?" পাতা উলটাতে উলটাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "এটা নিশ্চয় সঙ্গীতবহুল নাটক। এই যে কবিতাও রয়েছে:

'এমিলিয়া ক্ষুধিতা সে চাহে আহার,
আমানদা তরাসে, চাই পুরুষ তাহার··· ··' "

বব্ আর আমাকে পড়তে দিল না।

"যেতে দাও, যেতে দাও। যুদ্ধের সময় ব্যাটা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার কামিয়েছে।"

আমি 'আমানদা' ফেলে দিলাম এবং প্রসারিতপক্ষ বিহঙ্গের মত ধরাশয্যাশায়ী পাণ্ডুলিপিগুলির ভিতর থেকে আর একটি তুলে নিলাম। লক্ষ্য করলাম এর মলাট স্টুডিও জগতে প্রচলিত গোলাপী রঙের না হয়ে সবুজ রঙের।

প্রচ্ছদপটের উপর সুদৃশ্য হস্তলিপিতে লেখা আছে—"শাখামৃগ ও সুরভি"।

বব্ কতকটা বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করল, "শাখামৃগ ও সুরভি!"

আমি পাণ্ডুলিপিটির মুখবন্ধের পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উচ্চকণ্ঠে পড়ে চললাম:

"শাখামৃগ ও সুরভি। উইলিয়াম ট্যালিসের এক মৌলিক অবদান। কটনউড র‍্যাঞ্চ, মর্সিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া।" পেনসিলে আবার একটা মন্তব্য লিখিত রয়েছে দেখছি। "বাতিল করার চিঠি ১১-৬-৪৭ তারিখে পাঠান হয়েছে। নিজের নাম-ঠিকানাযুক্ত লেফাফা নেই। অগ্নিসংকারের জন্য'।— কথাটার নীচে দু'বার পেনসিলের দাগ দেওয়া রয়েছে।"

বব্ ব্যাখ্যা করে বলল, "ওদের কাছে এমন কতশত আসছে।"

ইতিমধ্যে আমি চিত্রনাট্যটির পাতা উলটে-পালটে দেখছিলাম।

"এ তো দেখি কবিতাময়!"

"ছ্যাৎ!" বব্ বিরক্তি প্রকট করল। আমি পড়া আরম্ভ করলাম :

মধ্য দিনের খর সূর্যের মত এ যে স্পষ্ট,
নাবালক ছাত্রের মস্তিষ্কেও এ যে প্রাঞ্জল,
দানবের প্রভাবেতে স্থিরীকৃত যাবতায় লক্ষ্য,
পন্থায় রাজে শুধু মানবতা-আলোকের উজ্জ্বল আশ্বাস।

পোপের তুষ্টি কিসে তাই নিয়ে দিকে দিকে ব্যস্ত…
শাখামৃগ করে বুঝি এলো সাম্রাজ্যের দণ্ড…
দুষ্কৃতি প্রশ্রয় পায় কত যুক্তির বন্ধে
দার্শনিকেরা দেয় অনুকূল নারকীয় তত্ত্ব।

এসেছে রমণদূত বসতি প্রুসিয়া দূবপ্রান্তে
হেগেলের ইতিহাস পায় যেন সত্যের মূর্তি
ভিষগাচার্য আনে কামের ঔষধ অব্যর্থ
দানবীয় তৃষ্ণায় দেয় আরো ইন্ধন অর্ঘ্য।

কবির মনীষা আর বাগ্মীর প্রজ্ঞার দীপ্তি
ব্যভিচারী রাক্ষসে দেয় আরো গুরু অভিনন্দন…
দানবরাজের রথে গাণিতিক আসে মরুরুক্ষ
অনাথাগারের শিশু নিষ্পিষ্ট স্থিরগতি রকেটে।

ক্রোধে আর আক্রোশে জলে ওই সারথির দৃষ্টি,
অপ্রতিহত রথ আসুরিক উল্লাসে মত্ত,
পরম শ্রদ্ধা ভরে সুকোমল নারীদেহ লক্ষ্যে—
পাশবিক বৃত্তির পিপাসা মিটায় তারা নিত্য।

কিছু সময়ের জন্য কেমন একটা নীরবতা নেমে এল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমরা পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

অবশেষে বব্ বলল, "কি রকম বুঝছ ?"

আমি মাথা নাড়লাম। সত্য সত্যই কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, "যাই হ'ক লেখাটা ফেলে দিও না। বাকীটা কি রকম দেখতে হবে।"

পুরোনো কথার সূত্র ধরে আলোচনা করতে করতে আমরা শেষ মোড়টি পার হলাম। সামনে খর্জুর বীথিকার মাঝে একটি ফ্রানসিসিয়ান কনভেন্ট দৃষ্টিগোচর হ'ল। এটি লেখকদের ঘর।

ঘরে ঢোকার সময় বব্ আপন মনে বিড় বিড় করছিল, "ট্যালিস, উইলিয়াম ট্যালিস……নাঃ, নামটা পর্যন্ত কোন দিন শুনি নি। মরুকগে যাক্; কিন্তু মর্সিয়া কোথায় ?"

* * *

পরের রবিবার এর জবাব পেলাম। পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ জবাব। মানচিত্র দেখে নয়, একেবারে হাতে কলমে এর জবাব পেলাম। অর্থাৎ স্বয়ং আমরা সেখানে হাজির হলাম। ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে ববের (না মিরিয়মের ?) বুইক গাড়ী যেন উড়ে চলছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার মোজাব মরুভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে মর্সিয়া একটি ক্ষুদ্র জনপদ। দুটি রক্তিম গ্যাসোলিনের পাম্প এবং একটি ছোট্ট মুদিখানা ছাড়া সেখানে আর বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে।

দুইদিন পূর্বে বর্ষার আবির্ভাবে দীর্ঘ নিদাঘের অবসান হয়েছে। আকাশ এখনও পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালায় শোভিত। শীতল পশ্চিমা পবন প্রকৃতির আতপদগ্ধ দেহে যেন শান্তির চন্দন প্রলেপন দিচ্ছে। ধূসর বর্ণের মেঘের

ছত্রছায়াতলে নবীন তুষার সমাকীর্ণ সন্ গ্যাব্রাইল পর্বতমালা প্রেতবৎ দণ্ডায়মান। কিন্তু বহুদূরে উত্তরে, মরুভূমির ভিতর দিনমণি এক দীর্ঘ ক্ষীণ স্বুবর্ণচ্ছটার মত কিরণ বিকীর্ণ করছিল। চক্ষুর সম্মুখে মরুসুন্দরী এক নয়ন-অভিরাম রত্নমঞ্জুষা খুলে ধরে তার সঞ্চিত সম্পদের বর্ণাঢ্য বিভায় আমাদের চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করে তুলেছিল। পাংশু রজত হেম জরদ হরিৎ ইত্যাদি কত বর্ণের পুষ্প পত্র ও লতাগুল্মে চতুর্দিক আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে রুক্ষ বল্কলের পরিচ্ছদাবৃত বিরলপত্র জোশুয়া বৃক্ষ তার শত শত শীর্ণ বাহু ঊর্ধ্বাভিমুখে প্রসারিত করে কি যেন এক মৌন মন্ত্রের ধ্যানে বিভোর।

জনৈক বধির বৃদ্ধের কর্ণপটাহে উচ্চকণ্ঠে আমাদের প্রশ্নাবলী পৌঁছে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত তাকে আমাদের কথা বুঝাতে পারলাম। কটনউড র‍্যাঞ্চ? হ্যাঁ, তার কথা তো সে জানেই। দুই সিধা সড়ক ধরে চল, তার পর দক্ষিণে মাইল খানেক যাবার পর পশ্চিমে ঘোর। তারপর আবার সেচনালা ধরে পোয়া তিনেক পথ গেলেই ব্যাস……পৌঁছে গেলে। বৃদ্ধ আমাদের সে জায়গা সম্বন্ধে আরও কত কি বলতে চাইছিল; কিন্তু আর শোনার মত ধৈর্য ববের ছিল না। ক্লাচ চেপে সে গিয়ার দিল এবং আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

মরুজীবনের সেই কৃচ্ছ তাপূর্ণ অভিব্যক্তির ভিতর কটন উড এবং উইলো বৃক্ষের দেখা পাওয়া যাবার কথা নয়। কিন্তু সেচনালার পাশে এর বিপরীত উদ্দাম উচ্ছল জীবনরসের আস্বাদ পাওয়ায় পাশাপাশি এরা দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের ভিতর অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান। এখন এরা পত্রাভরণ বিরহিত বৃক্ষের কঙ্কাল স্বরূপ—যেন কৃষ্ণাম্বরের পটভূমিকায় ক'টি শ্বেতরেখা। কিন্তু আজ থেকে মাস তিনেক পর রবিকরোজ্জ্বল নভোতলে এদের নব পল্লবদলের লালিমা কেমন কনকদ্যুতি বিচ্ছুরণ করবে, তা এখন থেকেই অনুমান করা যায়।

অতীব দ্রুতবেগে ধাবমান মোটরটি আকস্মিক ভাবে একটি ক্ষুদ্র গহ্বরের ভিতর পড়ে আর্তনাদ করে উঠল। বব্ কোন এক অদৃশ্য দুষ্কৃতিকারীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করল।

"এই রকম জঘন্য রাস্তার শেষ প্রান্তে কেমন করে যে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক থাকা পছন্দ করে, তা-ই ভেবে পাই না।"

সসঙ্কোচে আমি বললাম, "সে বোধ হয় আর একটু আস্তে চালায়।"

কথাটার প্রতি বব্‌ একবার আমার দিকে ফিরে তাকাবার মত গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন বোধ করল না। পূর্ববৎ সবেগে মোটরটি দৌড়াতে লাগিল। আমি নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে মরুবক্ষে এক নীরব অথচ ত্বরিত পরিবর্তন ঘটে গেল। নীরদজাল অপসৃত হয়ে গেল এবং প্রভাকর প্রবল প্রতাপে সেই বিশাল প্রান্তরের ভিতর হরিৎদ্বীপসম দণ্ডায়মান বিটপীমালার সমুদ্ধত চূড়ে কাঞ্চন-রেণু বর্ষণ করা শুরু করল। ক্ষণকাল পূর্বে কৃষ্ণকায় আঁধার-দৈত্যের জঠরে তারা মরণ শয়নে শায়িত ছিল। সোনার কাঠির স্পর্শে এখন আচম্বিতে তাদের সুপ্তিভঙ্গ হ'ল। আলো-আঁধারির লুকোচুরির মাঝে সেই তরুদল যেন এক অন্তর্নিহিত জ্যোতিঃশিখায় ভাস্বর হয়ে উঠল।

আমি ববের বাহু স্পর্শ করে ইশারা করলাম।

"এবার বুঝতে পারছ কেন ট্যালিস এই পথের শেষপ্রান্তে বাস করা পছন্দ করে?"

এক মুহূর্তের জন্য সে এদিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর একটি ভূপতিত জেশুয়া বৃক্ষের পাশ কাটিয়ে পুনরায় এক নজরে সে দিক পানে তাকিয়ে দৃষ্টি পথের উপর নিবদ্ধ করল।

"এ দেখে আমার সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেন দেশীয় বিখ্যাত শিল্পী গোয়ার একটি বিখ্যাত এচিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। জনৈক বরাঙ্গনা অশ্বোপরী অধিরূঢ়া। বঙ্কিম গ্রীবা বাজীরাজ সেই রমণীর বসনপ্রান্ত চর্বণরত। পৃষ্ঠোপরি আরূঢ়া ললনাকে আসনচ্যুত করার প্রযত্ন করছে সেই তুরঙ্গ, তাকে নিরাবরণ করার জন্য সে সচেষ্ট। বালা কিন্তু উন্মত্ত উল্লাসে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। চিত্রের পটভূমিকায় এখানকারই মত এক প্রান্তরভূমি এবং তার বক্ষ ভেদ করে জেগে উঠেছে এমনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ শীর্ষ দেশ। তবে হ্যাঁ, গোয়ার শিল্পকৃতির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করলে একটি পার্থক্য নয়নগোচর হবে। তাঁর

এচিং-এর সেই শীর্ষদেশ বস্তুতঃ অর্ধ মূষিক এবং অর্ধ গৃহ-গোধিকার আকারের বিশালকায় চতুষ্পদ জীব। এলেনের জন্য এর একটি প্রতিলিপি আমি ক্রয় করেছিলাম।" ববের উক্তির পর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নীরবতার অবকাশে আমি চিন্তা করছিলাম যে এলেন এই এচিং-এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। তুরঙ্গপ্রবর তাকে যাতে ধরাশায়িনী করতে পারে, তার সুযোগ এলেন তাকে দিয়েছে। ভূতলাবলুণ্ঠিতা হবার পরও মদির আবেশে সে তার ফেনিল অট্টহাস্যে দিগ্বিদিক মুখরিত করে তুলেছে। ইত্যবকাশে সাক্ষাৎ শমন সেই হয়ের সূচীতীক্ষ্ণ দশন-পঙতি তার ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাস ভেদ করেছে এবং তার নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দুরন্ত ঘোটকের করাল স্পর্শে তার গাত্রচর্মের অণুপরমাণুতে কী যেন এক পুলকাবেগ মিশ্রিত আতঙ্কের লহর খেলে গেল, এক অব্যক্ত অপরিহার্য বেদনার সম্ভাবনা যেন তার ধমনীতে ধমনীতে শিহরণ জাগিয়ে তুলল। তারপর······তারপর একাপুলকাতে যেই ভীমকায় মূষিক-গৃহ-গোধিকাগুলি তাদের শত-শতাব্দীর পাষাণ-প্রসুপ্তি থেকে জাগরিত হয়ে "ম্যায় ভুখা হুঁ" রবে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলল, হতভাগ্য বব্‌ তখন দেখল যে সৌন্দর্যের মূর্তরূপ প্রেমবিহ্বল দেববালা বা মদনানন্দে বিভোর কন্দর্পপ্রিয়াদ্বারা সে পরিবেষ্টিত নয়, তাকে ঘিরে রয়েছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণকারী দানব ও পিশাচের দল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়েছি। সেচনালার পার্শ্বে বিটপী সারির ফাঁকে ফাঁকে এক বিশাল কটন উড বৃক্ষের তলে শুভ্রবর্ণের একটি গোলাবাড়ী নজরে পড়ল। তার একদিকে একটি উইণ্ড মিল এবং অন্যদিকে ঢেউ খেলান লোহার চাদরে আচ্ছাদিত একটি গোলাঘর। প্রধান ফটক বন্ধ। বব্‌ মোটর থামাল এবং আমরা বাইরে এলাম। ফটকের পার্শ্বস্থ থামের উপর কীলকদ্বারা একটি শ্বেত কাষ্ঠফলক সংযুক্ত করা ছিল। এর উপর কাঁচা হাতের অক্ষরে সিঁদুরে রঙে লেখা :

রক্তপায়ী জোঁকের ক্ষণ-চুম্বন
কিংবা না হয় হাঙ্গর-আলিঙ্গন

বন্ত কপির পরশ ক্লেদ খিন্ন
না হয় ধর মানবজাতি ঘৃণ্য
এদের কারেও যায় কি ভালবাসা ?
ককৃখনো নয়, কীইবা আছে প্রত্যাশা ?

এর অর্থ দয়া করে তফাৎ থাকুন

আমি বললাম, "আমরা নিশ্চয় সঠিক স্থলে উপস্থিত হয়েছি।"

বব্ স্বীকৃতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। আমরা ফটক খুলে কঠিন মৃত্তিকাময় এক বিস্তৃত অঙ্গন অতিক্রম করে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনৈকা চশমা-পরিহিতা হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ়া দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পরনে ছিল নীলরঙের ফুলদার সুতির পোশাক এবং তার উপর এক অতীব পুরাতন লাল জ্যাকেট। সহাস্য বদনে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

"মোটর খারাপ হয়েছে বুঝি ?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

আমরা মাথা নাড়লাম। বব্ বলল যে আমরা মিঃ ট্যালিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

"মিঃ ট্যালিস !"

তাঁর মুখমণ্ডল থেকে সস্মিত হাস্য অন্তর্হিত হ'ল। গম্ভীর হয়ে তিনি মাথা নাড়লেন এবং তারপর বললেন, "আপনারা কি জানেন না, আজ ছয় সপ্তাহ হ'ল মিঃ ট্যালিস আর নেই।"

"মানে, তিনি মারা গেছেন নাকি ?"

"হ্যাঁ, তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত।" এই বলে সেই মহিলা তাঁর কাহিনী বলা শুরু করলেন। মিঃ ট্যালিস এক বছরের জন্য বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেন। মহিলা ও তাঁর স্বামী তাই তাঁদের খামারের পিছনের দিকের পুরাতন ঘরটিতে থাকতেন। ঘরটিতে স্নানাগার ইত্যাদি না থাকায় তাঁদের বাইরেই সব কাজ সারতে হত। তবে তাঁরা এ অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে আসছিলেন এবং সৌভাগ্য বশতঃ এবার শীতও তেমন তীব্রভাবে পড়েনি। যাই হ'ক এভাবে আয় বাড়ার সুযোগ হওয়ায় তাঁরা খুশীই হন, আর আজকালকার দিনে টাকা-

পয়সা ছাড়া কারই বা চলে ? তা ছাড়া মিঃ ট্যালিসের মত নির্জনতাপ্রিয় ব্যক্তির কাছে এর চেয়ে আরামদায়ক ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ?

"আমার মনে হয় ফটকের ঐ বিজ্ঞপ্তি তিনিই লাগিয়েছিলেন ?"

বৃদ্ধা ঘাড় নেড়ে এ কথা সমর্থন করলেন এবং বললেন যে ওটা একটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল বলে বিজ্ঞপ্তি-ফলকটি নিয়ে তাঁরা আর টানাটানি করেন নি।

আমি প্রশ্ন করলাম, "তিনি কি বহুদিন ধরে ভুগছিলেন ?"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, "না, ভুগলেন আর কই ? যদিও তিনি প্রায়ই বলতেন যে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া আছে।"

আর ঐ বোধ হয় তাঁর কাল হ'ল। স্নানাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। একদিন সকালে তাঁর জন্য নিত্যকার মত দুধ ও ডিম নিয়ে এসে বৃদ্ধা দেখেন যে স্নানাগারে তিনি পড়ে আছেন। তাঁর দেহ প্রস্তরবৎ নিরুত্তাপ। সারারাত নিশ্চয় ঐভাবে তাঁর দেহ পড়েছিল। বৃদ্ধা জীবনে এরকম আঘাত পান নি। হাঙ্গামার কি এইখানেই শেষ ? তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তি ওখানে না থাকায় সে কী ঝঞ্ঝাট ! ডাক্তার ডাকা হ'ল, তারপর এলেন শেরিফ। দু-চারদিন তাঁর মৃতদেহ রাখার কথা তো দূরে থাক, বেচারীকে কবর দেবার আগে সরকারী হুকুমনামা নিতে হ'ল। উঃ কী হেনস্তা ! তারপর তাঁর যাবতীয় পুঁথিপত্র, কাগজ ও কাপড়-চোপড় বেঁধে-ছেদে তাঁর বাক্স-প্যাটরাতে শিল-মোহর লাগিয়ে সব কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল লস এঞ্জেলসের কোন্ এক জায়গায়। কোথাও যদি তাঁর কোন উত্তরাধিকারী থাকে, তাই এই ব্যবস্থা। এখন অবশ্য তিনি ও তাঁর স্বামী তাঁদের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন ; কিন্তু তাঁদের মন বড় খারাপ। কারণ মিঃ ট্যালিসের বাড়ী ভাড়ার মেয়াদ শেষ হতে আরও চারমাস বাকী; অথচ ভদ্রলোক এদিকে অগ্রিম সব টাকা পয়সা চুকিয়ে দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারের জন্য তাঁরা এখন খুশি। সম্প্রতি বৃষ্টি এবং তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। তাই এখন স্নানাগার ইত্যাদি ভিতরে থাকায় সেই বাইরের ঘরে থাকার সময়ের মত আর কষ্টের আশঙ্কা নেই।

দম নেবার জন্য বৃদ্ধা এবার থামতেই আমি ও বব্ এই ফাঁকে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

তারপর আমি বললাম, "আচ্ছা, এ অবস্থায় আমাদের এবার ফিরে যেতে হয়।" বৃদ্ধা কিন্তু এসব কথায় কান দেবার পাত্রী নন।

"আরে আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।" বলে তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর আমরা তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে তাঁর অনুসরণ করলাম। একফালি সরু প্রবেশপথ পেরিয়ে আমরা তাঁদের থাকার ঘরে এসে পড়লাম। ঘরটির এক কোণে একটি তেলের স্টোভ জ্বলছিল বলে ঘরটি বেশ গরম। বাতাসে ভোজ্যবস্তুর সুগন্ধ ভেসে আসছিল। জানলার পাশে একটি আরাম-কেদারায় বসে দোল খেতে খেতে এক হ্রস্বাকৃতি বৃদ্ধ রবিবাসরীয় পত্রিকার হাস্যকৌতুক বিভাগ পাঠ করছিলেন। তাঁর পাশে একটি পাণ্ডুরবর্ণা ব্যস্তসমস্ত চেহারার অনধিক সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী এক হস্তে একটি শিশুকে নিয়ে অন্য হস্ত দ্বারা তার গোলাপী ব্লাউজের বোতাম আঁটছিল। বাচ্চাটি দুধ তুলেছিল। তার ঠোঁটের পাশে পাশে তার চিহ্ন। নতুন মা শেষ বোতামটি খোলাই ছেড়ে দিয়ে সযত্নে শিশুটির মুখ মুছিয়ে দিল। আর একটি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে তরুণী কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছিল। গীটার সহযোগে সে গাইছিল, "এই তো বঁধু সেই মধু লগন।"

বৃদ্ধা বললেন, "ইনিই হচ্ছেন আমার স্বামী মিঃ কোলটন।"

কাগজ থেকে মুখ না তুলেই তিনি জবাব দিলেন, "বড় খুশী হলাম দেখা হওয়ায়।"

"আর এ হচ্ছে আমাদের নাতনী কেটী। গত বছর এর বিয়ে হয়েছে।"

"বেশ, বেশ," বলে বব্ ঈষৎ নত হয়ে মেয়েটিকে অভিবাদন করল এবং তার সামনে নিজের বিখ্যাত মন-মাতান মৃদু হাস্যের নমুনা পেশ করল।

কেটী তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে সে যেন একটি প্রাণহীন আসবাব মাত্র। তারপর ব্লাউজের শেষ বোতামটি লাগিয়ে কোন কথাবার্তা না বলে পিছন ফিরে দোতালায় যাবার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু করল।

মিসেস কোলটন আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "এরা হচ্ছেন মিঃ ট্যালিসের দুই বন্ধু।"

আমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হ'ল যে ঠিক বন্ধু বলতে যা বোঝায়, আমরা তা নই। মিঃ ট্যালিস সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানি, তা হচ্ছে তাঁর রচনা। তবে তাতেই আমরা এতদূর আকৃষ্ট হয়েছি যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার আশায় আমাদের এখানে আগমন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার পবিবর্তে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনতে হ'ল।

মিঃ কোলটন এবার কাগজ থেকে মুখ তুললেন। তারপর বললেন, "ছেষট্টি, মাত্র ছেষট্টি বছর বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের। আমার নিজের বয়স বাহাত্তর। মানে গত আশ্বিনে বাহাত্তরে পড়েছি।"

বিজয়গরিমায় মিঃ কোলটনের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভব হয়েছে তাঁর নিজের কৃতিত্বের ফলে। তারপর আবার তিনি ফ্ল্যাশ গর্ডনের কাহিনীতে ডুব দিলেন। ফ্ল্যাশ দুর্ধর্ষ, ফ্ল্যাশ অমর। ফ্ল্যাশ মেয়েদের কল্পলোকের রাজপুত্র, তাদেব হৃদয়সম্রাট। পাঁচী খেঁদি মার্কা সাধারণ মেয়েদের নয়, নারীদের বক্ষবন্ধনী প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন বিভাগ যেমন সমুন্নত পয়োধরা যুবতীর চিত্র অঙ্কন করে, তেমনি সব মেয়েদের হৃদয়েশ্বর হচ্ছে ফ্ল্যাশ।

বব্ বলল, "আমাদের স্টুডিওতে প্রেরিত মিঃ ট্যালিসের রচনাটি আমার চোখে পড়ে।"

ধনুকাকৃতি বৃদ্ধ আবার আমাদের দিকে তাকালেন।

"আপনি সিনেমায় কাজ করেন ?" বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

বব্ স্বীকার করল যে ঐ তার পেশা।

পাশের ঘরের সঙ্গীত অকস্মাৎ মাঝপথে থেমে গেল।

মিঃ কোলটন আবার প্রশ্ন করলেন, "মানে, আপনি রূপালী পর্দার একজন রথী-মহারথী ব্যক্তি তাহলে ?"

অতীব মনোমুগ্ধকর কৃত্রিম বিনয়ভারে বিগলিত বব্ তাঁকে আশ্বাস দিল যে, না তেমন কিছু নয়। সে একজন চলচ্চিত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচয়িতা

এবং ক্বচিৎ কখনও পরিচালনা করে থাকে মাত্র।

বৃদ্ধ মৃদুমন্দ গতিতে শিরঃসঞ্চালন করতে লাগলেন।

"কাগজে দেখছিলাম মেট্রো গোল্ড্‌ইন কোম্পানীর গোল্ড্‌ইন সাহেব বলছেন যে চলচ্চিত্র গগনের রথী-মহারথীদের এবার অর্ধেক মাইনে নিতে হবে। অর্থাৎ আয় কমল আর কি!"

খুশিতে তাঁর চোখ চক্ চক্ করে উঠল। আর একবার তিনি তাঁর বিশ্বজয়ী হাসির নমুনা উপহার দিলেন। অতঃপর অকস্মাৎ বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তিনি তাঁর কল্পনার রাজ্যে ফিরে গেলেন।

লুবলীনের সম্মুখে প্রার্থীরূপে যীশু। আমি এই বেদনাজনক প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করার জন্য মিসেস কোলটনের কাছে জানতে চাইলাম যে মিঃ ট্যালিস চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন কিনা? কিন্তু আমার কথার মাঝখানেই ভিতরের ঘর থেকে কারও পদধ্বনি এগিয়ে আসায় তাঁর দৃষ্টি সে দিকেই আকৃষ্ট হ'ল।

ফিরে তাকালাম। পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ সোয়েটার ও চেককাটা স্কার্ট, স্বার-দেশে এলায়িত বরতনু কে ঐ দণ্ডায়মানা? এ যেন যোড়শী লেডি হ্যামিলটন, অথবা ফরাসী বিপ্লবী কোলিনীর পদমূলে কুমারীধর্ম উৎসর্গান্তে বেপথুমতী রঙ্গবিলাসিনী নিনন-ড্য-লেক্লা, কিম্বা সুন্দরীকুলচূড়ামণি মর্ফিলানী, না ছাত্রী অবস্থায় আনা কারেনিনা?

মিসেস কোলটন বেশ গর্বজড়িত কণ্ঠে বললেন, "এই হচ্ছে রোজি, আমাদের আর একটি নাতনী। রোজি সঙ্গীতচর্চা করছে। ওর ইচ্ছে সিনেমাতে ঢোকে।" শেষের অংশটা তিনি অবশ্য বব্‌কে উদ্দেশ্য করে বললেন।

সোৎসাহে বব্ "অতি চমৎকার, অতি চমৎকার" বলতে বলতে উঠে গিয়ে ভাবী লেডি হ্যামিলটনের সঙ্গে করমর্দন করল।

বৃদ্ধা মাতামহী ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "আপনি নিশ্চয় এ বিষয়ে ওকে কিছু উপদেশ দিতে পারেন।"

"সানন্দে সানন্দে……"

"রোজি, আর একটা চেয়ার নিয়ে এস।"

অক্ষিপল্লব তুলে মেয়েটি অতি সংক্ষিপ্ত অবকাশের মধ্যে বব্‌কে বেশ ভাল করে দেখে নিল। তারপর বলল, "রান্নাঘরে বসে কথা বলতে কি আপনার আপত্তি হবে?"

"মোটেই না, মোটেই না।"

তারা উভয়ে ভিতরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানলার বাইরে চোখ পড়তে দেখি বৃক্ষচূড়ে আবার ছায়া নেমে এসেছে। মুদিতনেত্র মূষিক-গৃহগোধিকাগুলি মৃত্যুর ভান করে পড়ে রয়েছে। তাদের একমাত্র অভিসন্ধি হচ্ছে সম্ভাব্য শিকারের মনে অলীক নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করা।

মিসেস কোলটন আপন মনে বলে চলছিলেন, "শুধু ঘটনাচক্র নয়, একেবারে যাকে বলে দৈব যোগাযোগ। রোজির যখন সহায়তা প্রয়োজন, তখনই চলচ্চিত্র জগতের একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি কিনা এখানে এসে হাজির!"

কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন, "হুঁ এমন এক সময়, যখন সিনেমা কোম্পানী শখের যাত্রা দলের মত যত্র-তত্র গজাচ্ছে।"

"এসব কথা তোমার মুখে আটকায় না গো?"

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, "এসব আমি বলছি নাকি? এ তো গোল্ডউইন সাহেবের কথা।"

পাকশালা থেকে বালিকাকণ্ঠের চকিত হাস্যধ্বনি ভেসে এল। বব্‌ নিঃসন্দেহে নৈপুণ্য সহকারে অগ্রসর হচ্ছে। দিব্যদৃষ্টিতে পুনর্বার একাপুলকা অভিযানের দৃশ্য দেখলাম এবং এবারকার ফল প্রথমবারের তুলনায় অধিকতর সর্বনাশা।

সরল নির্বোধ হাস্যে মিসেস কোলটনের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আপনার বন্ধুটিকে আমার বেশ লাগে। বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। ভারিক্কী মেজাজের নয় মোটেই।"

বাক্যব্যয় বিনাই আমি এর অন্তর্নিহিত তিরস্কার হজম করলাম এবং পুনরায় তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে মিঃ ট্যালিস সিনেমা সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন কিনা সে খবর তাঁর জানা আছে নাকি?

তিনি ঘাড় কাৎ করলেন। তারপর বললেন যে হ্যাঁ, তিনি একবার তাঁকে বলেছিলেন যে কোন এক স্টুডিওতে তিনি নাকি কি এক জিনিস পাঠাচ্ছেন। তাঁর কিছু অর্থ উপার্জন করার প্রয়োজন হয়েছিল। টাকাটা নিজের জন্ম নয়; কারণ তিনি তাঁর পূর্বের সম্পত্তির অধিকাংশ হারালেও এখনও যা ছিল, তাতে তাঁর জীবন ভর চলে যাবে। ইউরোপে পাঠাবাব জন্ম তাঁর কিছু বেশী টাকার প্রয়োজন পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জনৈকা জার্মান মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় এবং তাঁব স্ত্রী তাঁদের শিশু সন্তান সহ জার্মানীতে রয়ে যান। এখন অবশ্য এক পৌত্রী ছাড়া ওদিকের আর কেউ নেই। মিঃ ট্যালিসের ইচ্ছা ছিল তাকে এখানে আনা; কিন্তু ওয়াশিংটনের সরকারী দপ্তর তাতে রাজী নয়।

উপায়ান্তর না দেখে যাতে তার ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয়, তার জন্ম তিনি তাকে কিছু থোক টাকা পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। আর সেই কারণে তিনি সিনেমার জন্ম ঐ রচনাটি লেখেন।

মহিলার কথা শুনতে শুনতে আমার মিঃ ট্যালিস রচিত চিত্রনাট্যের একটি ঘটনার কথা স্মরণ হ'ল –যুদ্ধোত্তর ইউরোপের বালিকারা দু-এক খণ্ড চকোলেটের জন্ম পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে নেমে পড়েছে। তাঁর পৌত্রী—সেও কি ঐ বালিকা-যূথের একজন নাকি?

আমি প্রশ্ন করলাম, "তাঁর স্ত্রী এবং পৌত্রীর পিতা-মাতার কি হয়েছিল?'

মিস্টার কোলটন বললেন, "কি আব হবে তাদের? ওরা ইহুদি না কি যেন ছিল।"

একটু থেমেই বৃদ্ধ এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, "মনে রাখবেন ইহুদিদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষভাব নেই। কিন্তু তা বলে কি······আর যাই হ'ক হিটলার তো মূক ছিলেন না।"

এবার আমি লক্ষ্য করলাম তাঁর দৃষ্টি "ফোজেন জেমার কিডসের" প্রতি ছিল।

রন্ধনশালায় আর এক দফা বালসুলভ হাসির দমকা ঝড় উঠল। যোড়শী লেডি হ্যামিলটনের কণ্ঠে একাদশ বর্ষীয়া বালিকার স্বর। তথাপি ববকে

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা কালীন তাঁর দৃষ্টি কি রকম পরিণত ও কুশল ব্যঞ্জনাপূর্ণ ছিল। রোজি সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে একাধারে সে সরল ও চতুর, সতর্ক অভিসারিকা ও বেণী দোলান স্কুলের মেয়ে।

হাসির হর্‌রা এবং ইহুদি-বিদ্বেষ—উভয়কেই উপেক্ষা করে বৃদ্ধা বলে চললেন, "এবার তিনি একজন মঞ্চাভিনেত্রীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর নামটা মিস্টার ট্যালিস আমাকে বলেছিলেন বটে ; আমি কিন্তু তা ভুলে গেছি। যাই হ'ক এ বিবাহও অধিকদিন স্থায়ী হ'ল না। সে মহিলা আর একজনের সঙ্গে ঘর ছাড়লেন। আমি বলব এ বেশ হয়েছে। আপনিই বলুন না, জার্মানীতে এক স্ত্রী থাকতে পুনর্বার বিবাহ করা কি তাঁর উচিত হয়েছিল ? আমি বাপু এই সব বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং তারপর আর একজনের স্বামীকে বিয়ে করাকে মোটেই ভাল বলি না।"

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল। এর মধ্যে আমি এই অদেখা মানুষটির একটি জীবনেতিহাস রচনা করে ফেললাম। আমেরিকাবাসী এই নবযুবক নিশ্চয় কোন ভদ্র-বংশোদ্ভুত। শিক্ষা-দীক্ষা ভালই হয়েছিল ; তবে অহমিকা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল ; কিন্তু তা এমন একটা বিপুল মাত্রার নয় যে তিনি আরামের জীবন ছেড়ে পেশাদার সাহিত্যিক হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনার সাহস করেন! হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইউরোপে যান এবং বেশ সচ্ছলভাবে দিন কাটাতে থাকেন। সর্বত্র ভাল ভাল লোকের সঙ্গে ছিল তাঁর পরিচয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারপর তিনি মিউনিকেই প্রেমে পড়েন। এরপর "লিবার্টি ড্রেস" পরিহিতা এক জার্মান যুবতীর রূপ আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠল। হয়ত কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী বা শিল্পকলা রসিকের আত্মজা। ট্যালিস-প্রেয়সী যেন দেহবন্ধনমুক্ত কবিকল্পনা, ছিন্নমূল উইলহেলমাইন সংস্কৃতি ও অর্থে পুষ্টা চিত্ততোষী রাগিণী। কখনও সে প্রাপণ প্রবঞ্চক কুহেলিকা, কখনও বা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য। কখনও সে সকল প্রকার অনুমানের অতীত, কখনও আবার উন্মত্ত আদর্শবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জ্যামুক্ত শরের ন্যায় স্থিরলক্ষ্য সেই জার্মান ললনা। তাঁর সঙ্গে ট্যালিসের অনুরাগ ও অবশেষে পরিণয় হয়েছিল। পত্নীর ভিতর উচ্ছলতার অভাব থাকা সত্ত্বেও ট্যালিস একটি

সন্তানের জনক হয়েছিলেন। তারপর গৃহের পরিবেশ শ্বাসরুদ্ধকর মনে হওয়ায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এর তুলনায় প্যারিসের আবহাওয়া কেমন স্বাস্থ্যকর ও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এবং সেখানে অবকাশ-যাপনার্থ আগতা সেই তরুণী অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনকারী আকর্ষণও কী তীব্র !

অনুপম সুন্দরী মার্কিন ললনা—
তার কটাক্ষে মৃত্যু। নয় এ তো ছলনা।
আজ নয়, কাল নয়, গেলে এক পক্ষ—
কর্ফু যাবে সে। ফাটে বুঝি বক্ষ।

ইনি কিন্তু কর্ফু গেলেন না ; আদৌ তিনি যদি নড়তেন, তবে সে ট্যালিসের সঙ্গে। ইনি উচ্ছ্বাসহীন ছিলেন না আবার স্রোতের বেতসপত্রও ছিলেন না। না ছিল তাঁর ভিতর অস্পষ্টতা এবং না ছিল গভীরতা। এঁর আচরণে শম্পার পুলক শিহরণ বা বিষাদ-খিন্ন দীর্ঘশ্বাস—কিছুই ছিল না। শিল্পীর গুণ বা উন্নাসিকের দম্ভ—কোনটাই ছিল না তাঁর ভিতর। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর ভিতর ভ্রূণাকারে কুক্কুরীর স্বভাব প্রচ্ছন্ন ছিল এবং সেই ভ্রূণ ক্রমশঃ পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হতে লাগল। মিঃ ট্যালিস যখন তাঁকে ত্যাগ করলেন, তখন তা বেশ পরিপুষ্ট নখদন্তর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার অবস্থিতি-স্থান থেকে ফিরে দৃষ্টিপাত করলে আমার কল্পিত ট্যালিস তাঁর কার্যকলাপকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। দৈহিক ভোগাসক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট উত্তেজনা-নিবৃত্তি ও এক অলীক প্রেমবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তিনি তাঁর পত্নী ও কন্যাকে কতকগুলি বায়ুগ্রস্ত লোকের হাতে ফেলে এসে তাদের মরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর পৌত্রী আজ কয়েকটা মিঠাই-এর লোভে বা ভরপেট আহারের বিনিময়ে কোন সৈনিক কিংবা চোরাকারবারীর লাম্পট্যবৃত্তির শিকার হচ্ছে।

বিচিত্র কল্পনা ! আমি মিসেস কোলটনের দিকে ফিরে বললাম, "আহা, আমি যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতাম !"

তিনি বরাভয় দানের স্বরে উত্তর দিলেন, "তাঁকে আপনার ভালই লাগত। আমরা সবাই মিঃ ট্যালিসকে পছন্দ করতাম।" তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করে

বললেন, "একটা গোপন কথা বলছি। ল্যাকেস্টারের মহিলাদের ব্রীজ ক্লাবে যাবার সময় প্রত্যেকবার আমি একবার কবরখানায় যাই। উদ্দেশ্য, শুধু তাঁর সমাধি-দর্শন।"

মাঝখানে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "আমি বাজী রেখে বলতে পারি এটা তিনি ঘৃণা করেন।"

প্রতিবাদের স্বরে বৃদ্ধা বললেন, "দেখো এলমর·· "

বৃদ্ধ কিন্তু নিজের জিদ ছাড়লেন না। তিনি বললেন, "বহুবার তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে তিনি এখানে মারা গেলে তাঁকে যেন মরুভূমির ভিতর কবর দেওয়া হয়।"

আমি জানালাম, "তিনি স্টুডিওতে যে চিত্রনাট্যটি পাঠিয়েছিলেন, তাতেও এই কথা লেখা ছিল।"

"সত্যি নাকি ?" মিসেস কোলটনের যেন একথায় প্রতীতি জন্মাচ্ছিল না।

"হ্যাঁ, তিনি তো তাঁর অনন্ত শান্তির পীঠস্থান সেই কবরটির বর্ণনা পর্যন্ত করে গেছেন। সেটি হবে কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে, সম্ভব হলে কোন জেশুয়া বৃক্ষের সানুদেশে।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি হলে তাঁকে জানিয়ে দিতাম যে এটা বেআইনী। সাক্রামেণ্টোর বিধান সভায় যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে, তারপর থেকে এ আর চলতে পারে না। আমি এমন একজনের কথা জানি, যাকে দুই দিকে গোর দেবার বিশ বছর পর আবার খুঁড়ে তোলা হয়।" কথাগুলি বলতে বলতে তিনি গোয়ার সেই অর্ধ সরীসৃপ ও অর্ধ মূষিকাকৃতি বিচিত্রদর্শন বৃক্ষচূড়ার দিকে হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করেন। "অথচ এর জন্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রথমেই তিনশত ডলার ব্যয় হয়ে যায়।"

পুরাতন স্মৃতি রোমন্থনকালে তিনি টেনে টেনে হাসতে থাকেন।

তাঁর স্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "বাব্বাঃ, আমার কবর যেন মরুভূমিতে না হয়।"

"কেন গো ?"

"বড় নিঃসঙ্গ। এত নিঃসঙ্গতা আমি অপছন্দ করি।"

এর পর কি যে বলা উচিত সেই চিন্তায় আমি যখন বিব্রত, তখন সেই পাণ্ডুরবর্ণা মাতা একটি কাঁথা হাতে প্রবেশ করল। এক লহমা থমকে দাঁড়িয়ে সে পাকশালার অভ্যন্তরভাগও দেখে নিল। তারপর নিম্ন অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "শুনছ রোজি, ঢের হয়েছে। এবার কাজপাট কিছু করবে কী ?"

কথা শেষ করে সে বাইরের বারান্দার দিকে হাঁটা শুরু করল। সেদিকের একটি উন্মুক্ত দরজা ভিতরের আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত স্নানঘর ও শৌচাগারের অস্তিত্ব জাহির করছিল। শুধু পিতামহীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তিক্ত কণ্ঠে সে বলল, "ওর তো আবার পেটের অসুখ হয়েছে।"

উত্তেজনাপ্রদীপ্ত নেত্রে ভবিষ্যৎ লেডি হ্যামিলটন পাকশালা থেকে আবির্ভূতা হ'ল। তার পিছনে দ্বারদেশের ফাঁকে ভবিষ্যৎ হ্যামিলটন দণ্ডায়মান। তার মনে দ্রুত চিন্তালহরী খেলে যাচ্ছে যে এবার সে লর্ড নেলসন হবে।

মেয়েটি চীৎকার করে ঘোষণা করল, "জান ঠাকুমা, মিঃ ব্রিগস বলছেন যে তিনি আমার স্ক্রীন টেস্টের ব্যবস্থা করে দেবেন।"

মূর্খ কোথাকার। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

মুখে বললাম, "এবার আমাদের ফেরার সময় হয়েছে বব্।" অবশ্য আমি জানতাম যে এমনিতেই আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে। অর্ধ উন্মুক্ত শৌচাগারের দরজা দিয়ে একটা শব্দ আসছিল। যেন ভিজে কাঁথা নেংড়ান জল পায়খানার প্যানে পড়ছে।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে ববের কানে কানে আমি ফিস ফিস করে বললাম, "শুনছ ?"

সে প্রশ্ন করল, "কি শুনছি ?"

আমি বিস্মিত হলাম। কান থাকতেও এরা কালা।

সুতরাং রক্ত-মাংসের ট্যালিস সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর মনোজগতের পরিচয় পাঠক পাবেন। কোন পরিবর্তন ও টীকা-টিপ্পনী ছড়াই আমি মিঃ ট্যালিসের "শাখামৃগ ও সুরভি" নামক রচনা এরপর হুবহু মুদ্রিত করার ব্যবস্থা করলাম।

॥ ২ ॥

চিত্রনাট্য

প্রথমে চলচ্চিত্রের শীর্ষক, তারপর পাত্রপাত্রীর নাম এবং অবশেষে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত ও দেবদূতোপম কণ্ঠের স্বরলহরীর সঙ্গে পর্দার উপর "প্রযোজক"-এর নাম ফুটে উঠল।

সঙ্গীতের রাগিণীতে পরিবর্তন হয়। সুরশিল্পী ডেবুসী আজ জীবিত থাকলে একে অধিকতর কমনীয় ও সুকুমার ঐশ্বর্যবিভবমণ্ডিত করে উপস্থাপিত করতেন। সঙ্গীতাচার্য ভগ্‌নারের উচ্ছলতা এবং কটু আত্মগরিমা বা স্ট্রাসের অশ্লীলতা ইত্যাদির সঙ্গে এ সুরের কোন সংশ্রব থাকত না। পর্দায় কিন্তু টেকনিকালারের বর্ণশোভা অপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ এখন। নিশীথিনী যেন স্তব্ধপ্রায় রত্নাকরের বক্ষলগ্না হয়ে তার বিদায়-বেলাকে বিলম্বিত করার প্রয়াস করছে। কিন্তু গগনপ্রান্তে এক স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা হরিতাভ ক্ষিতি থেকে উত্থিত হয়ে নভোমণ্ডলের নীলিমা বিদীর্ণ করে সুবিন্দুতে গিয়ে বিলীন হয়েছে। পূর্বাম্বরভালে এখনও শুকতারার ঝিকিমিকি দেখা যায়।

সূত্রধর

এ যে সুন্দরতম……এ যে কি পরম শান্তি·· ···
তবু কেন আমাদের হৃদয়ের মাঝারে
মহান প্রতীকটির রূপ ওঠে উচ্ছ্বসি
ঠিক যেন এলা হুইলার উইলকক্সের কাব্যের
কোন্ এক মোহময়ী রাত্রির নায়িকা।
কিছু আলো কিছু ছায়া প্রকৃতির রূপ
শিল্পীর হৃদে আনে প্রতিক্রিয়া
হাস্যের লাস্যের একান্ত সুরে।
তবু তো উপায় নেই সইতেই হবে···
কারণ ঐ যে তুমি দর্শকের মাঝে

ঐখানে বসে আছে নিশ্চুপ ভাব,
জানোনা কি যে মূল্যে, যে প্রকারে হ'ক
হ'ক সে উইলকক্স, নয় তার চেয়ে বাজে
কাকে কি যে বলে ওকে বোঝানই চাই।

সূত্রধর যখন আবৃত্তি করে যাচ্ছে, আমরা তখন শাশ্বত প্রকৃতির নিদর্শন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এখন এক দর্শকপরিপূর্ণ অতি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তর ভাগ দেখছি। শীর্ণ আলোক কথঞ্চিৎ প্রখর হয়ে ওঠে এবং অকস্মাৎ আমরা লক্ষ্য করি যে যাবতীয় দর্শক সুসজ্জিত বেবুন ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতি ও শিশু হতে বৃদ্ধ সকল বয়সের বেবুনই এর ভিতর রয়েছে।

সূত্রধর

গর্বিত নর যেটুকু প্রভুত্বের আস্বাদ পেয়েছে
সেটুকু দিয়েই নিজেকে সে ভেবেছে
সর্বজ্ঞ।
কিন্তু কিছুতেই সে বোঝে না;
সে নির্বোধ, সে অজ্ঞ, সে মূর্খ।
তার অকলঙ্ক মানবসত্তা;
স্বর্গের তোরণ দ্বারে
ক্রুদ্ধ দানবের মত সে করেছে যে আচরণ
তার বেদনায়, তার ক্ষোভে
দেবদূতের চোখেও আজ নেমেছে অশ্রুর বর্ষণ।

কাট্। বানরদল যার প্রতি এত অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করছে, সেই পর্দা। সেমিরামিস বা মেট্রো গোল্ড্‌উইন মায়ার যেরূপ চমকপ্রদ ও আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যপটের কল্পনা করতে পারেন, সেইরূপ এক নয়নমনোহর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এক সমুন্নতবক্ষ যুবতী বানরীকে দেখছি। তার পরনে এক শঙ্খধূসর সান্ধ্য গাউন, অধর ও ওষ্ঠ রক্তনীল রঙে রঞ্জিত, খড়্গাকৃতি নাসিকা ও হনুদেশ সহ সমগ্র মুখমণ্ডলে সুন্দর নীল-লোহিত বর্ণের

চূর্ণ প্রলেপ। তার রোষকষায়িত লোচন-যুগলের চতুষ্পার্শে রক্তিম বেষ্টনী। পশ্চাতের পদদ্বয়ের খর্বতার জন্য যতটা ঋজু হয়ে চলা সম্ভব, সেইভাবে সে এক উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত নৈশক্লাবের রঙ্গমঞ্চের উপর বিলোল দৃষ্টিতে পদচারণা করে দুই বা তিন শতাধিক রোমশ হস্তের বিপুল করতালি ধ্বনির মাঝে "পঞ্চদশ লুই" মার্কা মাইক্রোফোনের সম্মুখীন হ'ল। তাকে অনুসরণ করে গলদেশে কুকুরের বগলেশে সরু একটি ইস্পাতের শিকলে বাঁধা অবস্থায় জানুগতিতে মাইকেল ফ্যারাডে প্রবেশ করলেন।

সূত্রধর

"কিন্তু কিছুতেই সে বোঝে না; সে নির্বোধ, সে অজ্ঞ, সে মূর্খ।" এবং আমার পক্ষে অবশ্য এ কথার উল্লেখ করাই বাহুল্য যে আমরা যাকে জ্ঞান বলি, তা অজ্ঞতারই আর এক রূপ। তবে এ অজ্ঞান সুসংগঠিত ও বিজ্ঞান-সম্মত বলে খ্যাতিসম্পন্ন। আর এই জন্যই এ আরও নিখুঁত ও আরও ক্রুদ্ধ দানবের জনক। অজ্ঞতা বলতে যখন শুধু জ্ঞানের অভাব বোঝাত, আমরা তখন লেমুর, মারমোজেট বা হাউলার বানরের সগোত্রীয় ছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের জ্ঞান নামক উচ্চতর অজ্ঞতার কৃপায় মানুষের আকৃতির এতদূর উন্নতি হয়েছে যে আমাদের মধ্যে নগণ্যতম যে, সেও হলে বেবুন। আর মহত্তম হচ্ছে ওরাং ওটাং এবং সমাজের ত্রাণকর্তার পদগ্রহণকারীরা খাঁটী গরিলা।

ইতিমধ্যে সেই বেবুন যুবতী মাইক্রোফোনের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল যে বক্রপৃষ্ঠ ঋজু করে বেদনা দূরীকরণার্থ ফ্যারাডে জানুর উপর ভর দিয়ে বসেছেন।

"নীচু হতে হবে মশাই, নীচু হতে হবে।"

তার কণ্ঠস্বর পরুষ এবং সে তার প্রবাল-মণ্ডিত কশার আঘাতে বৃদ্ধের দেহে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করে দিল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ফ্যারাডে তাঁর আদেশ পালন করলেন। দর্শক বানরদল প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। বানরী তাদের দিকে একটি চুম্বন ছুঁড়ে দিল এবং অতঃপর মাইক্রোফোনটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ভীষণ-দর্শন দন্তরাজি বিকশিত করতঃ [illegible] দিল।

দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের এক ন্যক্কারজনক রুচির গান, জনপ্রিয়তার আধুনিকতম নিদর্শন।

ভালবেসে প্রিয়তম হ'ল একি দায়!
প্রাণ-চকোর ঘুরে ঘুরে তব পানে ধায়।
প্রেমের ফাঁদ এই ভুবন ভরা,
হিয়া আমার পড়ল ধরা।
ওগো এস মোর প্রিয়, প্রিয়তম প্রিয়তম,
মোরে লহ তুলে বুকে মনসিজ তুমি মম।
অঙ্গে অঙ্গে আজি হেরি জ্বালা যৌবনের একি!
শান্ত কর এই দাহন গো, বিশ্বে তো আর সবই ফাঁকি।

ফ্যারাডের মুখের ক্লোজ আপ। নানা রকমের ভাব সেখানে খেলে যায়। প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিরক্তি, অতঃপব অবজ্ঞা মিশ্রিত ক্রোধ ও সর্বশেষে এবম্বিধ লজ্জা ও মনোবেদনা যে তাঁর বলিরেখা শোভিত গণ্ড বেয়ে নয়নবারি ক্ষরিত হতে থাকে।

যে সব বেতার-প্রেমিক এ সঙ্গীত শ্রবণ করছেন তাঁদের মণ্টেজ শট্।

একটি হৃষ্টপুষ্ট বেবুন গৃহিনী লাউড স্পীকারে এ সঙ্গীত শ্রবণ করতে করতে সসেজ তৈরী করছিলেন। তাঁর গোপন বাসনা কাল্পনিক উপায়ে চরিতার্থ হচ্ছে বলে মনে হলেও প্রত্যুত অতৃপ্তি জনিত তৃষ্ণা ক্রমশঃ উদ্দাম হয়ে উঠছিল।

একটি বেবুন শিশু তার খাটের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় পাশের কুলুঙ্গিতে রাখা ছোট্ট বেতার যন্ত্রটিকে ধরার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে "যৌবনের জ্বালা শান্ত করার" প্রথম পাঠ নিচ্ছে।

জনৈক মধ্যবয়স্ক বিত্তশালী বেবুন শেয়ার বাজারের সংবাদ পাঠে ক্ষান্তি দিয়ে নিমীলিত নেত্রে আনন্দোদ্ভাসিত আননে শুনছে: "ওগো এস মোর প্রিয়, প্রিয়তম প্রিয়তম"।

দুটি কিশোর বয়স্ক বেবুন নিকটে দণ্ডায়মান একটি মোটর গাড়ীর উপর হুমড়ি খেয়ে শুনছে: "মোরে লহ তুলে বুকে মনসিজ তুমি মম"। তাদের উত্তেজিত মুখমণ্ডল ও শিহরিত থাবার ক্লোজ আপ।

কাট্ ব্যাক। অশ্রু সজল ফ্যারাডে। গায়িকা ফিরে দাঁড়াল এবং তাঁর বেদনার্ত মুখচ্ছবি তার নয়ন গোচর হ'ল। তার মুখ দিয়ে চাপা ক্রোধসূচক ধ্বনি নির্গত হ'ল এবং সে ফ্যারাডেকে প্রহার করা আরম্ভ করল। বর্বর হস্তের কিল, চড়, ঘুসি বর্ষিত হতে লাগল। নৈশক্লাবের স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত দেওয়াল অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য শুধু বেদুন যুবতীর মূর্তি ও তার কবলে বন্দী বুদ্ধিজীবীর ছায়াছবি আমাদের প্রারম্ভিক বর্ণনার ঊষার আধো আলো আধো ছায়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অতঃপর এ দৃশ্যও বিলীন হয়ে রইল শুধু চির নিত্যের নিদর্শন।

সূত্রধার

সাগর, উজ্জ্বল গ্রহ, স্ফটিকস্বচ্ছ সীমাহীন ব্যোম—এ সবের কথা নিশ্চয় স্মরণ আছে? নিশ্চয়! না একথা আপনারা বিস্মৃত হয়েছেন যে, আপনাদের নিজের নামটির আলোকে দেদীপ্যমান অহং বুদ্ধির প্রদর্শনী, উদ্‌ভ্রান্ত অন্তর ও কল্পনার রঙ্গভূমির বাইরে আর যে কি আছে, তা কোন দিনই আপনারা আবিষ্কার করেন নি?

ক্যামেরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে এল। আবার দিকচক্রবালরেখার মাঝবরাবর করাতের দন্তাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ এক প্রস্তরময় দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হ'ল। দ্বীপের তটরেখা ধরে এক বিশালকায় চার মাস্তুলযুক্ত অর্ণবপোত চলেছে। নিকটে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে জাহাজটিতে নিউজিল্যাণ্ডের পতাকা উড়ছে এবং তার নাম হচ্ছে "ক্যাণ্টরবরী।" জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং একদল আরোহী রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে মনোযোগ সহকারে পূর্বদিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে আমরা দৃষ্টিপাত করছি এবং আমাদের নয়নপথে এক তৃণ-লতাহীন তটভূমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তারপর অকস্মাৎ অতি দূরবর্তী পর্বতমালার কৃষ্ণবর্ণ ছায়াছবির পিছনে ভাস্কর দেবের উদয় হ'ল।

সূত্রধার

আজকের এ প্রভাত হচ্ছে ২১০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আর এই অর্ণবপোতের আরোহী প্রত্যেকটি নরনারী হচ্ছেন নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী অভিযাত্রী দল। উত্তর আমেরিকা পুনরাবিষ্কারের জন্য তাঁরা নির্গত হয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সমরলিপ্সু জাতিদের কবল থেকে এঁদের নিষ্কৃতি পাওয়ায় (এর কারণ যে মানবহিতৈষণী প্রবৃত্তি নয়, একথা আমাদের উল্লেখ করাই বাহুল্য। আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের ন্যায় এদেশও দুরধিগম্য হওয়ায় কেউ আর এ দেশকে ধ্বংস করার ঝামেলা পোয়াতে রাজী হয় নি বলেই তাঁরা আসলে পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন।) নিউজিল্যাণ্ড বেঁচে যায় এবং এমন কি পৃথিবীর অপরাপর অংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অবস্থায় কথঞ্চিৎ সমৃদ্ধিশালীও হয়। নিউজিল্যাণ্ডের এ স্থিতির কারণ হচ্ছে এই যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় রশ্মির লীলাভূমি হয়ে পড়ে এবং নিউজিল্যাণ্ড এ অবস্থায় এক শতাব্দীরও অধিকাল প্রায় অন্যনিরপেক্ষ হয়ে থেকে যায়। এতদিনে সে সংকট দূরীভূত হওয়ায় সে দেশের প্রথম আবিষ্কারকের দল পশ্চিমদিক থেকে আমেরিকা পুনরাবিষ্কারের জন্য এসেছেন। ইতিমধ্যে পূর্ব গোলার্ধে কৃষ্ণকায় জাতিসমূহ নীল নদের উপত্যকায় এবং ভূমধ্যসাগরের অপর তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে ফেলেছে। পার্লামেন্টের জন্মভূমির বাদুড় ও চামচিকা অধ্যুষিত বিশাল হলঘরগুলিতে কী সুরম্য বন্য নৃত্য চলেছে। সত্য সত্যই যদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

দৃশ্যপটে অন্ধকার ঘনিয়ে এল; একবার বন্দুক চালনার শব্দ শ্রুতিগোচর হ'ল। পুনরায় আলো ফুটে উঠলে দেখা গেল একদল সামরিক বেশধারী বেবুনের পিছনে চর্মবন্ধে আবদ্ধ অবস্থায় ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন উবু হয়ে বসে আছেন।

প্রস্তর খণ্ড, ভগ্ন শাখা এবং শবদেহে পরিপূর্ণ খানিকটা বেওয়ারিশ এলাকা অতিক্রম করে ক্যামেরা আর একদল কপির কাছে গিয়ে স্থির হ'ল। তাদের

বেশভূষা ভিন্ন প্রকারের এবং তাদের মস্তকোপরি এক অন্য ধরনের পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু এখানেও ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন একই প্রকারের চর্মবন্ধে আবদ্ধ অবস্থায় কপিদলের আজানু-আচ্ছাদিত বুটজুতার গোড়ালির সন্নিকটে উবু হয়ে বসে আছেন। দিব্যজ্যোতিস্বরূপ অবিন্যস্ত কেশরাশির নীচে তাঁর সরল ও নিরীহ মুখখানিতে বিষাদ-মণ্ডিত বিস্ময়ের ছাপ। ক্যামেরা এ পাশ ও পাশ করে একবার এই আইনস্টাইন এবং অপরবার ঐ আইনস্টাইনের সামনে ঘুরতে লাগল। নিজ নিজ প্রভুর পালিশ করা চর্মপাদুকার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের প্রতি সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাতরত একেবারে একই ধরনের মুখ দু'টির ক্লোজ শট্।

শব্দযন্ত্রী স্যাক্সোফোন এবং চেলো ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠস্বর সহযোগে এমন এক সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন, যাতে "এই দাহন শান্ত করার" জন্য আকুল আকুতি ফুটে উঠছে।

একজন আইনস্টাইন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কে ও? আলবার্ট নাকি?"

অপরজন ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, "আলবার্ট, তোমার আশঙ্কা সত্য।"

যুযুধান উভয় সৈন্যবাহিনীর শিরোপরি শোভিত নিশান অকস্মাৎ চঞ্চল বায়ুহিল্লোলে প্রসারিত হয়ে তরঙ্গিত হতে থাকে। কখনও তাদের বর্ণ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, কখনও আবার স্বতঃই তা কুঞ্চিত হয়ে যায়।

সূত্রধার

সমুদ্ধত কেতনসমূহে কতশত অর্থহীন চিহ্ন। সরল রেখা, সমান্তরাল রেখা, অথবা কোনরূপ চিহ্ন বিরহিত, কিম্বা হয়তো ক্রুশযুক্ত অথবা ঈগল নচেৎ হাতুড়ির লাঞ্ছন। কিন্তু প্রত্যেক চিহ্নের সঙ্গে বাস্তবজগতের এক একটি সম্পর্ক খাড়া করা হয়েছে বলে আসল বস্তু এই প্রতীকের অধীন। গোস্বামী আর আলি শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু আমি একটি ধ্বজা পেলাম, আপনি একটি ধ্বজা পেলেন এবং কপিদেবতার সন্তান-সন্ততিরাও প্রত্যেকে এক একটি বৈজয়ন্তীর

অধীশ্বর হ'ল। সুতরাং আলি ও গোস্বামীর কপালেও এক একটি পতাকা জুটে গেল। অতএব এই পতাকার দৌলতে অবিলম্বে নূরওয়ালাদের অস্ত্র পর্যন্ত টেনে বার করার অধিকার টিকিওয়ালাদের হয়ে গেল। আর কাছাদেওয়া মানুষগুলিকে গুলি করা, তাদের নারীকুলকে ধর্ষণ করা এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের ঝলসানোর অধিকার পেয়ে গেল লুঙ্গিধারীরা।

এদিকে হিল্লোলিত কেতনের উর্ধ্বে ভেসে বেড়াচ্ছে বিপুলাকৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ জীমূতজাল এবং তারও উর্ধ্বে রয়েছে আমাদের ক্ষীণজীবী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক রূপী অসীম নীলাভ শূণ্য। পতাকাদণ্ডের সন্নিকটে শ্যামবর্ণা সরসা ধরিত্রীর বুকে উৎপন্ন হচ্ছে পীযূষ—আমাদের দেহমনের আহার্য হেমবর্ণ গোধূম এবং মরকততুল্য হরিতাভ ধান্য ও মৌক্তিকের ন্যায় বাজরার দানা। খাদ্য ও নিশানের মধ্যে যে কোন একটিকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে এবং বলাই বাহুল্য আমরা প্রায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে পতাকাকেই মনোনীত করেছি।

পতাকার উপর থেকে ক্যামেরার মুখ সরে এসে আইনস্টাইনদ্বয়ের উপর পড়ে এবং তারপর পড়ে পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত সুসজ্জিত জেনারেল স্টাফদের উপর। অকস্মাৎ উভয়দলের সেনাপতি চীৎকার করে কি হুকুম দেয়। সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে "এরোসোল" ছাড়ার জন্য তৎক্ষণাৎ দুই দিকেই বেবুন যন্ত্রবিদ্‌দের আবির্ভাব হয়। একদিকের সৈন্যবাহিনীর প্রেশার ট্যাঙ্কে লিখিত রয়েছে "সুপার টুলারেমিয়া" এবং দ্বিতীয় দলের প্রেশার ট্যাঙ্কের উপর লেখা "উন্নত ধরনের গ্ল্যানডার্স। শতকরা ৯৯.৪৪% ভাগ খাঁটি গ্যারান্টিযুক্ত।" যন্ত্রবিদ্‌দের প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন তাদের সিদ্ধির বাহন—লুই পাস্তর। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে সেই বেবুন যুবতীর কণ্ঠস্বর :

"অঙ্গে অঙ্গে আজি হেরি যৌবনের জ্বালা একি !
শান্ত কর এই দাহন গো, বিশ্বে তো আর সবই ফাঁকি।"

অতঃপর এই রিরংসাবৃত্তি উদ্দীপক সঙ্গীতের রেশ "আশা ও গৌরবের দেশ" গানটির সঙ্গে মিলিয়ে যায়। বহু সহস্র গায়ককণ্ঠ হতে নিঃসৃত.সে

মহাগীতের সঙ্গে তাল দিচ্ছিল বহুতর পিত্তল নির্মিত করতাল যন্ত্রের বাদক-সম্প্রদায়।

সূত্রধার

'কোন্ দেশটির কথা শুধাও?' কণ্ঠে তাহার শ্লেষ।
জবাব দিলাম, 'যে কোন এক বহু প্রাচীন দেশ।
অসুরপুরী তার গরিমা-ই জানি সবাই বোঝে,
তবু যদি এলেই বন্ধু আশার খোঁজে খোঁজে—
জেনে রেখো কোথাও আশার নেইকো ছিঁটে ফোঁটা,
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙ্গে যাবার অমোঘ মন্ত্র ওটা।
নাহয় তুষানলের মতো মৃত্যু ছোঁয়া জ্যোতি
শেষ প্রহরের "যৌবনের জ্বালা একি!"-র তীব্র খর গতি।'

প্রেশার ট্যাঙ্কের চালনযন্ত্রের সন্নিকটে থাবার ক্লোজ শট্, তারপর ক্যামেরা পিছু সরে এল। প্রেশার ট্যাঙ্ক থেকে দু'টি হরিদ্রাবর্ণের কুহেলিকাধারা মন্থর গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে বেওয়ারিশ ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পরস্পরের নিকটবর্তী হতে লাগল।

সূত্রধার

গ্ল্যানভার্স, বন্ধু! এর নাম হচ্ছে গ্ল্যানভার্স। অশ্বের ভিতরই এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, মানুষের সচরাচর এ পীড়া হয় না। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ সেই। বিজ্ঞান একে সর্বব্যাপক করার শক্তি ধরে। এর উপসর্গ নিম্নরূপ। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মারাত্মক বেদনা, সর্বাঙ্গে দুষ্ট ব্রণ। দেহচর্মের নীচে বীভৎসভাবে স্ফীত হবে এবং অবশেষে এই স্ফীত স্থান ফেটে পুঁজরক্তে ভরা বিষাক্ত ক্ষতে পরিণত হবে। এদিকে নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে প্রবল প্রদাহজ্বালা অনুভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হতে থাকবে। নাসারন্ধ্রে দ্রুত গতিতে ক্ষত হতে থাকবে এবং সেই ক্ষত অবিলম্বে চতুষ্পার্শ্বস্থ অস্থি ও

উপস্থিসমূহে পচন ধরিয়ে দেবে। নাসিকা থেকে ক্রমে এ পীড়া চক্ষু মুখমণ্ডল কণ্ঠ এবং শ্বাসনালীতে বিস্তৃত হবে। তিন সপ্তাহের ভিতর আক্রান্ত রোগীর অধিকাংশের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। আপনাদের সরকার যে সব প্রতিভাবান তরুণ ডি এস. সি উপাধিধারী বৈজ্ঞানিকদের কর্মে নিয়োগ করেছেন, তাঁদের অনেকের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে যাতে সকলে এর প্রকোপে ভবযন্ত্রণামুক্ত হয়, তার উপায় উদ্ভাবন করা। শুধু আপনাদের সরকারই বা কেন, বিশ্বের তাবৎ জনসমবায়ের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকের আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দও এই কর্ম করছেন। বায়োলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট এবং ফিজিওলজিস্টদের দেখুন। গবেষণাগারে সমস্তদিন কঠিন পরিশ্রম করার পর তাঁরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সুন্দরী মনোরমা অর্ধাঙ্গীর প্রেমালিঙ্গন। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে কথঞ্চিৎ ক্রীড়া-কৌতুক। বন্ধুপরিজনের সাহচর্যে শান্তিতে উপবেশন করে ভোজন, তারপর সঙ্গীত উপভোগ বা রাজনীতি কিম্বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত করা। অতঃপর এগারটায় শয্যাগ্রহণ ও দাম্পত্যপ্রণয়ের চিরাচরিত আনন্দ সম্ভোগ। প্রাতে পুনরায় কমলার রস এবং গ্রেপনাট্ সেবনেব পর কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করা। কী সেই কাজ? না—কোন্ উপায়ে প্রায় নিজ পরিবারের অনুরূপ অধিকাধিক সংখ্যক পরিবারের মধ্যে অধিকতর মারাত্মক "ব্যাসিলাস ম্যালিই" নামক জীবাণুর জ্বালা সংক্রামিত করা যায়, তা-ই আবিষ্কার করা।

সারমেয় রবের ন্যায় কর্কশ শব্দে উভয় পক্ষের সেনাপতিগণ পুনরায় কি আদেশ দিল। উভয় বাহিনীর "প্রতিভাবান স্বদেশসেবক" সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বুটধারী বানরদের ভিতর ভীষণ বেত্রাঘাতের শব্দ ও চর্মবন্ধনী ধরে ইতস্ততঃ আকর্ষণের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয়।

প্রতিরোধ প্রচেষ্টানিরত আইনস্টাইনদের ক্রোজ শট্।

"না, না······আমি পারব না।"

"বলছি আমি পারব না।"

দুর্বিনীত!"

"দেশদ্রোহী !"

"নোংরা কম্যুনিস্ট !"

"পূতিগন্ধময় বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট !"

"লাল সাম্রাজ্যবাদী !"

"ক্যাপিটালিস্ট মনোপলিস্ট !"

"নাও, নাও বলছি !"

"ধর ধর বলছি।"

পদাঘাত এবং বেত্রাঘাতের প্রবল প্রকোপে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় আইনস্টাইনদ্বয়কে শেষ অবধি সেণ্ট্রী বক্সের মত এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। এই সব বাক্সের ভিতর ডায়ালযুক্ত ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বোর্ড, নব্ এবং সুইচ বোর্ড ইত্যাদি রয়েছে।

সূত্রধার

মধ্য দিনের খর সূর্যের মত এ যে স্পষ্ট,
নাবালক ছাত্রের মস্তিষ্কেও এ যে প্রাঞ্জল,
দানবের প্রভাবেতে স্থিরীকৃত যাবতীয় লক্ষ্য,
পন্থায় রাজে শুধু মানবতা-আলোকের উজ্জ্বল আশ্বাস।
পোপের তুষ্টি কিসে তাই নিয়ে দিকে দিকে ব্যস্ত......
শাখামৃগ করে বুঝি এলো সাম্রাজ্যের দণ্ড......
দুষ্কৃতি প্রশ্রয় পায় কত যুক্তির বন্ধে
দার্শনিকেরা জোটায় অনুকূল নারকীয় তত্ত্ব।
এসেছে রমণদূত বসতি প্রুসিয়া দূর প্রান্তে
হেগেলের ইতিহাস পায় যেন সত্যের মূর্তি
ভিষগাচার্য আনে কামের ঔষধ অব্যর্থ
দানবীয় তৃষ্ণায় দেয় আরো ইন্ধন অর্ঘ্য।
কবির মনীষা আর বাগ্মীর প্রজ্ঞার দীপ্তি
ব্যভিচারী রাক্ষসে দেয় আরো গুরু অভিনন্দন,

দানবরাজের রথে গাণিতিক আসে মরুকক্ষ
অনাথালয়ের শিশু নিপিষ্ট হয় স্থির গতি রকেটে।
ক্রোধে আর আক্রোশে জ্বলে ঐ সারথির দৃষ্টি,
অপ্রতিহত রথ আসুরিক উল্লাসে মত্ত,
পরম শ্রদ্ধাভরে সুকোমল নারীদেহ লক্ষ্যে—
পাশবিক বৃত্তির পিপাসা মিটায় তারা নিত্য।

ঝাঁজ এবং করতাল ইত্যাদির বিকট আওয়াজ ক্রমে কেমন আঠাল সুরের "আশা ও গরবের ঐ হোথা দেশ" থেকে "আগে চল্, ভীম বল ধর্মের সৈনিক" সঙ্গীতে পরিণত হয়। মহামান্য ডীন মহোদয়কে অনুসরণ করে মহিমান্বিত পদক্ষেপে পূজ্যবর বেবুন বিশপ মহাত্মনের প্রবেশ। তাঁর রত্নমাণিক্য-শোভিত থাবায় ধর্মদণ্ড বিরাজিত। উভয় সেনাপতি ও তাদের দেশপ্রেমিক সহকর্মীদের স্বদেশসেবার জন্য আশীর্বাদ করার মানসে তাঁর শুভ পদার্পণ।

সূত্রধার

গির্জা বল রাষ্ট্র বল উভয়ে এক ছাঁচেই গড়া,
প্রলোভন আর বিপুল ঘৃণার নিত্য নূতন ওঠা পড়া,
মনে হ'ল বিরাটকায় বনমানুষের প্রাণের ভিতর······
সত্তা ছুটো নীড় বেঁধেছে হিংস্র যেন বেবুন ইতর।

জনতা

তথাস্তু!

বিশপ

ওঁ পশুস্ত নামে·········

শব্দযন্ত্রী এখন মানবীয়কণ্ঠ দেবদূতোপম স্বরের মিলিত সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত। "ধর্মের ধ্বজদণ্ড ধরে রয়েছে·········"

ভীষণাকার থাবাগুলি আইনস্টাইনদের গলাকর্ষণ করে টেনে তোলে এবং

যখন তাঁদের মণিবন্ধ কঠিন হস্তে ধারণ করে, তখনকার ক্লোজ আপ। যে সকল করাঙ্গুলি দ্বারা উচ্চ গণিতের সেবা হয়েছে এবং যে মিঠে হাতের পরশে যোহন সিবাস্তিয়ান বাচের সঙ্গীত-মূর্ছনা কায়া পরিগ্রহ করেছে, সেই অঙ্গুলিগুলি এখন বানর পরিচালিত হয়ে ক্রমশঃ ধীর মন্থর গতিতে মুখ্য সুইচের সমীপবর্তী হয় ও আতঙ্কযুক্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মৃদু স্পর্শে সুইচ টেপে। ক্লিক্ ক্লিক্। তারপর প্রগাঢ় নীরবতা ছেয়ে আসে এবং অবশেষে সূত্রধারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

সূত্রধার

ভীমবেগে ধাবিত হলেও আমাদের হস্তনিক্ষিপ্ত পাশুপত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে কথঞ্চিৎ সময় নেবে। অতএব সেই মহাপ্রলয়ের জন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তার মধ্যে খানিকটা খানা পিনা করা সম্বন্ধে তোমাদের মত কি হে?

কপিবাহিনী তাদের খাবারের ঝোলা খুলে কয়েক খণ্ড রুটি, দু-একটি মুলো এবং দুই তিন দলা চিনি আইনস্টাইনদের মুখের উপর ছুঁড়ে দেয়। তদনন্তর নানাবিধ সুখাদ্য ও বহুমূল্য মদিরার আধার নিয়ে তাদের হুল্লোড় শুরু হয়।

ডিজলভ্। পূর্বোক্ত বাষ্পীয় জলযানের ডেক। এখানেও আমেরিকা পুনরাবিষ্কারের জন্য নির্গত বৈজ্ঞানিকের দল জলযোগ করছেন।

সূত্রধার

সেই মহাপ্রলয়ের কবল থেকে যে অল্প কয়েকজন ত্রাণ পেয়েছিল, তাদের বংশধর এরা। এরা যে সভ্যতার প্রতিনিধি—আহা! তা অতীব চমৎকার! অবশ্য তেমন একটা চমকপ্রদ আহামরি ধরনের নয়। পার্থনন বা সিস্টাইন চ্যাপেলের মত মন্দির-গীর্জা এঁদের দেশে নেই অথবা নিউটন মোজার্ট শেক্সপীয়রের মত মনীষী এদের মধ্যে কেউ নেই। তবে এদের ভিতর এঞ্জিলিনো, মেপোলিয়ান, হিটলার কিংবা ধনকুবের জে গোল্ড নেই, আর নেই ইনকুইজিশন, রুশ গুপ্তচর বিভাগ এন কে. ভি ডি, কম্যুনিস্ট পার্জিং, ইহুদি

দলনের পাকরোম, বা নিগ্রো নিপীড়নের লিগিং-এর অভিশাপ। প্রগতি বা পতন সম্বন্ধে এদের তেমন জ্ঞান নেই, তবে এদের দেশে শিশুদের জন্য যথেষ্ট দুধ আছে। আর আছে প্রত্যেকের ঘটে মোটামুটী জ্ঞান ও বুদ্ধি। নিজেদের সীমাবদ্ধ পরিধির ভিতর বেশ সুষ্ঠু ও সাবলীল ভাবে, বুদ্ধিমত্তা সহকারে ও মানবীয় প্রেরণা চালিত হয়ে এরা নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

এদের ভিতর একজন তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তুলে তীরভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করে। তীর এখন অতি সন্নিকটে, মাত্র দুই এক মাইলের মধ্যে। অকস্মাৎ সে বিস্ময়মণ্ডিত পুলকসূচক ধ্বনি উচ্চারণ করে।

পাশ্ববর্তী সাথীর হাতে নিজ দূরবীন দিয়ে সে বলে, "দেখ, দেখ! পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

অপরজন তাকিয়ে দেখে।

অত্যুচ্চ পর্বতমালার টেলিসকোপিক শট্। পর্বতশিখরের সর্বোচ্চ বিন্দুতে তিনটি বিশালকায় যান্ত্রিক তৈলাধার যেন আকাশের গায়ে মিশে আছে। ক্যালভারীর চেয়েও আধুনিকতম এবং অধিকতর কর্মকুশল তৈল শোধনাগার।

দ্বিতীয়জন উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, "পেট্রোল! আর তৈলাধারগুলি এখনও খাড়া আছে।"

"এখনও খাড়া আছে?"

সকলেই বিস্মিত হয়।

ভূবিদ্যার অধ্যাপক বয়োবৃদ্ধ ক্রেগী সাহেব বললেন, "এতে অনুমান করছি এর ধারে কাছে তেমন একটা বিস্ফোরণ হয় নি।"

কিন্তু তাঁর নিউক্লিয়র ফিজিক্স বিভাগের সহকর্মী বললেন, "সর্বদা যে বিস্ফোরণ দরকার, এর কোন অর্থ নেই। বিস্ফোরণ বিনাই তেজস্ক্রিয় বাষ্প বেশ সুচারু রূপে সুবিস্তীর্ণ এলাকায় ধ্বংসলীলা সাধন করতে পারে।"

জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক গ্রামপিয়ন বললেন, "আপনারা কিন্তু দূষিত বীজাণু ও ঐ জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের কথা বিস্মৃত হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।"

তাঁর তরুণী সহধর্মিণী মৃবিদ্যাবিশারদ বলে তাঁর এ বিতর্কে যোগ দেবার

উপায় ছিল না। তাঁকে তাই পদার্থবিদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে তৃপ্তি লাভ করতে হ'ল।

কুমারী এথেল হক উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর পুরুষালী আকৃতির তনু টুইড বস্ত্রে শোভিত; কিন্তু শিঙের ফ্রেমের চশমার আড়ালে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় জল্ জল্ করছে। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে নিঃসন্দেহে সে সময় ব্যাপকভাবে বৃক্ষ লতাদির রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণুর ব্যবহার হয়েছিল। নিজ উক্তির সপক্ষে সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাঁর সহকর্মী ডঃ পুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং ডঃ পুলও সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করে তাঁকে অনুগৃহীত করলেন।

ডঃ পুল বেশ গুরুগম্ভীর অধ্যাপকোচিত চালে বললেন, "আমাদের আহার্য সরবরাহকারী বৃক্ষলতা সমূহের রোগের পরিণাম শেষ পর্যন্ত অত্যুগ্র মাত্রায় মারাত্মক ও দীর্ঘকালব্যাপী হয়ে থাকে। বিষাক্ত পদার্থের বিস্ফোরণ বা কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত বিশ্বব্যাপী রোগের তুলনায় এর প্রকোপ বিন্দুমাত্র কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ আলুর কথাই ....."

কথার মাঝখানে দলের পূর্তবিজ্ঞানী কাঠখোট্টা স্বভাবের ডঃ কুডওয়ার্থ বোমা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করে বলে উঠলেন, "কিন্তু এসব আকাশকুসুম নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করার কি আছে? মাত্র একটি সপ্তাহ জল দেওয়া বন্ধ করুন, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জল নেই তো জানও নেই।" নিজের রসিকতায় প্রচণ্ডভাবে পুলকিত হয়ে তিনি প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন।

মনোবৈজ্ঞানিক ডঃ স্নিগলক কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন অনুকম্পা মিশ্রিত হাস্য সহকারে এ সব আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনারা জল সিঞ্চনের কথাই বা চিন্তা করছেন কেন? প্রতিবেশীদের যে কোন মারণাস্ত্রের নাম নিয়ে শাসালেই তো কেল্লা ফতে। আতঙ্ক বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করে দেবে। মনোবৈজ্ঞানিক ঔষধের ফল কী হয়, নিউইয়র্কই তো তার জীবন্ত প্রমাণ। সমুদ্রের ওপার থেকে বেতার যন্ত্রে সংবাদ এল এবং সান্ধ্য পত্রিকাগুলির হেড্‌লাইন তার পোঁ ধরল। এবং তারপরই আশী লক্ষ লোক পুলগুলিতে এবং সুড়ঙ্গ-পথসমূহে পরস্পরকে পদদলিত করে পরপারে পাঠান শুরু করল।

বাদবাকী যারা রইল, তারা পঙ্গপালের মত, প্লেগে আক্রান্ত মূষিকদলের মত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। জল সরবরাহ ব্যবস্থা দূষিত ও বিপর্যস্ত হ'ল। টাইফায়েড, ডিপথেরিয়া এবং যৌন ব্যধির প্রকোপ শুরু হ'ল। কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি, লুঠ খুন এবং নারী ধর্ষণের ধুম পড়ে গেল। মৃত পশু পক্ষী ও শিশুদেহের ভোজ খাওয়া আরম্ভ হ'ল। কৃষকরা তাদের দর্শনমাত্র গুলি করতে উদ্যত, পুলিশ লাঠি হস্তে অভ্যর্থনা করতে তৈরী, রাষ্ট্ররক্ষী দল মেশিনগানে ঝাঁঝরা করতে প্রস্তুত এবং সতর্ক প্রহরীর দল তাদের বন্দী করার জন্য বন্ধনরজ্জু হস্তে উন্মুখ। শিকাগো ডেট্রিয়ট ফিলাডেলফিয়া ওয়াশিংটন লণ্ডন প্যারিস বোম্বে সাংহাই টোকিও মস্কো কিয়েভ স্ট্যালিনগ্রাড ইত্যাদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজধানী, শ্রমশিল্প কেন্দ্র, প্রতিটি বন্দর, রেলওয়ের কেন্দ্রস্থল —সর্বত্র এই অবস্থা। একটিও গুলি না চালিয়ে সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি তো এ কথা বুঝতেই পারি না যে কীসের জন্য সৈন্যরা বোমা ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করবে?"

সূত্রধার

প্রেম যেমন ভয় বিদূরিত করে, তেমনি এর বিপরীত সিদ্ধান্তও সত্য। অর্থাৎ ভয় প্রেমকে দূরে সরিয়ে দেয়। শুধু প্রেমই বা কেন? বুদ্ধি, সজ্জনতা, সত্য ও সুন্দরের যাবতীয় ধ্যান-ধারণা—এ সবই আতঙ্কের কারণ দূরে সরে যায়। থাকে শুধু মূক বা কষ্টকৃত রসিকতার মরিয়া রূপ। এ যেন বাইরে থেকে অর্গলবদ্ধ ও জানালাবিহীন ঘরের এক কোণে কার ঘৃণিত ক্লেদাক্ত অস্তিত্বের অনুভূতি। তারপর তার বিভীষিকাময় ছায়া দুলে দুলে তারদিকে অগ্রসর হয়। তার বাহুসন্ধিতে কার তুষারশীতল স্পর্শ, মুখের উপর কার ক্লিন্ন শ্বাস। তারপর······তারপর তার হননকারীর সহায়িকা কপট প্রেমের ভঙ্গিমা করে তার গললগ্না হবার ছলে তার শ্বাসরুদ্ধ করার মানসে ক্ষুধিত ব্যগ্র থাবা তার গ্রীবাদেশপানে উত্তত করে সোহাগ ঢালা কণ্ঠে বলে, "ওগো, এবার তোমার পালা। এখন একবার এদিকে সরে এস।" এক লহমার ভিতর তার রক্ত শীতলকারী আতঙ্ক উগ্র ক্রোধে পরিণত হয়; কিন্তু সর্বনিষ্ফল। আর

সে মানুষ নেই ; আর তো কোন বিবেকবান ব্যক্তি স্পষ্ট কণ্ঠে অপর একজন ছিন্নবুদ্ধি মানুষের সঙ্গে কথা বলছে না। তার প্রতিবেশীদের ভিতরই বা বিবেক কই? শুধু এক বীভৎসাবদ্ধ রক্তলোলুপ শ্বাপদ বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভমানসে চতুষ্পার্শ্বের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য উন্মত্তবৎ প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালন করছে। কারণ ভয় শেষ পর্যন্ত এমন কি মানুষের মনুষ্যত্বেরও অবসান ঘটায়। আর বলব কি বন্ধু, আমাদের আধুনিক জীবনের বনিয়াদই তো হ'ল ভয়। যন্ত্রকৌশলের প্রগতি নিয়ে আমরা খুব মাতামাতি করে থাকি। অথচ যন্ত্রকৌশল আমাদের জীবনমান উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এক বীভৎস ধরণের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করে। সুতরাং এই যন্ত্রকৌশলের প্রতি আতঙ্ক আমাদের মনে ছেয়ে রয়েছে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের প্রতি ভয়, যে বিজ্ঞান একহাতে আমাদের অকৃপণভাবে বরদান করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে পুনরায় তদপেক্ষা অধিক লুণ্ঠন করছে। সেইসব মারাত্মক সংস্কার প্রতি আতঙ্ক, যার প্রতি অন্ধ আনুগত্য বশতঃ আমরা মারতে ও মরতে প্রস্তুত। সেই সকল মহামানবের প্রতি ভয়, যাদের আমরা জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে এমন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীশ্বর করেছি, আমাদের নিধন ও স্বাধীনতাহরণ মানসে যার প্রয়োগ তারা কৃতিত্ব সহকারে করে চলেছেন। আমরা যুদ্ধকে ভয় করি এবং বলি এ অবাঞ্ছিত। অথচ সর্বশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রযত্ন করি।

সূত্রধারের আবৃত্তি চলার সঙ্গে সঙ্গে ভিজলভ্‌ করে আমরা মুক্ত বায়ুতে আহারে মত্ত বেবুনদল ও তাদের হাতে বন্দী আইনস্টাইনদের দেখি। সোৎসাহে তাদের খানাপিনা চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে "আগে চল্‌ ভীমবল ধর্মের সৈনিক" সঙ্গীতটির প্রথম দুই চরণ পুনঃ পুনঃ গীত হতে থাকে। স্বর দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে, উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্দায় ওঠে। অকস্মাৎ উপর্যুপরি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-রবের ভিতর সঙ্গীতধ্বনি মিলিয়ে যায়। অন্ধকার। দীর্ঘকালব্যাপী শ্রবণ-বধিরকারী নানারূপ কোলাহল। যেন গুরুভার কিছু পতিত হ'ল, যেন সব কিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে একাকার হ'ল। কারা যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে আকাশ বাতাস

মথিত করে ক্রন্দন করছে, অসীম বেদনায় লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ যেন সকরুণ আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছে। তারপর সব নিস্তব্ধ এবং ক্রমশঃ অরুণিমার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্তের দৃশ্য। আবার সেই শুকতারার স্নিগ্ধ প্রদ্যোত এবং সুরম্য পবিত্র সঙ্গীত।

সূত্রধার

এ যে সুন্দরতম……এ যে কী পরম শান্তি……

দূরে বহুদূরে দিকচক্রবালের নিম্ন হতে এক পাটল বর্ণের ধূম্রস্তম্ভ ধরাবক্ষ বিদীর্ণ করে অন্তরীক্ষে মাথা তুলতে থাকে। ক্রমে সেই ধূম্র নভোমণ্ডলে বিস্তৃত হতে হতে এক বিশালাকৃতি ভেকের রূপ ধারণ করে সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রকে গ্রাস করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা ডিজলভ্ করে আবার সেই ভোজের দৃশ্যে ফিরে আসি। বেবুনগুলি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রচণ্ড রকমে বিকৃত আকৃতি আইনস্টাইনদ্বয় এক দগ্ধাবশিষ্ট পুষ্পিত আপেল বৃক্ষের তলে পাশাপাশি পড়ে আছে। কথঞ্চিৎ দূরে একটি প্রেশার ট্যাঙ্ক তখনও মৃদুমন্দবেগে উন্নতধরনের গ্যানডার্স উদ্গীরণ করে চলেছে।

প্রথম আইনস্টাইন

এ অন্যায়, এ অনুচিত……

দ্বিতীয় আইনস্টাইন

আমরা, আমরা যারা কদাপি কারও ক্ষতি করিনি;

প্রথম আইনস্টাইন

আমরা, যারা সত্যসাধন মানসে জীবনধারণ করেছিলাম।

সূত্রধার

আর সেইজন্যই এই বানরদলের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় রসদ যোগাতে যোগাতে তোমাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হতে চলেছে। তিনশত

বৎসরাধিক পূর্বে ফরাসী দার্শনিক পেস্কল তো এরই ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর মতে, "আমরা সত্যের একটি মূর্তি সৃষ্টি করে নিই। কারণ দয়া ও করুণা বিবর্জিত সত্য কখনও ঈশ্বর নয়; এ হচ্ছে ঈশ্বরের জড় বিগ্রহ। একে আমরা ভালবাসতে পারি না বা ভক্তি করতে পারি না।" তোমরা এই জড় মূর্তির উপাসনা করতে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে প্রতিটি জড় মূর্তির নামই শয়তানের সাকরেদ মলোচ্। অতএব ক্ষোভ কেন বন্ধু? ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে। যা হওয়া উচিত ছিল, তা-ই হয়েছে।

একটি দমকা হাওয়া দ্বারা চালিত হয়ে সেই সর্বনাশা নিথর ধূম্রকুহেলিকা নিঃশব্দে অগ্রসর হতে থাকে। তার বিবর্ণ বাষ্পাবর্ত অধোমুখী হয়ে আপেল বৃক্ষ দু'টিকে নয়নপথ থেকে অদৃশ্য করে দেয় এবং ক্রমে ধীর গতিতে সেই ধরাতলশায়ী মূর্তি দু'টিকেও উদরসাৎ করে। এক অবরুদ্ধ বেদনার্ত ক্রন্দন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের মৃত্যু সংবাদ, আত্মহত্যার সমাচার ঘোষণা করে।

আমরা ডিজলভ্ করে লস এঞ্জেলসের প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রপোকূলের এক স্থানে উপনীত হই। আমেরিকা পুনরাবিষ্কার অভিযানের বৈজ্ঞানিকদল একটি নৌকায় করে কূলে অবতরণ করার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। পটভূমিকায় শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করে এক বিরাট নদীর মোহনা দাঁড়িয়ে আছে।

সূত্রধার

সৌন্দর্যের রাণী গ্রীস: তার গৌরব
আড়ম্বর আর মহানতা......পার্থেনন
আর কলিজিয়ম.....। আরো আছে
গরিমার প্রখ্যাত কেন্দ্র......থিবস্, কোপন,
অরজো, আর......অজান্তা......।
স্বর্গবিনিন্দিত বুর্জে......মহারাণী
ভিক্টোরিয়ার গৌরবকিরীট সে যে

তাই আজও উজ্জ্বল, উন্নত শির
অমল ধবল তার জ্যোতিঃপ্রকাশ।
ফ্রাঙ্কলিন ডেলানোর······বিপুল মহিমা
ছিল তার······আজও তারও জলকল্লোল
বিশুষ্ক মরুতৃষ্ণায়······হায়, এ কী পরিবর্তন,
সেই দেশ জাহাজ ভাড়ায় যেই পরিমাণ
পায় মুদ্রার স্ফীতি গর্ভ নিয়ন্ত্রণী
যন্ত্রের রপ্তানী ব্যবসায় (এ যে সর্বজ্ঞাত,
প্রথম রিপু আর আশার প্রকাশে)
সে তো নিষ্পাপ নয়······তুষার চামেলী
আর নিশীথগন্ধার মত
সমুদ্রতটের বুকে নির্জন সুপবিত্র নয়।

ইতিমধ্যে ডঃ ক্রেগীর নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিকদল সমুদ্রতট অতিক্রম করে ছোট্ট একটু চড়াই বুকে হেঁটে পার হয়ে বালুকাময় ঊষর ভূমির উপর দিয়ে দূরবর্ত্তী পর্বতের উপরস্থ তৈলাধারগুলির অভিমুখে চলেছেন।

অভিযাত্রীদলের প্রধান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ পুলের উপর গিয়ে ক্যামেরা স্থির হয়। গোচারণভূমিতে বিচরণকারী মেষশিশুর মত নৃত্যচপল পদক্ষেপে তিনি বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে যাচ্ছেন, হস্তধৃত ম্যাগনিফাইং গ্লাসে নানা রকমের ফুল পরীক্ষা করছেন এবং তাঁর সংগ্রহ-পেটিকায় বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের নমুনা সঞ্চয় করছেন ও ছোট্ট একটি কাল রঙের নোটবুকে কত কি টুকে রাখছেন।

সূত্রধার

ইনিই হচ্ছেন আমাদের নায়ক ডঃ আলফ্রেড পুল ডি এস. সি। ছাত্র ও তরুণ সহকর্মীমহলে এঁকে সবাই রুদ্ধপ্রবাহ পুল নামে জানেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নামকরণ বড় কটুভাবে যথার্থ। তাঁকে দেখতে যদিও অসুন্দর বলা

চলে না এবং যদিও তিনি নিউজিল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য ও কোনক্রমেই বুদ্ধিহীনদের পর্যায়ভুক্ত নন, তথাপি বাস্তবজীবনে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি কেমন যেন জড় মনে হয় এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিও যেন কথঞ্চিৎ সুপ্ত। উনি যেন এক কাঁচের দুনিয়ার অধিবাসী। তাঁকে দেখা যায় এবং তিনিও সবকিছু দেখতে পান; তবুও তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ স্লিগলক এর কারণ ব্যাখ্যার জন্য সদাসর্বদা অতিমাত্রায় তৎপর। তিনি বলবেন এর কারণ হচ্ছে পুত্রগতপ্রাণ, জীবনের সকল প্রকার রসের প্রতি বীতরাগ সম্পন্ন ডঃ পুলের মাতা। সেই সাধ্বী মহিলা যেন সহিষ্ণুতার সহ্যাদ্রি এবং দিবা রাত্র তিনি তাঁর পুত্রকে ডাকিনীর মত আগলে রাখেন। এখনও নিত্য প্রাতে প্রাতঃরাশের টেবিলে তাঁরই কর্তৃত্ব চলে, এখনও নিজের হাতে তিনি ছেলের সিল্ক শার্ট কেচে দেন এবং এখনও অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তার মোজা রিপু করে থাকেন।

কুমারী হুক এবার ক্যামেরার লেন্সের পরিধির ভিতর প্রবেশ করলেন। উৎসাহ ও উদ্যমে তিনি টগবগ করছেন।

"কী চমৎকার না আলফ্রেড?"

শান্তস্বরে ডঃ পুল বলেন, "হুঁ।"

"কেই বা ভেবেছিল যে আমরা ইউকা গ্লোরিয়োসাকে একেবারে তার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে দেখতে পাব এবং কেই বা জানত যে এখানে আর্টেমিসিয়া ট্রিডেনটাটার দর্শন মিলবে?"

ডঃ পুল বললেন, "আর্টেমিসিয়াতে এখনও কিছু ফুল আছে। এর কোন বৈশিষ্ট্য কি তোমার চোখে পড়ছে?"

কুমারী হুক সেগুলি পরীক্ষা করার পর কেবল মাথা নাড়েন।

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত অবরুদ্ধ উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে ডঃ পুল বলেন, "প্রাচীন পাঠ্যপুস্তকে এদের যে বর্ণনা আছে, তার চেয়ে এগুলি ঢের বড়।"

"ঢের বড়?" কুমারী হুক তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁর মুখমণ্ডল অপ্রত্যাশিত কোন কিছুর গন্ধে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। "আলফ্রেড তোমার কি মনে হয়......?"

ডঃ পুল ধীরভাবে মস্তক আন্দোলিত করেন। তারপর বলেন, "জোর করে আমি বলতে পারি যে এ টেট্রাপ্লোয়ডি। গামা রশ্মি বিচ্ছুরণের দ্বারা প্রভাবিত।"

আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর বান্ধবী চীৎকার করে ওঠেন, "ও আলফ্রেড!"

সূত্রধার

বর অঙ্গে টুইডের বসন, নয়নে শিঙের ফ্রেমের চশমা পরিহিতা এথেল হুক অত্যন্ত রূপসী এবং অদ্ভুত করিতকর্মা ষোল আনা ইংরেজ যুবতী। এমন মেয়ের যোগ্য বর সেই হতে পারে, যে অন্ততঃ ঐ রকম সুদর্শন এবং অতখানি ইংরেজ। তবে পাত্রকে আরও করিতকর্মা হতে হবে। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, আর অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর—এ কথাটা বোধ হয় ঠিক। নচেৎ পঁয়ত্রিশ বছরেও এথেলের আইবুড়ো নাম ঘুচলো না কেন? বর এখনও না জুটলে কী হবে, এথেলের দৃঢ় বিশ্বাস আর বেশীদিন এ অবস্থা থাকবে না। অবশ্য তার প্রাণের আলফ্রেড এখনও বিবাহের প্রস্তাব না করলে কী হবে, তিনি জানেন (জানেন যে আলফ্রেডও জানে) যে আলফ্রেডের মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে এ-ই হ'ক। আর আলফ্রেড তো অত্যন্ত মাতৃভক্ত পুত্র। এ ছাড়া তাঁদের ভিতর কত মিল—উদ্ভিদবিদ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতা। এ বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে অকল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে সব স্থির হয়ে যাবে। তারপর? অবশেষে তাঁর চির-সোহাগের ডঃ পুলের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া·····ভাবতেও শরীরে মধুর পুলকশিহরণ জাগে। অতঃপর দক্ষিণ আল্পস-এ মধুচন্দ্রিকা যাপন করা, তারপর তাঁদের মাউন্ট এডেনস্থ ছোট্ট সুন্দর বাড়ীতে তাঁরা সংসার পাতবেন, তারপর মাস আঠার পরে তাঁদের প্রথম সন্তান······

দৃশ্যান্তর। অভিযাত্রীদলের অন্যান্য সদস্যেরা পর্বত বেয়ে তৈলাধারের অভিমুখে চলেছেন। দলের নেতা অধ্যাপক ক্রেগী ললাটের স্বেদকণিকা মোছার জন্য ক্ষণিক দাঁড়ান এবং অতঃপর দলের সবার উপর একবার চোখ

বুলিয়ে যেন হিসাব মিলিয়ে নেন। তারপর প্রশ্ন করেন, "পুল কোথায়? আর এথেল হুক-ই বা কই?"

কেউ দূরের পানে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাঁদের দেখিয়ে দেন। লং শট্। দূরে উভয় উদ্ভিদবিজ্ঞানীর আকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

দৃশ্যান্তর। অধ্যাপক ক্রেগী তাঁর উভয় করপল্লব মুখের কাছে চোঙের মত ধরে চীৎকার করে ডাকেন, "পুল, পুল!"

রসিকতা করে কুডওয়ার্থ বলেন, "যেতে দিন মশাই, করুন না ওঁরা খানিকটা প্রেমালাপ।"

নাসারন্ধ্রপথে এক দমকা হাওয়া ছেড়ে শ্লেষমাখা কণ্ঠে ডঃ স্নীগলক্ বলেন, "হুঁঃ। প্রেমালাপ? বটে!"

"মহিলার কিন্তু ওঁর উপর খুব টান।"

"কিন্তু মশাই, এক তরফা তো আর প্রেম হয় না।"

"মেয়েদের একটু প্রশ্রয় দিয়েছেন কি অমনি বিয়ের প্রস্তাব তুলবে।"

"রেখে দিন মশাই, আপনি তো দেখছি পুল সব কিছুই করতে পারে বলে বিশ্বাস করতে রাজী আছেন।" ডঃ স্নীগলক্ বেশ জোর দিয়েই কথাগুলি বলেন।

অধ্যাপক ক্রেগী আবার চীৎকার করেন, "পুল, পু-উ-উ ল!" তারপর অন্য সঙ্গীদের দিকে ফিরে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন, "এভাবে কেউ পিছিয়ে পড়ুক এ আমার পছন্দ নয়। নূতন দেশ……কিছু জানা শোনা নেই।…"

তিনি আবার ডাকতে থাকেন।

দৃশ্যান্তর। ডঃ পুল ও কুমারী হুক। তাঁরা দূরাগত আহ্বান শুনতে পান। হস্ত আন্দোলিত করে অগ্রগামী সাথীদের ইশারা করার পর তাঁরা তাঁদের অভিমুখে অগ্রসর হন। অকস্মাৎ কি দেখতে পেয়ে ডঃ পুল বিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠেন।

তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "দেখ, দেখ।"

"কী?"

"একিনোক্যাকটাস হেক্সাইড্রোফোরাস। কী সুন্দর নমুনা!"

তিনি যেখানে দণ্ডায়মান, সেখান থেকে মিডিয়ম লং শট্‌। একটি বাংলোর ধ্বংসস্তূপের উপর ঝোপঝাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারপর তার সম্মুখ-দ্বারের দুই সোপান শ্রেণীর মাঝে যে ক্যাকটাস গাছটি উঠেছে, তার ক্লোজ শট্‌। ডঃ পুল তাঁর কোমরবন্ধের সঙ্গে প্রলম্বিত চামড়ার থলির ভিতর থেকে একটি অপ্রশস্ত ফলাবিশিষ্ট দীর্ঘ খনন যন্ত্র বার করেন।

"তুমি ওটা খুঁড়বে নাকি?"

কোন জবাব দেবার বদলে তিনি ক্যাকটাস গাছটির দিকে এগিয়ে যান এবং তারপর বৃক্ষমূলে নতজানু হয়ে বসেন।

তাঁর অব্যক্ত অভিলাষের প্রতিবাদ করে কুমারী হুক বলেন, "অধ্যাপক ক্রেগী কিন্তু খুব চটে যাবেন।"

"বেশ, তুমি না হয় তাহলে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে শান্ত কর।"

কুমারী হুক কয়েক মুহূর্ত তাঁর দিকে করুণনেত্রে চেয়ে থাকেন।

"আমি তোমায় একা ছেড়ে যেতে চাই না আলফ্রেড।"

বিরক্তিভরা কণ্ঠে ডঃ পুল জবাব দেন, "আহা, আমি যেন কচি খোকা। আমি বলছি তুমি রওনা হও।"

পিছন ফিরে তিনি মাটি খোঁড়া শুরু করেন।

কুমারী হুক অবিলম্বে তাঁর নির্দেশ পালন করেন না। আরও কিছুক্ষণ তিনি নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সূত্রধার

যে প্রহসনের প্রতি আমাদের হৃদয়ের সহানুভূতি থাকে, তার নাম বিয়োগান্তক ঘটনা। আর অপরের ভাগ্যে যে বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে, তার নাম হচ্ছে প্রহসন। পরস্পরবিরোধী বৃত্তিতে পূর্ণ সুন্দর ও সুদক্ষ এই বিষয়টি একদিকে সরলতম ব্যঙ্গ রচনা এবং অন্যদিকে গভীর অভিনিবেশের আশয়। প্রতীচ্যগগনে অস্তাচলগামী দিনমণির বর্ণাঢ্য শিখার নৃত্য কুমারী হুক দেখেছেন এবং অতীব ব্যর্থ ভাষায় তা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। আতপদগ্ধ দিবাবসানে গ্রীষ্ম নিশীথের মৃদু মৃদু সমীরণ, পিকতান মুখরিত কাব্যসুষমা-

মণ্ডিত মধুমাসের হৃদয়তোষিণী রূপ—সকল কিছুর স্মৃতিই তাঁর মনের মণি-মঞ্জুষায় অক্ষয় হয়ে আছে। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রকৃতিরাণী পরিধান করছে নব নব উৎসবসজ্জা এবং তার সঙ্গে তাল দিতে কুমারী হুকের রম্য হৃদয়বীণাও বেজেছে নানা রাগিণীতে। প্রলোভন পিয়াসা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম নৃত্য, হতাশা-প্রসূত আত্মগ্লানি—কতশত বিচিত্র ভাবনার স্রোত বয়ে গেছে তাঁর জীবনের নদীপথে। এখন এই এত বছর পর, এতগুলি কমিটি মিটিংএ যোগদান করে, ক্লাসে এত বক্তৃতা দিয়ে এবং রাজ্যের পরীক্ষার খাতা দেখার পর অবশেষে তাঁর মনে হচ্ছে যে লীলাময় ঈশ্বর কোন এক রহস্যজনক কারণে যেন এই অসহায় এবং অতৃপ্ত মানুষটির ভার তাঁর উপর-ই সঁপে দিয়েছেন। এই মানুষটি এত প্রচণ্ড রকমে সহায়হীন ও দুঃখী বলেই তিনি যেন আরও বেশী করে ওকে ভালবাসেন। এ প্রণয়ের প্রেরণা ভাবালুতা বা রোমাণ্টিক বৃত্তি নয়। সে জাতীয় প্রেমের তিক্ত স্বাদও তিনি পনের বৎসর পূর্বে পেয়েছিলেন। তাতে আর রুচি নেই! আজও সেই কুঞ্চিত কেশ হতভাগার কথা মনে পড়ে। আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রথম প্রেমের আকর্ষণে তিনি তাকে তাঁর হৃদয় মন উৎসর্গ করেছিলেন; আর সেই খল অবশেষে এক ধনী ঠিকাদারের কন্যার পানিপীড়ন করে তাঁর পবিত্র প্রণয়ের প্রতিদান দিয়েছিল। তাঁর এ ভালবাসায় অবশ্য বিন্দুমাত্র খাদ নেই। শুধু এ যেন কেমন একটু মধুর বাৎসল্যরসে তীব্রভাবে পরিপূর্ণ।

অবশেষে তিনি বলেন, "বেশ, আমি তাহলে যাচ্ছি, কিন্তু কথা দাও যে তুমি দেরী করবে না।"

"না, না, আমার দেরী হবে না।"

কুমারী হুক পিছনে ফিরে চলা শুরু করলেন। ডঃ পুল কিছুক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তারপর আবার একা থাকার সুযোগ পেয়েছেন বলে এক স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটি খোঁড়ার কাজে মন দেন।

সূত্রধার

উনি এখন মনে মনে বলছেন—কিছুতেই না। মা যা-ই বলুন না কেন, তবুও না! কারণ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে কুমারী হককে শ্রদ্ধা করলে কি হবে, অথবা তাঁর সংগঠনী শক্তির উপর আস্থা থাকলেও এবং তাঁর উদার-হৃদয় স্বভাবের জন্ম তাঁকে প্রশংসা করলেও তাঁর সঙ্গে দাম্পত্যবন্ধনে-আবদ্ধ হবার কথা অচিন্তনীয় এবং নিঃসন্দেহে অসম্ভব কল্পনা।

অকস্মাৎ সেই ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে তিনটি বিকটদর্শন মানুষের আবির্ভাব হয়। মুখমণ্ডলে ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু, ছিন্নবাসধারী ও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্রয় নিঃশব্দে কর্মরত নিশ্চিন্তমনা ডঃ পুলের পিছনে এসে আচম্বিতে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও তাঁকে কোন প্রকার আর্তনাদ করার সুযোগ না দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে, তাঁকে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে পাশের এক নালার ভিতর নিয়ে গেল ও তার ফলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলেন।

ডিজলভ্। পঞ্চাশ মাইল উর্ধ্বগগন থেকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তৃত দৃশ্য। ক্যামেরা ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখে নামার সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধারের কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে ওঠে।

সূত্রধার

অথৈ সমুদ্দুর…… জল আর জল……
মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া,
সোনালী রেখায় মোড়া দূরের পাহাড়,
নীলাভ উপত্যকা ছায়া কালো কালো,
ধূসর তৃষিত মাঠ বৃষ্টি উধাও,
পাহাড়ী নদীর পারে শুধু বালুচর।
এরই মাঝে দেবতার অমরাবতী…
হাজার যোজন পথ সীমাহীনভার……

মোটর গাড়ীর সারি……কলের মিছিল…
নীলাকাশ ছোঁয়া ছোঁয়া সাতমহলারা
পশ্চিমী এই নগরীতে অনুপম যৌবনা
লীলায়িতা পরীদের অনন্তা রূপমঞ্জরী।
এক্রনের চেয়ে বেশী রবারের মাল,
সোভিয়েট দেশের চেয়ে বেশী সেলুলয়েড,
নিউ রচিলির চেয়ে নাইলন-পোশাক আরো বেশী,
বাফেলোর ভাণ্ডারের চেয়ে নারীবক্ষবন্ধনী বেশী আরো,
জেনেভার চেয়ে আরো ভাগ আয়োজন
মন্দ গন্ধ সুগন্ধী : যে কোন স্থানের চেয়ে
অনেক অনেক বেশী কমলার চাষ,
তারো চেয়ে আরও সুন্দর এই নগরীর
এই অনুপম অনন্ত যৌবনকুঞ্জের রূপ-কন্যারা।

এখন আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল উর্ধ্বে আছি ; তবু বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এককালের এই বিশাল মহানগরীর প্রেতাত্মা ছাড়া এখন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। একদা যা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মরূদ্যান, তা আজ যেন উষর ভূমির অভিশপ্ত শোভা—সর্ববৃহৎ ধ্বংসস্তূপ। পথে ঘাটে সচল কোনকিছু দেখা যায় না। কংক্রিট করা রাস্তার উপর ইতস্ততঃ বালুকাপর্বত। তাল ও গোলমরিচের বীথিকার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই।

ক্যামেরা নীচে নামে। হলিউডের ফেরো কংক্রিট মিনার ও উইলশায়ার বুলাভার্ডের মাঝে এক বিশাল চতুষ্কোণ সমাধি-ক্ষেত্র আমাদের নয়নপথের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। আমরা ধরাতল স্পর্শ করি। একটি খিলান দেওয়া তোরণ-পথের নিম্নদেশ দিয়ে অগ্রসর হই। শবাধার নামিয়ে রেখে বিশ্রাম করার গাড়ী বারান্দার ট্রাক শট্। একটি ছোট্ট পিরামিড। একটি গথিক সেন্ট্রিবক্স। একটি মর্মরনির্মিত সমাধিস্তূপ এবং তদুপরি রোরুদ্যমান দেবমূর্তি। হেড্‌ডা বড্‌ডির একটি প্রমাণ আকারের চেয়েও বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি। তার পাদদেশে

নিম্নলিখিত শব্দকয়টি উৎকীর্ণ রয়েছে :

"জনসাধারণের হৃদয়সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী।
দাঁড়াও ক্ষণেক ওগো পথিকপ্রবর ॥"

আমরা একটুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হই। অকস্মাৎ এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গ প্রেতপুরীতে জনকয়েক মানুষের ছোট্ট একটি দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দলে চারজন পুরুষ রয়েছে। শ্মশ্রুর ঘন জঙ্গল তাদের মুখমণ্ডলকে ছেয়ে আছে ও লোকগুলি যেন একটু বেশী অপরিষ্কার। দলে দু'টি যুবতীও রয়েছে এবং তারা সকলে কোদাল গাঁইতি নিয়ে একটি সমাধির চতুষ্পার্শ্বে খননকার্যে ব্যস্ত। তাদের পোশাক পরিচ্ছদে কোন রকম ভিন্নতা নেই। সবার অঙ্গে জরাজীর্ণ হাতে বোনা কাপড়ের শার্ট ও পাজামা। এই মোটা পোশাকের উপর সবাই একটি করে ক্ষুদ্রকায় চতুষ্কোণ এপ্রন বেঁধেছে এবং তার উপর লাল পশমে লেখা রয়েছে "না।" যুবতীদ্বয় এতদতিরিক্ত দুই-খণ্ড গোলাকার বস্ত্র তাদের দুই বক্ষের উপর বেঁধে রেখেছে এবং তাদের পশ্চাৎ ভাগে পাজামার উপর এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারের দুইখণ্ড গোলাকার বস্ত্র আবদ্ধ। এর উপরও সেই "না" লেখা। এই অপরূপ বেশে সজ্জিতা বালারা আমাদের দিকে অগ্রসর হ'লে ত্রিবিধ নিষেধাজ্ঞা আমাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং তারা যখন দূরে সরে যায়, তখনও দু'টি "না" সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

নিকটস্থ একটি কবরের ছাদের উপর বসে প্রায় বছর চল্লিশ বয়সের একজন দীর্ঘ সুগঠিতকায় ব্যক্তি মজুরদের কাজ নিরীক্ষণ করছে। তার নয়নযুগল ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং নাসিকা শ্যেনচঞ্চুর মত বক্র। কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাশি তার ওষ্ঠযুগলের রক্তাভ বর্ণ ও আর্দ্রতা প্রকট করছে। তার পোশাকে যেন তাকে মানায় না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ধরনের ফ্যাশান প্রচলিত ছিল, সেই জাতীয় একটি হাল্কা ধূসর বর্ণের আঁটসাট স্যুট সে পরে আছে। প্রথম যখন আমাদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে, দেখা যায় যে সে বসে বসে নখ খোঁটায় তন্ময়।

কাট্ ব্যাক্। কর্মব্যস্ত কবর খননকারীর দল। তাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা

বয়ঃকনিষ্ঠ ও সুদর্শন যুবকটি কোদাল চালান বন্ধ করে ধীরে ধীরে সতর্কভাবে মাথা তোলে, তারপর চোরা-চাউনিতে কবরের ছাদে উপবিষ্ট সর্দারের দিকে তাকায়। তাকে নিজ নখর পরিচর্যায় নিমগ্ন দেখে নিকটেই কোদালের উপর ভর করে দণ্ডায়মানা সুডৌলঅঙ্গ যুবতীটির প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে। ওর অক্ষিযুগলে কামনাবহ্নি ধক্ ধক্ করছে। যুগল নিষেধ বাণীর ক্লোজ শট্। যুবকটির সতৃষ্ণ দৃষ্টি প্রখর হতে প্রখরতর হবার সঙ্গে সঙ্গে "না" "না" লেখা বর্তুলাকার নিষেধাজ্ঞা-ফলক দু'টি ক্রমশঃ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়। কল্পিত মিলনের পুলকশিহরণে মদনাহত যুবকটির ভুজযুগল শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে থাকে। কখনও আশায়, কখনও দ্বিধায় মাঝে মাঝে তার গতিরুদ্ধ হয়। অকস্মাৎ যেন বিবেক জাগ্রত হয়ে প্রলোভনকে পরাভূত করে। কোন এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে প্রিয়া-অঙ্গ-পরশ-পিয়াসী বাহুদ্বয়ের গতি মধ্যপথে রুদ্ধ হয়। দন্তে অধর দংশন করে যুবকটি পিছন ফেরে এবং তারপর দ্বিগুণ উদ্যমে পুনরায় খননকার্যে চিত্ত নিবিষ্ট করে।

অকস্মাৎ কার খননযন্ত্র কঠিন কোন বস্তুর উপর প্রতিহত হয়। খনন-কারীদের ভিতর উল্লাস ধ্বনি ওঠে—এতক্ষণে বুঝি শ্রম সার্থক হ'ল। পরক্ষণেই একটি সুদৃশ্য মেহগনী নির্মিত শবাধার নীচে থেকে টেনে তোলা হয়।

"ভাঙ্গ ওটাকে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমরা তক্তা ফাটা এবং কাঠ ভাঙ্গার নানা রকম শব্দ শুনছি।

"পুরুষ, না নারী ?"

"পুরুষ।"

"ঠিক আছে বাইরে ফেলো।"

"হেঁইয়ো হেঁইয়ো" রবে তারা শবাধারটি উল্টিয়ে দেয় এবং মৃতদেহটি পাশের বালুকাস্তূপে গড়িয়ে পড়ে। শ্মশ্রুমণ্ডিত কবর-খননকারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি মৃতদেহের পার্শ্বে নতজানু হয়ে বসে এবং নিপুণ ভাবে তার ঘড়ি ও স্বর্ণালঙ্কার খুলে নেয়।

সূত্রধার

উষ্ণ জলবায়ু এবং শবসংরক্ষণকলার কৃপায় "গোল্ডেন রুল ক্রইং করপোরেশনের" পরলোকগত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মহোদয়কে দেখে মনে হচ্ছে যে কালই যেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মহাশয়নে শায়িত করিয়ে দেবার সময় তাঁর গণ্ডদেশে যে রুজ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার লালিমা আজও উজ্জ্বল। সুন্দর গোলগাল মুখমণ্ডলের স্ফুরিত অধরকোণে বঙ্কিম হাস্য কী জীবন্ত! যেন বলট্রেফিও অঙ্কিত ম্যাডানোর মত এ হাসি কী এক গূঢ় অর্থব্যঞ্জক।

অকস্মাৎ নির্মম কশাঘাতে নতজানু হয়ে উপবিষ্ট কবর-খননকারীর স্কন্ধদেশ ভীষণ ভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়। ক্যামেরা কিছুটা পিছু সরে আসে এবং ফলে চাবুক হস্তে দণ্ডায়মান সর্দারের চেহারা প্রতিশোধের দৈবী অবতার রূপে প্রতিভাত হয়।

"আংটিটা বার কর।"

"কোন্ আংটি?" লোকটি জড়িত কণ্ঠে বলে।

জবাবে সর্দারের চাবুক আরও দু'তিন বার শীষ দিয়ে ওঠে।

"আর না, আর না, দোহাই তোমার! উঃ, দিয়ে দিচ্ছি। থাম এবার।"

অপরাধী তার মুখবিবরে দু'টি অঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় এবং তারপর দু'একবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর একটি সুদৃশ্য হীরকাঙ্গুরী বার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ব্যবসার বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা, তখন এই অঙ্গুরীটি পরলোকগত শৌণ্ডিক-প্রবর শখ করে নিজের জন্য কিনেছিলেন।

আদেশের কণ্ঠে সর্দার বলে, "ঐখানে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওটি রেখে দাও।" লোকটি হুকুম তামিল করার পর পৈশাচিক উল্লাসমাখা স্বরে সর্দার বলে, "পঁচিশ চাবুক। এই হচ্ছে তোমার আজকের পারিশ্রমিক।"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অপরাধী করুণা ভিক্ষা করে—শুধু এই বারটির জন্য ক্ষমা করার আবেদন জানায়। কালকে হচ্ছে পবিত্র শয়তান দিবস······আর তা ছাড়া তার বয়সও যথেষ্ট হয়েছে এবং সারা জীবন সে বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করে এসেছে ও সহকারী পরিদর্শকের পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে······

মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে সর্দার বলে, "এ হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে

আইনের চোখে আমরা সবাই সমান। এবং আইনে বলে যে যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সর্বহারা প্রোলিটেরিয়েটের দল। অর্থাৎ সব কিছুর উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। অতএব রাষ্ট্রসম্পদ অপহরণ করার সাজা কী?" কান্না ভুলে লোকটি বেদনামাখা বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। শূন্যে চাবুক আস্ফালন করে সর্দার আবার গর্জন করে ওঠে, "বল তার শাস্তি কী?"

অত্যন্ত খিন্ন স্বরে লোকটি উচ্চারণ করে, "পঁচিশ চাবুক।"

"বেশ, তাহলে তো ব্যাপার মিটে গেল—নয় কী?" অতঃপর অন্যদিকে ফিরে সর্দার বলে, "ওর কাপড়-চোপড়গুলো সব কেমন হে?"

ওদের ভিতর অল্প বয়স্ক এবং ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে মৃত ব্যক্তির কাল রঙের ডবল ব্রেস্ট জ্যাকেটটি অঙ্গুলী দ্বারা পরীক্ষা করে বলল, "বেশ ভালই আছে। কোথাও কোন দাগ নেই। আর ছেঁড়া খোঁড়াও নয়।"

"ঠিক আছে। আমি পরে দেখব।"

বেশ খানিকটা কসরতের পর তারা মৃতদেহের অঙ্গ থেকে একটি অত্যন্ত সাধারণ অন্তর্বাস ছাড়া তার প্যাণ্ট কোট শার্ট ইত্যাদি সব কিছু খুলে নেয় এবং তারপর দেহটিকে আবার কবরের মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে দেয়। সর্দার ইতিমধ্যে তার কাপড় চোপড়গুলি নাকের সামনে এনে কয়েকবার সন্দিগ্ধ ভাবে সেগুলি শুঁকে দেখে এবং তারপর এককালে যে ধূসর জ্যাকেটটি "ওয়েস্টার্ন শেক্সপীয়র পিকচার্স ইনকরোপোরেটেড"-এর প্রোডাকশন ম্যানেজারের অঙ্গের শোভাবর্ধন করত, সেটিকে খুলে ফেলে ব্রাণ্ডি, হুইস্কির গঙ্গোত্রীর মর্যাদার উপযুক্ত, অভিজাত সীবনকলার প্রতীক সেই কাল জ্যাকেটটির ভিতর বেশ আয়েস করে হাত গলিয়ে দেয়।

সূত্রধার

নিজেকে ওর অবস্থায় কল্পনা করুন। আপনি হয়ত জানেন না; কিন্তু সাধারণ একটি ধুনাই মেশিনে একটি ব্রেস্ট, একটি বা দু'টি সুইফট্ ইত্যাদি কল-কব্জা থাকা দরকার। এই রকম কত শত যন্ত্রপাতিতে তুনাই ধুনাই সুতা কাটা এবং বুনাই ইত্যাদি হয়ে থাকে। কিন্তু ধুনাই মেশিন এবং শক্তি-

চালিত বয়নযন্ত্র ইত্যাদি যদি কিছুই না থাকে এবং এগুলি চালাবার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর, মোটর চালাবার জন্য যদি টারবাইন ও ডায়নামো না পাওয়া যায় ও বাষ্পশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্লাস্ট ফার্নেস যদি না থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনাকে শৌখিন ও সুদৃশ্য বস্ত্রের জন্য প্রাচীনকালের সমাধিগুলির দ্বারস্থ হতে হবে। তবে যতদিন ভূমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় শক্তির প্রতাপ সক্রিয় ছিল, ততদিন সমাধিস্থলগুলি থেকেও ছিল না বলতে হবে। যন্ত্রকৌশলের রাক্ষসী ক্ষুধার করালগ্রাস থেকে যে ক'টি লোক আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, তিন পুরুষ ধরে তাদের নির্জন অরণ্যদেশে করুণাজনক অবস্থায় ইতস্তত বিচরণ করতে হয়েছিল। মাত্র গত ত্রিশ বৎসর যাবত তাদের পক্ষে "আধুনিক সভ্যতার সুখ-সুবিধার" ভূপ্রোথিত অবশেষ ভোগ করা সম্ভব হয়েছে।

সর্দারের ক্লোজ শট্। এমন একজন লোকের জ্যাকেট সে পরেছে, যার হাত তার চেয়ে অনেক ছোট ছিল এবং পেটটা ছিল বড়। এই বিচিত্র পোশাকে তাকে কেমন কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। কারও পদশব্দ শুনে সে পিছনে ফেরে।

সর্দার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে লং শট্। দূরে ডঃ পুলকে দেখা যায়। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, ক্লান্ত পদক্ষেপে, বিমর্ষভাবে বালির উপর দিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন। তাঁর পিছনে পিছনে আসছে তাঁর দুর্দশার কারণ সেই তিন ব্যক্তি। তিনি থমকে দাঁড়ালে বা গতি শ্লথ করলে তারা সূচীতীক্ষ্ণ যুকা পাতা দিয়ে তাঁকে খোঁচা দিচ্ছে এবং তাঁর আর্তনাদ শুনে তারা তিনজন কলহাস্যে ফেটে পড়ছে।

সর্দার বিস্ময়মণ্ডিত নীরব দৃষ্টিতে তাঁদের অগ্রগতি দেখতে থাকে।

অবশেষে তার মুখে কথা ফোটে, "শয়তানের দোহাই, ব্যাপারখানা কী?"

ছোট দলটি কবরখানার সম্মুখে এসে থেমে পড়ে। ডঃ পুলের রক্ষীত্রয় সর্দারকে অভিবাদন করে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। জেলে ডিঙিতে করে ওরা সমুদ্রের ধারে মৎস্য শিকার করছিল। এমন সময় এক বিরাট আকারের অদ্ভুত জাহাজ যেন কুয়াশা ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। পাছে কেউ দেখতে পায় এই জন্য ওরা তৎক্ষণাৎ দাঁড় টেনে কূলে উঠে এল। একটি পুরাতন

ঘরের ভগ্নস্তূপের আড়াল থেকে ওরা নবাগন্তুকদের ডাঙ্গায় নামতে দেখে। সংখ্যায় তারা তেরজন। তারপর এই লোকটি অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ওরা যেখানে আত্মগোপন করেছিল, তার কাছে এসে পড়ে। মেয়েটি আবার ফিরে যায় এবং এই লোকটি যখন ছোট্ট একটি কোদাল দিয়ে মাটিতে কি যেন খুঁড়ছিল, ওরা পিছন থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ চেপে ধরে ওকে বেঁধে এখানে এনে হাজির করেছে। এবার একে জেরা করা দরকার।

দীর্ঘকালীন নীরবতার পর অবশেষে সর্দার কথা বলে।

"ইংরাজী বলতে পার ?"

তোৎলাতে তোৎলাতে ডঃ পুল বলেন, "হ্যাঁ, মানে আমি ইংরাজী জানি।"

"বেশ ওর বাঁধন খুলে ওকে তুলে ধর।"

ওরা এমন অতর্কিতভাবে তাঁকে তুলে ধরে যে তিনি সর্দারের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

"তুমি পাদ্রী নাকি ?"

"পাদ্রী!" ডঃ পুল বিস্মিতভাবে তার প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তোলেন। তারপর অস্বীকৃতির ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়েন।

"তাহলে তোমার দাড়ি নেই কেন ?"

"আমি .আমি দাড়ি কামাই।"

"ও··· তুমি তাহলে······মানে ইয়ে নয়।" সর্দার ডঃ পুলের চিবুক ও গালে একবার আঙ্গুল বুলিয়ে নিয়ে বলে, "তা বেশ, তা বেশ। এবার উঠে দাঁড়াও দেখি।"

ডঃ পুল তার নির্দেশ পালন করেন।

"আসছ কোথা থেকে ?"

"আজ্ঞে নিউজিল্যাণ্ড থেকে।"

ডঃ পুল কয়েকবার ঢোক গেলেন। উঃ, গলাটা যদি এত শুকিয়ে না যেত এবং ভয়ের তড়াসে স্বর যদি এতটা না কাঁপত!

"নিউজিল্যাণ্ড ? জায়গাটা খুব দূরে নাকি ?"

"অনেক দূরে।"

"একটা বড় জাহাজে করে এসেছ, মস্ত পালওয়ালা জাহাজ?"

ডঃ পুল মস্তক আন্দোলিত করেন এবং ক্লাসে বক্তৃতা দেবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কারও সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বার্তালাপ করা কালীন একটু কোণঠাসা হলেই ডঃ পুল এই প্রক্রিয়ার শরণ নিয়ে থাকেন। তারপর তাঁরা কেন বাষ্পের সহায়তায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে পারেন নি, সর্দারকে তার কারণ শোনান শুরু করেন।

"মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মাঝখানে কয়লা নেবার তো কোন জায়গা নেই। আমাদের জাহাজ কোম্পানীগুলি শুধু তীরভূমির আশে-পাশেই স্টীমার চালাতে পারে।"

"স্টীমার?" কৌতূহলোদ্দীপ্ত মুখে সর্দার তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে, "তোমাদের দেশে এখনও স্টীমার আছে? তার মানে তোমাদের দেশে সেই ব্যাপার হয়নি?"

ডঃ পুল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সেই ব্যাপারের অর্থ কী?"

"সেই? সেই ব্যাপার মানে হচ্ছে মহাপ্রলয়। অর্থাৎ তিনি যখন সব ভার নিলেন।"

সর্দার এই কথা বলতে বলতে নিজের দুই হাত কপালের সামনে এনে অঙ্গুলিদ্বারা শিঙের মুদ্রা করে। তার অনুচররাও সশ্রদ্ধভাবে তার অনুকরণ করে।

সন্দিগ্ধভাবে ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, "মানে···মানে শয়তান?"

বাকী সকলে মস্তক আন্দোলিত করে স্বীকৃতি জানায়।

"কিন্তু মানে··· ··মানে······আমি বলছিলাম কি······"

সূত্রধার

আমাদের বন্ধুপ্রবর ধর্ম সম্বন্ধে পরমতসহিষ্ণু; কিন্তু হায়! এ সহিষ্ণুতা শুধু উদার অর্থে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে বিশ্বের এই মহান সত্তার অখণ্ড

গৌরব তিনি যথাযথ ভাবে স্বীকার করেন নি। সত্যিকথা বলতে কি "তাঁর" উপর আমাদের বন্ধুবরের আস্থা নেই।

সর্দার আর একটু ব্যাখ্যা করে বলে, "হ্যাঁ, তিনি সবকিছুর উপর অধিকার পেলেন। যুদ্ধে জয়ী হবার পর তিনি সকলের প্রভুপদে আসীন হলেন। ওরা যখন এই সব করে, তখন এ ব্যাপার ঘটেছিল।"

চতুর্দিকে বিস্তৃত যে বিশাল ধ্বংসস্তূপ একদা লস্ এঞ্জেলস নামে খ্যাত ছিল, তার দিকে দৃষ্টিপাত করে ডঃ পুল এবার যেন কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করেন। তাঁর দৃষ্টি কথঞ্চিৎ সন্দীপ্ত হয়।

"এইবার বুঝেছি। আপনি বোধ হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছেন। না, আমরা সে বিষয়ে সৌভাগ্যবান। আমাদের গায়ে তার আঁচটুকু পর্যন্ত লাগে নি। আমাদের দেশের বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য আমরা বেঁচে যাই। তা ছাড়া রণনীতির দিক থেকেও নিউজিল্যাণ্ডের তেমন কোন গুরুত্ব··· " শেষ কথাগুলি তিনি বেশ অধ্যাপকোচিত ভঙ্গীতে বলতে থাকেন।

কিন্তু সর্দার মাঝপথে বাধা দিয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়।

সে প্রশ্ন করে, "তাহলে এখনও তোমাদের দেশে রেলগাড়ী আছে?"

ডঃ পুল বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বই কি। কিন্তু আমি বলছিলাম নিউজিল্যাণ্ড······"

"ইঞ্জিনগুলি চলে ঠিক মত?"

"নিশ্চয় চলে। তবে কথাটা হচ্ছে এই যে নিউজিল্যাণ্ড······"

চকিত উল্লাসে সর্দার চীৎকার করে ওঠে এবং ডঃ পুলের কাঁধ চাপড়াতে থাকে।

"তাহলে এসব আবার চালাতে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আহা, আবার সেই সেকালের সুখের দিন······" সে শিশুর মুদ্রা করে "আবার আমাদের দেশে রেলগাড়ী চলবে, সত্যিকার রেলগাড়ী।" আনন্দের

আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে সে ডঃ পুলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে এবং তার পর তাঁর দুই গালে চুমু খায়।

ঘৃণা ও বিরক্তিতে ডঃ পুল যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। কারণ সর্দার মহাপ্রভু বোধহয় কদাচিৎ স্নান করেন এবং তার মুখে যা দুর্গন্ধ! তিনি নিজেকে আলিঙ্গনপাশ থেকে মুক্ত করে নেন।

তারপর প্রতিবাদের স্বরে তিনি বলেন, "কিন্তু আমি তো ইঞ্জিনিয়র নই। আমি তো উদ্ভিদবিজ্ঞানী।"

"সে আবার কি?"

"উদ্ভিদবিজ্ঞান মানে তরুলতার বিজ্ঞান।"

'বিজ্ঞান? মানে রণবিজ্ঞান?" এতক্ষণে সর্দারের কণ্ঠে যেন আশার স্বর ধ্বনিত হয়।

"আরে, না না। বৃক্ষলতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। যে বৃক্ষের ডালপালা, ফুল হয়। তবে হ্যাঁ, ক্রিপটোজেমের কথা ভুললে চলবে না। সত্যি কথা বিলতে কি ক্রিপটোজেম সম্বন্ধেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আপনি বোধহয় জানেন যে নিউজিল্যাণ্ডে বিশেষ করে ক্রিপটোজেমের খুব প্রাচুর্য।...

"তাহলে এঞ্জিন সম্বন্ধে কিছুই জান না?"

"এঞ্জিন!" ডঃ পুল কতকটা অবজ্ঞার সুরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "আপনাকে স্পষ্ট বলছি স্টীম টারবাইন আর ডিজেলের মধ্যে কি পার্থক্য, তা পর্যন্ত আমি জানি না।"

"তাহলে আমাদের রেলগাড়ীগুলিকে আবার চালানোর ব্যাপারে তুমি কোন সাহায্য করতে পারবে না?"

"কিস্‌সু না।"

আর কোন বাক্যব্যয় না করে সর্দার তার ডান পা তুলে ডঃ পুলের পেটের মাঝ বরাবর রাখে এবং তারপর এক ঝটকায় পা সোজা করে।

ডাঃ পুলের ক্লোজ শট্। কম্পিত চরণে তিনি বালুকাশয্যা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে উঠছেন। তবে তাঁর দেহের কোন অস্থি চূর্ণ হয় নি।

কবরখননকারী এবং মৎস্যশিকারীদের মিডিয়াম শট্। সর্দারের ডাক

শুনে তারা দৌড়ে আসছে।

ডঃ পুলের দিকে ইঙ্গিত করে সর্দার বলে, "ওকে কবর দাও।"

কবরখননকারী দলের স্থূলাঙ্গী প্রশ্ন করে, "জীবিত না মৃত?" তার কণ্ঠে যেন মধুর উদারা বেজে ওঠে।

সর্দার তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। সর্দারের অবস্থানস্থল থেকে সুপুষ্টাঙ্গ মেয়েটির ক্লোজ শট্। মনের সঙ্গে বেশ খানিকটা সংগ্রাম করে সর্দার পিছন ফেরে। তার অধর স্পন্দিত হতে থাকে। তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় সে পরম নিষ্ঠাভরে আবৃত্তি করছে, "নারীর স্বরূপ কী? উত্তর: নারী নরকের দ্বার, অপবিত্র আত্মার বিচরণ ভূমি, সকল পাপের উৎস, মানবজাতির শত্রু, যাবতীয় ·· "

মেয়েটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে, "জীবিত না মৃত?"

সর্দার ঔদাসীন্যভরে কাঁধে ঝাঁকুনী দিয়ে বলে, "যা মর্জি।"

খুশিতে মেয়েটি করতালি দিয়ে ওঠে। তারপর সঙ্গী-সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলে, "বেড়ে মজা, বেড়ে মজা। এস না সবাই, বেশ একটা মজা করা যাবে।"

তারা ডাঃ পুলকে ঘিরে ফেলে এবং অতঃপর আর্তনাদরত ডঃ পুলকে উপরে উঠিয়ে সোজা করে "গোল্ডেন ক্রইং করপোরেশনের" ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের আধখোলা কবরের ভিতর ধপ্ করে ফেলে দেয়। মেয়েটি তাঁকে জাপটে ধরে থাকে এবং বাকী লোকগুলি কোদাল দিয়ে কবরের ভিতর আলগা মাটি চাপা দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর কোমর পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়।

শবযন্ত্রে নিপীড়িত ব্যক্তির কাতরোক্তি এবং হত্যাকারীদের অট্টহাস্য প্রবল হয় এবং ক্রমে তা নিস্তব্ধতায় বিলীন হয়। অবশেষে সূত্রধারের কণ্ঠস্বর নীরবতা ভঙ্গ করে গুঞ্জন করতে থাকে।

সূত্রধার

নিষ্ঠুরতা কারুণ্য—পাশাপাশি মিলে মিশে
এক ক্রোমোসোমে:

জিঘাংসা দয়া ধর্ম—একাধারে একই মানবেতে।
নগণ্য সারমেয়, তার প্রতি অনুরাগ ঝরে
অথচ ডেকাউ নির্মিতি—
নাৎসীর হাতে গড়া ইহুদি পীড়ন কারাগার।
নগর পুড়িয়ে ওরা দেয় সান্ত্বনা
অনাথ আতুরে ;
লিঞ্চিং বিপক্ষে সকলেরই তপ্ত ভাষণ—
পারমাণবিক বোমার কারখানা ওকারিজে
যাদের প্রস্তুতি··· তারাই ভবিষ্যে
বিশ্বপ্রেমের গান গায় ·· । তাই তো এখন
সুস্বাগত এন. কে. ভি. ডি—
রুশ মুলুকের যারা সেরা গুপ্তচর !
সাজা দেই কারে বলো করুণা করি বা কারে ?
আঁখির নিমেষে হয় কত অঘটন।
মানুষ পাগল হয় রেডিওর ক্রম নির্ঘোষে
মুদ্রিত অক্ষরে সংবাদপত্রের ঘায়ে।
কম্যুনিস্ট মতবাদী অঞ্চলে, না হয়
গীর্জাপ্রাঙ্গণে এরই জন্ম হয় ·····।
যখন শুভ্র অমলিন সত্তার অনুভূতি জাগে
তখনি মানব করে জয় তার পশুভাবে।

শব্দযন্ত্রে আবার অট্টহাস্য এবং দয়া ভিক্ষার করুণস্বর মুখর হয়ে ওঠে। তারপর অকস্মাৎ সর্দারের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হয়।

"পিছু হটে যাও সব। আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

তার আদেশ পালিত হয়। সর্দার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ডঃ পুলকে অবলোকন করতে থাকে। তারপর কুটিল ব্যঙ্গের স্বরে বলে, "গাছপালা সম্বন্ধে তো তুমি সবজান্তা। তাহলে ওখানে মাটির ভিতর শিকড় গাড়ার

চেষ্টা কর না হে!"

এমন একটা রসিকতাকে কেউ বৃথা যেতে দেয়? সকলে কলহাস্তে মুখর হয়ে ওঠে।

"তোমার গায়ে বেশ গুটিকতক গোলাপী ফুল ফুটে উঠত।"

উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাতর মুখমণ্ডলের ক্লোজ আপ।

"দয়া কর······দয়া · ···"

তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়। আবার হাসির হর্‌রা ওঠে।

"আমি আপনাদের কাজে লাগতে পারি। ভাল ফসল ফলাবার পদ্ধতি আমি আপনাদের শেখাতে পারি। আপনাদের দেশে তাহলে খাদ্য-সামগ্রীর প্রাচুর্য হবে।"

"খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য?" অতর্কিত উৎসাহে সর্দার কথাগুলি বলে। পরক্ষণেই বন্য ক্রোধসহকারে গর্জন করে ওঠে, "মিথ্যুক কোথাকার!"

"না, না, মিথ্যা নয়। আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।"

সকলের মুখে প্রতিবাদের কলগুঞ্জন ওঠে। তারা যেন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে।

সর্দার বলে, "নিউজিল্যাণ্ডে ও সর্বশক্তিমান হতে পারে; কিন্তু এখানে নয়। হ্যাঁ, যবে থেকে মহাপ্রলয় ঘটেছে, তারপর আর নয়।"

"কিন্তু আমি বেশ জানি যে আপনারা আমাকে দিয়ে কাজ পাবেন।"

"তুমি শয়তানের নামে শপথ করে একথা বলতে প্রস্তুত?"

ডঃ পুলের পিতা ধর্মযাজক ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং নিয়মিতভাবে গীর্জায় যান। কিন্তু এই রকম মানসিক অবস্থায় তিনি বিনা দ্বিধায় সর্দারের আদেশ পালন করেন।

"শয়তানের দিব্যি। আমি সর্বশক্তিমান শয়তানের নামে শপথ করছি।"

উপস্থিত সকলে শিঙের মুদ্রা করে। অনেকক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

"ওকে খুঁড়ে তোল।"

স্থলাঙ্গী যেন বিশ্বাসই করতে পারে না যে এরকম একটা আনন্দ থেকে সর্দার তাদের মাঝপথে বঞ্চিত করবে। সে প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে, "সর্দার এটা কি ঠিক হচ্ছে?"

"পাপিষ্ঠা কোথাকার, খুঁড়ে তোল্ ওকে।"

তার স্বর জাদুমন্ত্রের মত ফল প্রসব করে। এমন তড়িৎবেগে ওরা ডঃ পুলকে খুঁড়ে বার করতে লেগে যায় যে মিনিট খানেকেরও কম সময়ের মধ্যে ডঃ পুলকে স্খলিত চরণে সমাধিবেদীর পাদমূলে দণ্ডায়মান দেখা যায়।

তাঁর মুখ দিয়ে কোনমতে, "ধন্যবাদ" কথাটি বেরোয়। অতঃপর তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ে।

রসিকতার এজাতীয় নিদর্শন দেখে সকলে বিদ্রূপহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত করে তোলে।

সর্দার নিজের মর্মর আসন থেকে একটু ঝুঁকে দেখে হেঁকে ওঠে, "এই লাল মাথা নরকের দ্বার! এদিকে তাকা।" তারপর মেয়েটির হাতে একটি বোতল দিয়ে বলে, "এর খানিকটা ওকে খাইয়ে দে। ওকে চলা-ফেরার মত করে তুলতে হবে। এবার আমরা সদর কেন্দ্রে ফিরব।"

মেয়েটি ডঃ পুলের পার্শ্বে উপবেশন করে তাঁর ক্ষীণদেহ নিজক্রোড়ে তুলে নেয় এবং তাঁর শিথিল মস্তক নিজ বক্ষোপরি লিখিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে চেপে ধরে বোতলের উত্তেজক পানীয় ধীরে ধীরে তাঁকে পান করাতে থাকে।

ডিজলভ্। একটি রাস্তা। চারজন শ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তি সর্দারকে একটি তাঞ্জামে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। বাকী সকলে বালুর উপর দিয়ে এলোমেলো ভাবে সর্দারকে অনুসরণ করছে। বৃহৎ অট্টালিকা এবং অফিস সমূহের ধ্বংসাবশেষের উপর, দ্বারদেশের সন্নিকটে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালের স্তূপ।

ডঃ পুলের মিডিয়ম ক্লোজ শট্। তাঁর দক্ষিণকরে এখনও সেই বোতলটি শোভা পাচ্ছে। বিস্রস্ত চরণে নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে জড়িত কণ্ঠে, "গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে" গানটি গাইতে গাইতে তিনি পথ চলেছেন। যে ব্যক্তির জননী চিরকাল মদ্যপানের নৈতিক বিরোধিতা করেছেন, তাঁর শূন্য

পাকস্থলীতে সুরাদেবী গিয়ে বীর বিক্রমে কর্মতৎপর হয়ে উঠছে।

"গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে তোমার রাঙা কপোলখানি,
ভোমরা সম গুনগুনিয়ে শোনাব তোমায় প্রণয়বাণী।"

গানের মাঝখানেই কবর-খননকারিণী মেয়ে দু'টি প্রবেশ করে। স্থূলাঙ্গী গায়কের পিছনে গিয়ে তাঁর কাঁধে সৌহার্দ্যসূচক চাপড় মারে। সচকিত ডঃ পুল পিছু ফেরেন। অকস্মাৎ তাঁর শরীরের শিরায়-উপশিরায় যেন আতঙ্কের হিমানীস্রোত বয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটির হাসি তাঁকে আশ্বস্ত করে।

"আমার নাম ফ্লোসী। তোমাকে কবর দিচ্ছিলাম বলে রাগ কর নি নিশ্চয়?"

"আরে না, না। মোটেই না।" ডঃ পুল এমনভাবে তাকে আশ্বাস দেন, যেন কোন ধূমপানরত যুবতীকে তিনি সাহস দিচ্ছেন।

ফ্লোসীও তাঁকে ভরসা দিয়ে বলে, "তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ ছিল না।"

"তা তো বটেই।"

"এই একটু মজা দেখছিলাম আর কি।"

"বেশ বেশ।"

"কাউকে জ্যান্ত কবর দেবার সময় তাকে কেমন মজাদার করুণ দেখায়।"

"হ্যাঁ, করুণ।" ডঃ পুল তার কথা মেনে নিয়ে পাণ্ডুর মুখে অতিকষ্টে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলেন। আরও সাহসের প্রয়োজন মনে হওয়ায় তিনি বোতল থেকে এক চুমুক পান করে নিজেকে সপ্রতিভ করে নেন।

স্থূলাঙ্গী বলে, "আচ্ছা পরে আবার দেখা হবে। এখন গিয়ে সর্দারকে বলে আসি যে তার নূতন জ্যাকেটটির আস্তিন আরও একটু লম্বা করতে হবে।"

ডঃ পুলের পিঠে আর একটি চাপড় মেরে বরারোহিণী গজেন্দ্র গমনে প্রস্থান করে।

স্থূলাঙ্গীর সঙ্গিনী শুধু এখন ডঃ পুলের সঙ্গে রয়েছে। তিনি চোরা চাউনিতে তাকে একবার দেখে নেন। সুন্দরী অষ্টাদশী, রক্তিম অলকদাম, চিক্ক-

বিমোহনকারী আননশ্রী, গাল দু'টি টোল খাওয়া, দেহবল্লরী কিশোরীর ন্যায় তন্বী।

মেয়েটি নিজে থেকেই বলে, "আমার নাম লুলা। তোমার?"

"আলফ্রেড। আমার মা টেনিসনের ইন মেমোরিয়মের খুব ভক্ত ছিলেন।" শেষের বাক্যটি ডঃ পুল ভাষ্য হিসেবে জুড়ে দেন।

"আলফ্রেড", আরক্তমস্তক বালা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তোলে। তারপর বলে, "আমি তোমাকে আলফি বলে ডাকব। তোমায় একটা কথা বলি আলফি, সত্যি কথা বলতে কি আমি এসব জ্যান্ত কবর দেবার ব্যাপার ভালবাসি না। জানি না অন্য সবার সঙ্গে কেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। কিন্তু ওসব দৃশ্য দেখে মোটেই আমার হাসি আসে না। এর ভিতর হাসির কি যে ছাই আছে, তা আমি ঠাওর কবতে পারি না।"

ডঃ পুল জবাব দিলেন, "তোমার কথা শুনে সুখী হলাম।"

একটুক্ষণ নীরব থেকে মেয়েটি আবার বলল, "বুঝলে আলফি, তুমি খুব ভাগ্যবান।"

"ভাগ্যবান?"

লুলা ঘাড় নাড়ল।

প্রথমতঃ তোমাকে খুঁড়ে বার করা হ'ল। ইতিপূর্বে এমন ব্যাপার কখনও দেখি নি। তারপর তুমি এখন চলেছ সোজা শুদ্ধি উৎসবে।"

"শুদ্ধি উৎসবে?"

"হ্যাঁ, কাল হচ্ছে শয়তান দিবস—শয়তান দিবস, বুঝেছ?" ডঃ পুলের ভাবলেশহীন মুখের দিকে নজর পড়ায় শেষের কথাটার উপর ওকে এত জোর দিতে হয়। "আবার বলে বোসো না যেন যে শয়তান দিবসে কী হয় তাও জান না।"

ডঃ পুল নির্বোধের মত ঘাড় নাড়েন।

"আচ্ছা বিপদ! তাহলে তোমাদের শুদ্ধি হয় কখন?"

"আমরা—আমরা তো রোজ স্নান করি।" একথা বলতে বলতে ডঃ পুল আর একবার লক্ষ্য করেন যে লুলারও ওসব বালাইএর দরকার পড়ে না।

অধীরভাবে লুলা বলল, "আরে না, না। আমি তো মানবজাতির শুদ্ধির কথা বলছি।"

"মানবজাতির শুদ্ধি ?"

"আরে গেল যা! বলি তোমাদের পাত্রীরা কি বিকলাঙ্গ শিশুদের জীবিত রাখে ?"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর এক পাল্টা প্রশ্ন করে ডঃ পুল নীরবতা ভঙ্গ করেন।

"এখানে অনেক বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয় নাকি ?"

মেয়েটি সম্মতিসূচক অঙ্গভঙ্গী করে বলে, "সেই ব্যাপারের পর থেকে—তিনি সব ভার নেবার পর থেকেই এই রকম হয়ে আসছে।" ঈষৎ থেমে শিঙের মুদ্রা করে আবার পুরাতন বক্তব্যের জের টেনে সে বলে, "তার আগে এমন হত না।"

"গামা রশ্মির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কেউ কি কখনও তোমাদের কিছু বলে নি ?"

"গামা রশ্মি ? সে আবার কী ?"

"শিশুদের অঙ্গ বিকৃত হবার কারণ হচ্ছে ঐ গামা রশ্মি।"

"তুমি কি বলতে চাও যে ওর পিছনে শয়তানের হাত নেই ?" তার স্বর সন্দেহে কঠোর হয়ে ওঠে। সেণ্ট ডমিনিক কোন এলবিগেনসিয়ান নাস্তিকের দিকে যেমনভাবে তাকাতেন, তেমনি ভাবে সে ডঃ পুলের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে দৃষ্টিপাত করে।

ডঃ পুল তাকে শান্ত করার জন্য তাড়াতাড়ি বলেন, "না, না, তা বলব কেন ? কথাটা উল্লেখ করাই বাহুল্য যে তিনিই হচ্ছেন এর মূল কারণ।" তারপর কিম্ভূতকিমাকার ভাবে অনভ্যস্ত হাতে তিনি শিঙএর মুদ্রা করেন। "আমি তো শুধু গৌণ কারণের প্রকৃতি বর্ণনা করছিলাম। মানে যে সব প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি তাঁর মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন……অর্থাৎ কথাটা হচ্ছে এই……"

তাঁর কথায় এবং বিশেষতঃ ঐ পবিত্র মুদ্রা দৃষ্টে লুলার সন্দেহভঞ্জন হয়। ওর মুখের থমথমে ভাবটা কেটে যায় এবং মেঘমুক্ত শশীর ন্যায় মধুর ভাবে

লুলা স্মিত হাস্যমণ্ডিতা হয়ে ওঠে। ওর গালের টোল দু'টি আবার একজোড়া সুন্দর ছোট্ট খঞ্জনার মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। লুলার মুখমণ্ডলের সঙ্গে ওদের যেন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। নিভৃত সঙ্গোপনে অন্যনিরপেক্ষভাবে ওরা যেন ওদের সুখের নীড় রচনা করেছে। ডঃ পুলও হেসে এর প্রতিদান দেন; কিন্তু তার পরক্ষণেই লজ্জায় লাল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন।

সূত্রধার

মাতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা বশতঃ আজ অষ্টত্রিংশ বৎসর বয়সেও আমাদের বন্ধু অকৃতদার। হৃদয়ে বিবাহের প্রতি এক অনৈসর্গিক উপেক্ষাভাব থাকায় তাঁকে জীবনের অর্ধাংশ মনের গোপন কন্দরে প্রচ্ছন্ন বহ্নিশিখা বহন করে বেড়াতে হয়েছে। একটি পবিত্র যুবতী রমণীকে শয্যাসঙ্গিনী হতে আহ্বান জানান দেবমন্দির কলুষিত করার মত দুষ্কার্য হবে বলে মনে করায় তিনি পাণ্ডিত্যগরিমার কোটরে বসবাস করে থাকেন। তাঁর পৃথিবী অতীব উত্তপ্ত ও পাতালের মত দর্শনেন্দ্রিয়ের এলাকা বহির্ভূত। এখানে রতিমূলক দুঃস্বপ্ন বিবেক-দংশী অনুতাপ সৃষ্টি করে এবং কিশোরকালীন ইচ্ছা সদা সর্বদা মাতৃক বিধানের সঙ্গে সংঘর্ষ করে। এখন তাঁর সম্মুখে রয়েছে লুলা—যে লুলার ভিতর বিন্দুমাত্র জ্ঞানের অহমিকা বা বংশাভিমানের বালাই নেই। প্রকৃতির দুলালী লুলার চিত্তবিমোহনকারী দেহের পানপাত্রে যৌবনের রক্তিম মদিরা টলমল করছে। কস্তুরীগন্ধা লুলার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। সুতরাং ওকে দেখে শরমে রক্তিম হওয়া ও ব্রীড়াভরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া (অবশ্য একান্ত অনিচ্ছা সহকারে। কারণ তৃষিত চকোরের ন্যায় লুলার মুখারবিন্দের পানে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছা তাঁর অত্যন্ত প্রবল।) কী অস্বাভাবিক ব্যাপার ?

আত্মতৃপ্তি ও সাহস সঞ্চয়মানসে ডঃ পুল পুনর্বার বোতলটির শরণ নেন। অকস্মাৎ পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। এখানে দুই পার্শ্ববর্তী বালুকাস্তূপের মাঝে একটি ক্ষীণ পায়ে চলা পথরেখা ছাড়া আর কোন পথ ঘাট নেই।

বিনম্র ভাবে লুলাকে অভিবাদন করে ডঃ পুল বলেন, "এগোও তুমি।"

লুলা মৃদু হাস্যে এই সৌজন্যের প্রত্যুত্তর দেয়। ওদের দেশে পুরুষ সর্বদা

"অপবিত্র আত্মার লীলাভূমিকে" পিছনে ঠেলে ফেলে স্বয়ং এগিয়ে যাবার প্রয়াস করে। সুতরাং এজাতীয় আচরণের সঙ্গে সে একেবারেই অপরিচিতা।

ডঃ পুলের দৃষ্টিপথ থেকে লুলার পিছনে ট্রাক শট্। না না, না না, প্রতি পদক্ষেপে বিরামহীন ঊর্মির মত সেই নিষেধবাণী যেন ভ্রুকুটী দেখায়। কাট্ ব্যাক্। ডঃ পুলের ক্লোজ শট্। বিস্ফারিত নেত্রে তিনি লুলার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্যামেরা কাট্ ব্যাক করে ডঃ পুলের মুখ থেকে আবার লুলার পিছন দিকে পড়ে।

সূত্রধার

এ হচ্ছে তাঁর নিজ অন্তর্চেতনার বাহ্য, দৃশ্যমান ও মূর্ত প্রতীক। এক দিকে রিরংসা প্রবৃত্তি এবং অন্য দিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া তাঁর পূজ্য জননীর প্রভাব ও ব্যভিচার বর্জনের মোজেস কথিত সপ্তম কম্যাণ্ডমেণ্টের আদর্শ-সংঘাতে তাঁর জীবনের সমস্ত রস শুষ্ক হয়ে উঠেছিল, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের সত্য রূপকে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

বালুকাস্তূপের এলাকা শেষ হয়। পথ পুনরায় এতটা প্রশস্ত যে দু'জনে পাশাপাশি চলতে পারে। ডঃ পুল অপাঙ্গে সঙ্গিনীর মুখপানে তাকিয়ে দেখেন সেখানে বিষাদের কৃষ্ণমেঘচ্ছায়া।

সহানুভূতি সূচক কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কী হয়েছে তোমার?" তারপর যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে ওর বাহুসন্ধি স্পর্শ করে ডাকেন, "লুলা!"

হতাশায় ভেঙ্গে পড়া স্বরে সে উত্তর দেয়, "উঃ কী ভীষণ!"

"কাকে ভীষণ বলছ?"

"সব কিছু। ওসব নিয়ে ভাবব না মনে করলে কী হবে? অদৃষ্টই খারাপ। তাই ওসব কথা মনে পড়ে যায়। আর ঐ চিন্তায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। কারও কথা ভেবেই চলেছ, ভেবেই চলেছ এবং তার জন্য তৃষ্ণাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু এরকম করা তো উচিত নয়। কারণ ওরা জানতে পারলে এর শাস্তি অবধারিত মৃত্যু। অথচ পাঁচ মিনিট, শুধু পাঁচটা মিনিটের জন্য মুক্ত হতে

পারলে তার বিনিময়ে পৃথিবীর সব কিছু দান করা যায়। কিন্তু না, না, না। তারপর আক্রোশে ঘুষি পাকিয়ে নিজেকে সংযত করে রাখি। উঃ, মনে হয় যেন ক্ষোভে দুঃখে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলি। তারপর অকস্মাৎ এত সব কষ্টস্বীকার করার পর অকস্মাৎ......" মাঝ পথে সে থেমে যায়।

ডঃ পুল জিজ্ঞাসা করেন, "অকস্মাৎ কী হয় ?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটি ডঃ পুলের দিকে তাকায় এবং তাঁর জিজ্ঞাসু ও একান্ত নিষ্পাপ মুখচ্ছবি দেখে আশ্বস্ত হয়।

অবশেষে মেয়েটি বলে, "সে কথা আমি বলতে পারব না। সর্দারকে তুমি যে কথা বলছিলে, তা কি সত্য ? তুমি ধর্মযাজক নও ?"

মেয়েটি কেন যেন অতর্কিতে শরমে রাঙা হয়ে যায়।

সোমরসের প্রভাবে ডঃ পুল এখন মস্ত বীর হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বীরত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে বলেন, "তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে এই মুহূর্তেই আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত যে আমি বিশ্বাসের পাত্র।"

যুবতী তাঁর প্রতি এক লহমার জন্য দৃষ্টিপাত করে। তারপর ক্লিষ্ট ভাবে মাথা নেড়ে কি জানি কিসের আতঙ্কে শিহরিত হয়ে দু'পা সরে যায় এবং অতঃপর হতভম্ব ভাবে নিজের এপ্রনের ভাঁজ ঠিক করতে থাকে।

লুলার সলাজ আচরনে বর্ধিতপৌরুষ ডঃ পুল বলেন, "কই, তুমি তো বললে না হঠাৎ কী ঘটে ?"

লুলা চতুর্দিকে ভয়ত্রস্ত দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখে নেয় যে তাদের কথা শোনবার মত ধারে কাছে কেউ আছে কি না। তারপর প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলে, "অকস্মাৎ 'সে' সবার সত্তার অধিরাজ হওয়া শুরু করে। তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে সবাই ঐসব ব্যাপার নিয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু ও তো আইনবিরুদ্ধ, অন্যায়। পুরুষরা তখন যেন উন্মাদ হয়ে যায়। চতুর্দিক থেকে তারা মাংসলোলুপ শ্যেনপক্ষীর মত নারীদেহ লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখে তাদের পাত্রীদেরই মত বুলি—'নরকের দ্বার।' "

"নরকের দ্বার ?"

ঘাড় নেড়ে লুলা বলে, "হ্যাঁ, নারী নরকের দ্বার।"

"আচ্ছা!"

খানিক থেমে সে আবার শুরু করে, "তারপর শয়তান দিবস আসে। আর…আর…তারপর, মানে তুমি তো এর অর্থ বুঝতেই পারছ। হ্যাঁ, তারপর যদি কোন বাচ্চা হয়, তবে 'সে' যা করেছে, তার জন্য 'সে' আবার শাস্তি দেবে।" লুলা ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং কম্পিত হস্তে শিঙের মুদ্রা করে। "আমি জানি যে আমাদের 'তাঁর' আজ্ঞা পালন করতেই হবে। কিন্তু উঃ, আমার মনে হয় যে আমার বাচ্চা হলে তা ভালই হবে।"

ডঃ পুল চীৎকার করে বলেন, "আরে নিশ্চয় ভাল হবে। তোমার তো কোন খুঁত নেই।" নিজেরে ঔদ্ধত্যে কথঞ্চিৎ উৎফুল্ল হয়ে তিনি ওর দিকে তাকান।

তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে লুলার ক্লোজ শট্। না না না, না না না……

লুলা বিমর্ষ ভাবে মস্তক আন্দোলিত করে বলে, "ঐখানে তো তোমার ভুল হচ্ছে। আমার আর এক জোড়া স্তনবৃন্ত আছে।"

ডঃ পুল চীৎকার করে ওঠেন, "ও মা!" মনে হয় ক্ষণকালের জন্য তাঁর নেশার ঘোর কেটে গেছে এবং মায়ের প্রভাব তাঁর ভিতর সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

লুলা ব্যস্ত ভাবে বলে, "এতে যে কোন দোষ আছে, তা নয়। ভাল ভাল মেয়েদেরও এই অবস্থা। তিন জোড়া পর্যন্ত রাখা চলে। হাতে বা পায়ে সাতটি পর্যন্ত আঙ্গুল রাখতে পারা যায়। এর বেশী কিছু হলে শুদ্ধিদিবসে তার সংস্কার করা হয়। আমার বন্ধু পলির একবার একটি ছেলে হয়। সেই অবশ্য ওর প্রথম সন্তান। তার ছিল চার জোড়া আঙ্গুল; কিন্তু অঙ্গুষ্ঠের কোন পাত্তা নেই। সুতরাং তার আর বাঁচার উপায় কোথায়? আর সত্যি কথা বলতে কি ইতিপূর্বেই তাকে খতম করে দেওয়া হয়েছে। আর পলিরও মস্তকমুণ্ডন করে দেওয়া হয়েছিল।"

"কেন?"

মানে, যে সব মেয়েদের সন্তানসন্ততি সাফ করে দেওয়া হয়, তাদের এই রকম করা হয়।"

"কিন্তু এর কারণটা কি?"

লুলা দুর্বোধ্যতা সূচক কাঁধ নাড়া দিয়ে বলে, "ওদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে ও শত্রু ছিল।"

সূত্রধার

ইতালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্রোডিন্সারের মতে, "যদি কারও মাতামহী দীর্ঘকাল যাবত এক্সরে নার্সের কাজ করেন, তবে তার খুল্লতাত কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত হানিকারক সিদ্ধ হবে। কথাটা স্পষ্ট হলে কী হবে, যেন একটু রূঢ়। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে কারও এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কারণ নেই। তবে এর ফলে ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন রূপে সমগ্র মানবজাতির ভিতর সংক্রামিত ভাবে অবাঞ্ছিত দৈহিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হবে বলে সমাজের পক্ষে এ এক দুশ্চিন্তার কারণ।" এ চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু বলাই বাহুল্য কেউ এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। পারমাণবিক বোমার গবেষণাগার "ওকারীজ"-এ চব্বিশ ঘণ্টা পুরোদমে কাজ চলেছে; কম্বারল্যাণ্ডের কূলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা গড়ে উঠছে। লৌহ যবনিকার ওদিকে তাকিয়ে দেখুন। মাউণ্ট এরারেটের শিখরে ক্যাপিজাতে যে কি হচ্ছে, তা শুধু পরমেশ্বরই জানেন। ডস্টয়েভস্কি তাঁর অনুপম লিপিচাতুর্যে যে অপূর্ব রাশিয়ান আত্মার চিত্রন করে গেছেন, তার জন্য ওখানে রাশিয়ান দেহ এবং পুঁজিবাদী ও সোশাল ডেমোক্রাটদের ধ্বংসাবশেষ মিলে কী অভূতপূর্ব চমৎকার সৃষ্টি রচনা করছে, তা কে বলতে পারে?

পুনরায় বালুকাস্তূপ এসে পথ রুদ্ধ করে। বালুকাস্তূপের ভিতর তাঁরা একটা সুঁড়ি পথ ধরে এমন এক নিরালা জায়গায় পৌছান, যে মনে হয় তাঁরা সাহারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডঃ পুলের দৃষ্টিবিন্দু থেকে ট্রাক্ শট্। না না, না না……লুলা থমকে দাঁড়ায় এবং তাঁর দিকে পিছন ফেরে। না না না। ক্যামেরা এগিয়ে তার মুখের উপর পড়ে এবং অকস্মাৎ নজরে পড়ে যে লুলা যেন মূর্তিমতী বিষাদপ্রতিমা।

সূত্রধার

সপ্তম কম্যাণ্ডমেণ্ট বনাম বাস্তব জীবন। কিন্তু এ ছাড়া আর একটি বাস্তব তথ্য আছে, যাকে শুধু অভ্যাসসিদ্ধ বিধিনিষেধ দ্বারা অস্বীকার করা যায় না বা কচিৎ কখনও আহার্য দিয়ে সে বাসনার তৃপ্তি বিধান করা যায় না। এ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের তথ্য।

ধরা ধরা গলায় সুন্দরী রমণী বলে, "আমি চাই না যে ওরা আমার চুল কেটে ফেলুক।"

"না, না, ওরকম ওরা করবেই না।"

"উঁহু। ওরা মানবে না।"

"ওরা এরকম করতে পারবে না, ওদের এরকম করতে দেওয়া হবে না।" কথাগুলি বলার পর ডঃ পুল নিজের সাহস দেখে অবাক হয়ে যান। তারপর বলেন, "এমন সুন্দর চুল কেটে ফেলা মুখের কথা নাকি?"

কিন্তু দুঃখের কথা, লুলা তবু অবিশ্বাস ভরে ঘাড় নাড়ে।

"আমার রক্তের প্রতিটি কণিকায় আমি যেন তার স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আমি ঠিক জানি ওর সাতটির চেয়ে বেশী আঙুল হবে। ওরা ওকে মেরে ফেলবে, ওরা আমার মাথা মুড়িয়ে দেবে, ওরা আমাকে কশাঘাতে জর্জর করবে—অথচ "তিনি"ই তো আমাদের দিয়ে এ সব করান।"

"কী করায়?"

নির্বাক ভাবে সে এক লহমার জন্য ডঃ পুলের দিকে তাকায়। তারপর অত্যন্ত আতঙ্কিত ভাবে তার চোখ নামিয়ে নেয়।

"আমাদের অবস্থা শোচনীয় হ'ক, এই তাঁর অভিরুচি।"

দুই হাতে মুখ ঢেকে লুলা অবরুদ্ধ ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে।

সূত্রধার

মন্দির অনুরাগে হৃদয় থরোথর,
অমৃত রূপ রসে ব্যাপ্ত চরাচর,

সুপরিণত ফল হৃদয়ে সুমধুর
পবনে অম্বরে গন্ধ কী বিধুর
জীবনপাত্রে যে ভোগের সুধাসার
তবুও ওর চোখে কেন এ বারিধার ?

ডঃ পুল অশ্রুমোচনরত যুবতীকে ভুজপাশে আবদ্ধ করেন। লুলা তাঁর স্কন্ধে মস্তকন্যস্ত করে নয়নধারায় সিক্ত হ'তে থাকে এবং ডঃ পুল তার নয়নাভিরাম কুন্তলদামের উপর কোমল হস্তের পরশ বুলিয়ে দিতে থাকেন। অকস্মাৎ সেই মুহূর্তে তিনি যেন একজন স্বাভাবিক পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠেন।

নিম্নস্বরে তিনি তাকে বলেন, "কেঁদো না লক্ষ্মীটি। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয় কী, আমি তো সব সময় তোমার কাছে থাকব। দেখি তোমার কে কী করতে পারে ?"

ডঃ পুলের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে লুলা আশ্বস্ত হয়। ক্রন্দনের বেগ হ্রাস পেতে পেতে ক্রমশঃ এক সময় থেমে যায়। ধীরে ধীরে সে মুখ তোলে এবং তার সেই অশ্রুমুক্তাশোভিত আননে হাসির অপরূপ সুষমা ফুটে ওঠে। চন্দ্রমুখীর সেই আকুতিভরা আমন্ত্রণ ডঃ পুল ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে পলে পলে সময় চলে যায়। ডঃ পুলকে তখনও দ্বিধাগ্রস্ত দেখে লুলার মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। হঠাৎ ওর মনে হয় যে ও বোধ হয় বড় বেশী রকম স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে। ফলে লজ্জায় ও চক্ষুপল্লব আনত করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অস্ফুট স্বরে সে বলে, "আমি সত্যই দুঃখিত।" তারপর হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে শিশুদের মত নিজের চোখ মুছতে থাকে।

ডঃ পুল নিজের রুমাল বার করে সযতনে তার চোখ মুছিয়ে দেন।

"তুমি কত ভাল। মোটেই এখানকার লোকদের মত নয়।"

ওর অধরকোণে পুনরায় স্মিত হাস্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। টোল খাওয়া গাল দু'টিতে আবার গুপ্তস্থান থেকে দু'টি কূজনরত খঞ্জনার আবির্ভাব।

প্রেমের মধুর আবেশে ডঃ পুল আত্মহারা হয়ে পড়েন। সম্বিৎ হারিয়ে

তিনি তার বিকচ প্রসূনের ন্যায় মুখখানিকে উভয় করের মাঝে বন্দী করে তার ইন্দীবরদলতুল্য অধরপুটে একটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দেন।

লুলা শুধু এক মুহূর্তের জন্য প্রতিরোধ করে। তারপর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেয়। আক্রমণকারীর প্রচেষ্টার চেয়েও ওর আত্মসমর্পণের বেগ অধিকতর সক্রিয়।

শব্দযন্ত্রে "মোরে লহ তুলে বুকে মনসিজ তুমি মম" গানটির বাজনা ক্ষীণ হতে থাকে। পরিবর্তে "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি"-র স্বরমূর্ছনা ফুটে ওঠে।

অকস্মাৎ লুলার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎশিহরণ খেলে যায়। সে যেন কিসের আতঙ্কে কাঠ হয়ে পড়ে। এক ঝটকায় ডঃ পুলকে সরিয়ে দিয়ে কেমন বন্য দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে। অতঃপর অপরাধীর মত সশঙ্কিত ভঙ্গীতে নিজ স্কন্ধযুগল অবলোকন করতে থাকে।

"লুলা।"

ডঃ পুল পুনরায় তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত সেই সংকীর্ণ পথরেখা ধরে ছুটে পালায়।

না না, না না, না না······

ডিজলভ্। ফিফথ্ স্ট্রীট ও পেরিশিং স্কোয়ারের এক অংশ। প্রাচীনকালের মত স্কোয়ার এলাকা এখনও শহরের প্রাণকেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পীঠভূমি। ফিলহার্মোনিক অডিটোরিয়ামের সম্মুখস্থ এক অগভীর কূপ থেকে দু'টি রমণী ছাগচর্মনির্মিত মশকে জল উঠিয়ে মৃত্তিকা নির্মিত জলাধারে ঢেলে দিচ্ছে এবং অন্যান্য কতিপয় নারী তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। দু'টি মরচে-পড়া আলোকস্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা একটি ছড়ের সঙ্গে একটি সদ্যমৃত বৃষদেহ প্রলম্বিত। তার সম্মুখে মক্ষিকা সমুদ্রের ভিতর দণ্ডায়মান অবস্থায় এক ব্যক্তি ছুরিকা দ্বারা মৃত বৃষটির অন্ত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করছে।

সর্দার বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার স্বরে বলে, "খাসা চীজ তো হে।"

কৃতার্থ কসাইনন্দন তার দু'পাটি দাঁত বার করে রক্তমাখা অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর মুদ্রা করে।

ঈষৎ দূরেই যৌথ উনানের সারি। সর্দার তার তাঞ্জামবাহকদের থামতে বলে এবং এক টুকরা গরম রুটী গ্রহণ করে সকলকে ধন্য করে। সর্দার আহারে নিরত। এদিকে দেখা যায় যে দশ-বারটি অল্পবয়স্ক বালক নিকটস্থ গ্রন্থাগার থেকে জ্বালানীর বোঝা কাঁধে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসছে। উনানের কাছে এসে ভারমুক্ত হতে না হতেই কতকগুলি বয়স্ক ব্যক্তির কিল চড় ও কটূক্তির দাপটে আরও পুস্তক আনয়নের জন্য তারা পুনরায় গ্রন্থাগারের দিকে ধাবিত হয়। জনৈক রুটী প্রস্তুতকারী চুল্লীর ঢাকনা খুলে বইগুলিকে অগ্নিশিখার ভিতর নিক্ষেপ করতে থাকে।

ডঃ পুলের বিদ্যাবত্তা এবং পুস্তকপ্রেম এ দৃশ্যে বিদ্রোহ করে।

প্রতিবাদের স্বরে তিনি বলে ওঠেন, "অতি জঘন্য ব্যাপার।"

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে সর্দার বলে :

"অবাক কাণ্ড ঐ,
উপর দিয়ে বেরোয় রুটী, নীচে ঢোকে বই।"

তারপর জিহ্বা ও তালু সহযোগে তৃপ্তিসূচক শব্দ করে বলে, "আর এ রুটীর স্বাদ কত!" কথা শেষ হতে না হতেই সে রুটীতে আর এক কামড় লাগায়।

ডঃ পুল এদিকে ঝুঁকে পড়ে সুন্দর একখণ্ড শেলীর কাব্যসংকলনকে প্রায় বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করেন।

"জয় ভগ—" কথাটা শুরু করেই তিনি মাঝ পথে থেমে যান। তিনি যে কোথায় আছেন, তা মনে পড়ে যায়।

শেলীকে চুপচাপ পকেটে ফেলে ভোজনে নিমগ্ন সর্দারের দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করেন, "তাহলে সংস্কৃতির গতি কী হবে? যুগে যুগে মানুষ কত কৃচ্ছ্রসাধনা করে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, তার উত্তরাধিকারী হবে কারা? মহামানবদের মনন ক্রিয়ার ফলে যে রত্নসম্ভার উপলব্ধ হয়েছে এবং......"

ভরা মুখে সর্দার জবাব দেয়, "ওরা পড়তেই পারে না।" পরক্ষণেই সে

আবার নিজ ভ্রম সংশোধন করে বলে, "আরে না না, একটু ভুল হ'ল। ঐ কথাটি পড়তে আমরা ওদের সকলকে শেখাই।"

সে তর্জনীসংকেত করে। তার দৃষ্টিপথ থেকে লুলার মিডিয়ম লং শট্। লুলা, তার আপেলের মত রাঙা গালের টোল দু'টি এবং আরও সব কিছু; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার এপ্রনে রক্তবর্ণে বড় বড় হরফে লিখিত "না," এবং তার অঙ্গবাসের দক্ষিণে ও বামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হরফে লিখিত "না," "না" ক্যামেরার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

"এদ্দূর পড়লেই ওদের চলবে। নাও চল এবার।" শেষের কথাটি সে তাঞ্জাম বাহকদের লক্ষ্য করে বলে।

ট্রাক শট্। একদা "বালটীমোর কফি শপ" নামে খ্যাত অট্টালিকাটির দ্বারবিহীন প্রবেশপথের আড়ালে তাঞ্জাম অদৃশ্য হয়।

ঘরের ভিতর কেমন এক আবছা অন্ধকারে বিভিন্ন বয়সের বিশ-ত্রিশজন রমণী ব্যস্তভাবে আদিম যুগের তাঁতে কাপড় বুনছে। এ জাতীয় বস্ত্রের ব্যবহার মধ্য আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সর্দার ডঃ পুলকে লক্ষ্য করে বলে, "এই সব অপবিত্রতার পুত্তলীদের এ ঋতুতে কোন সন্তান হয় নি।" ক্রোধে ভ্রূকুটি করে সে মাথা নাড়া দেয়। তারপর বলে, "প্রতি ঋতুতে যা হ'ক একটা কিছু যদি না বিয়োতে পারে, তবে এদের বাঁজা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে কী হবে, তা একমাত্র শয়তানই জানেন······"

তারা কফিখানার ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়। একদল তিন-চার বছরের শিশু একটি বয়স্কা অপবিত্রতার পুত্তলীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। নাসিকার পার্শ্বে তার ওষ্ঠ খণ্ডিত এবং দুই হাতে চোদ্দটি অঙ্গুলি। ওদের অতিক্রম করে একটি খিলানপথের নীচে এসে তাদের গতি রুদ্ধ হয়। সামনেই আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ভোজন গৃহ।

অগণিত কিশোর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরিকার প্রারম্ভিক চরণের আবৃত্তিধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

"প্রশ্ন: মানবের প্রধান লক্ষ্য কী? উত্তর: মানবের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে

শয়তানের গুণগান করা, তাঁর রোষবহ্নির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ত করুণা যাচ্ঞা করা এবং যতদিন সম্ভব, বিনাশকে এড়িয়ে চলা।"

ডঃ পুলের মুখমণ্ডলের ক্লোজ শট্। সেখানে ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক মিশ্রিত বিস্ময়ের ছায়া। তারপর তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে একটি লং শট্। তের থেকে পনের বছরের প্রায় ষাটটি কিশোর-কিশোরী পাঁচটি সারিতে এটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে একটানা তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে নামতা পড়ার মত আবৃত্তি করে যাচ্ছে। তাদের মুখোমুখী হয়ে একটি মঞ্চের উপর জনৈক হ্রস্বকায় স্থূলদেহ ব্যক্তি উপবিষ্ট। তার অঙ্গে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের ছাগচর্ম-নির্মিত দীর্ঘ অঙ্গাবরণ। মাথার লোমশ টুপিটির চতুর্দিকে কঠিন চর্মের বন্ধনী এবং তার সঙ্গে দু'টি মাঝারী আকারের পশুশৃঙ্গ আবদ্ধ। তার মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্ন মাত্র নেই। হাঁড়ির মত বাদামী রঙের মুখখানি ক্রমাগত ঘেমে চলেছে এবং সেও তার অঙ্গবাসের রোমশ আস্তিন দিয়ে ঘন ঘন তার মুখ মুছছে।

কাট্ ব্যাক। সর্দার তার দিকে ঈষৎ সম্নত হয়ে ডঃ পুলের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করে সম্ভ্রম মিশ্রিত নিম্ন স্বরে বলে, "ইনিই হচ্ছেন আমাদের প্রমুখ শয়তান শাস্ত্রাচার্য। জানবে আক্রোশমূলক জৈব চৌম্বক শক্তি সম্বন্ধে ইনি এক্কেবারে পাকা ওস্তাদ।"

ছেলেমেয়েদের অমনোযোগী আবৃত্তির স্বর ভেসে আসে।

"প্রশ্ন : মানবের বিধিলিপি কী? উত্তর : পরম লীলাময় শয়তান সকল জীবিত প্রাণীর জন্ম অনন্ত নরক নির্ধারিত করেছেন।"

ডঃ পুল জিজ্ঞাসা করেন, "উনি শিঙ লাগিয়েছেন কেন?"

সর্দার ব্যাপারটা খোলসা করে। "উনি আমাদের মঠাধীশ কিনা, তাই। যে কোনদিন উনি তৃতীয় শিঙ লাগাবার অধিকার পেয়ে যাবেন।"

কাট্। মঞ্চের মিডিয়ম শট্।

"বেশ, বেশ।" শয়তান শাস্ত্রাচার্য মহাশয় উচ্চস্বরে তাঁর ছাত্রদের তারিফ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আত্মতৃপ্ত ছোট্ট শিশুটির হাবভাবের প্রচণ্ড মিল আছে। আর একবার "বেশ, বেশ।" বলে তিনি তাঁর স্বেদাক্ত ললাট

মুছে নেন এবং তারপর বলেন, "আচ্ছা, বল দেখি কেন তোমাদের চিরকাল নরকেই থাকতে হবে ?"

এক লহমার জন্য নীরবতা ছেয়ে যায়। অতঃপর প্রথমে খাদে তারপর ক্রমশঃ উচ্চ কণ্ঠে সমস্বরে ছাত্র-ছাত্রীর দল চীৎকার করে ওঠে, "শয়তান আমাদের সত্তার প্রতি রোমকূপে বিকৃতি ও দুর্গতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অতএব সেই দুর্নীতির জন্য শয়তান দ্বারা অতীব সঙ্গত ভাবে আমরা এই শাস্তি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছি।"

শিক্ষক মহাশয় স্বীকৃতিসূচক মস্তক আন্দোলন করেন। অতঃপর ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, "পরম প্রভুর ন্যায়দণ্ড চালনপদ্ধতি কী বিচিত্র!"

ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিধ্বনি তোলে, "তথাস্তু।" এর সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে শিঙের মুদ্রা করে।

"আচ্ছা, প্রতিবেশীর প্রতি তোমাদের কর্তব্য কী ?"

তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত কণ্ঠে উত্তর মেলে, "প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, আমি তার প্রতি যেরূপ আচরণ করব, সেও যদি তদ্রুপ করতে চায়, তবে যথাসাধ্য প্রয়াসে সে প্রচেষ্টার বিরোধিতা; শাসকদের প্রতি আনুগত্য, শয়তান দিবসের পরবর্তী পক্ষকাল ব্যতীত নিজ দেহকে একান্ত শুচি রাখা এবং শয়তান আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতে একান্ত প্রসন্ন চিত্তে নিজ কর্তব্য করে যাওয়া।"

"দেবালয় কাকে বলে ?"

"যার অধ্যক্ষ হচ্ছেন স্বয়ং শয়তান এবং ধনীরা যার সদস্য, তারই নাম দেবালয়।"

আর একবার মুখ মুছে নিয়ে আচার্য মহোদয় বলেন, "বেশ, বেশ। এবার একটি তরুণবয়স্কা নরকপুত্তলী দরকার।"

অতঃপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, "এই, শুনছিস ? দ্বিতীয় সারির বাম দিক থেকে তৃতীয় জন। এদিকে আয় হলদে-চুল মেয়েটা।"

কাট্ ব্যাক। তাঞ্জামের আশেপাশের ছোট্ট দলটিকে দেখা যাচ্ছে!

তাঞ্জামবাহকরা আনন্দোদ্ভাসিত আননে সম্ভাব্য ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত শ্মশ্রুগুম্ফের অন্তরালে তাদের রক্তিম এবং লালাসিক্ত অধরের পিছনে দশনপংক্তি মাংসলোলুপ শাণিত ছুরিকার মত ঝক্‌ঝক্ করছে। এমন কি সর্দারের স্থূল ওষ্ঠপ্রান্তে বঙ্কিম হাস্যরেখা। কিন্তু লুলার মুখে হর্ষের লেশমাত্র নেই। পাণ্ডুর বদনে গণ্ডে করসংস্থাপন করে শঙ্কাকুল বিস্ফারিত নেত্রে সে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করছে। তার আকার-প্রকারে প্রতীয়মান হয় যে স্বয়ং তার এ জাতীয় অগ্নিপরীক্ষার অভিজ্ঞতা আছে। ডঃ পুল একবার তার দিকে চেয়ে দেখেন এবং তদনন্তর সেই দুর্ভাগা বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে আমরা দেখতে পাই যে মেয়েটি ধীর শান্ত চরণে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

"অ্যাই, এদিকে আয়!" শয়তান শাস্ত্রাচার্য কর্কশ কণ্ঠে হাঁক ছাড়েন। তাঁর স্বরে বিজয়োল্লাসের দম্ভ ফুটে উঠছে। "আমার পাশে দাঁড়া। হ্যাঁ, এবার সবার দিকে মুখ ফেরা।"

মেয়েটি নির্দেশ পালন করে।

পঞ্চদশবর্ষীয়া একটি তন্বী কিশোরীর মিডিয়ম ক্লোজ শট্। মুখের ভাব নর্ডিক ম্যাডোনার মত নিরীহ। তার জরাজীর্ণ পোশাকের কোমরবন্ধের সঙ্গে যুক্ত এপ্রনটিতে একটি বড় "না" এবং নবোদ্ভিন্ন পয়োধর যুগলের আবরণ বস্ত্রখণ্ডদ্বয়ের উপরও "না" "না" লিখিত রয়েছে।

তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে একান্ত বিতৃষ্ণায় সমগ্র মুখমণ্ডল কুঞ্চিত করে শয়তান শাস্ত্রাচার্য বলেন, "ঐটার দিকে তাকিয়ে দেখ। এরকম ঘৃণিত জীব ইতিপূর্বে তোমাদের নজরে পড়েছে?"

তিনি ছাত্রছাত্রীদলের দিকে ফিরে তাকান।

তারপর আবার হুংকার ছাড়েন, "ছেলের দল, তোমাদের ভিতর কারও যদি মনে হয় যে এটার ভিতর কোন রকম জৈব আকর্ষণ আছে, তাহলে সে হাত তোল।"

কাট্। ক্লাসের লং শট। প্রত্যেকটি বালক হাত তুলেছে। কেউ বাকী নেই। তাদের দৃষ্টি বাসনা-মাখা এবং মুখে অপচিকীর্ষুর উল্লাস। আধ্যাত্মিক

জগতের গুরুর দল সুনীতি প্রতিষ্ঠা করার অতি আগ্রহে যুগে যুগে হতভাগ্য চিরকালীন বলির পাঁঠার উপর যতই পীড়ন করুন না কেন, এবং প্রচলিত নৈতিক বিধানের বিরোধী নাস্তিকদের যতই কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া হ'ক না কেন, গোঁড়ার দল কিন্তু সদা সর্বদা তাদের শিষ্যদের ভিতর এই দৃষ্টির সন্ধান পেয়ে এসেছে।

কাট্ ব্যাক। কুটীল প্রপঞ্চচালিত হয়ে তিনি কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলার অভিনয় করেন এবং হতাশ ভাবে মস্তক আন্দোলিত করে বলেন, "আগেই আমি এ ভয় করেছিলাম।" তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, "এইবার বল দেখি নারীর স্বভাব কী?"

"নারীর স্বভাব......নারীর স্বভাব......" মেয়েটি আমতা আমতা করে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নারীর স্বভাব। বল্ বল্।" আচার্য দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন।

নীল চোখ দুটিতে রাজ্যের শঙ্কা নিয়ে মেয়েটি তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই আতঙ্কে চক্ষু আনত করে। তার মুখ মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে যায়, অধর ও ওষ্ঠ থর থর করে কেঁপে ওঠে এবং বার বার সে ঢোক গিলতে থাকে।

"নারী..... মানে নারী......"

মেয়েটির গলা ধরে যায় এবং চোখ জলে ভরে আসে। হৃদয়ের আবেগকে আয়ত্তাধীন করার জন্য মরীয়া হয়ে সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং দন্তে অধর দংশন করে।

শিক্ষাগুরু চীৎকার করে ওঠেন, "ইঃ গেলেন একেবারে।" তারপর উইলো গাছের ছড়িটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সজোরে এক ঘা মেয়েটির অনাবৃত পদ গুল্ফে কষিয়ে দিয়ে হেঁকে ওঠেন, "বল্, বল্ শীঘ্র।"

মেয়েটি আবার শুরু করে, "নারী হচ্ছে নরকের দ্বার, যাবতীয় বিকারের জন্মদাত্রী নারী......নারী ·...উঃ!"

আবার বেতের ঘা খেয়ে সে আর্তনাদ করে ওঠে।

আচার্য মহোদয় কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠেন এবং সমগ্র ক্লাস তাঁর অনুকরণ করে।

"নারী মানবসমাজের···· করুণাবিগলিত শিক্ষাগুরু ছাত্রীকে বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেন।

"হ্যাঁ, নারী মানবসমাজের শত্রু, শয়তান দ্বারা দণ্ডিত এবং যারা তার ভিতরের শয়তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করে, তারাও দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।"

দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা নেমে আসে।

উচ্চকণ্ঠে নিরবতা ভঙ্গ করে আচার্য ঘোষণা করেন, "ঠিক কথা, তুই হচ্ছিস তাই। এই হচ্ছে সমগ্র নারী জাতির স্বরূপ। এবার দূর হ, দূর হ।" হুংকার দিয়ে উঠে ক্রোধোন্মত্ত শিক্ষাগুরু মেয়েটিকে এলোপাথাড়ি বেতের আঘাতে জর্জরিত করতে থাকেন।

আঘাতের বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ে এবং উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে করতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

কাট্ ব্যাক। বিরক্তিতে সর্দারের ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠে।

ডঃ পুলকে সম্বোধন করে সে বলে, "তুভোর প্রগতিশীল শিক্ষা। শৃঙ্খলাবোধের নাম গন্ধ নেই। কি যে হবে বুঝি না কিছুই। অনুশাসনের কথা যদি বলতে হয়, সে ছিল আমাদের কালে। সেকালের পুরোনো গুরুমশাইরা ওদের একটি বেঞ্চে বেশ করে বাঁধতেন। তারপর লকলকে বেত নিয়ে কাজে নেমে পড়তেন। বলতেন—এর নাম আদর্শ মেয়ে হবার শিক্ষা। তারপর সাঁই সাঁই করে চলত চাবুক। চীৎকার করা? চালাকি নাকি! কার সে বুকের পাটা আছে? শিক্ষা বলে একে।" কথা শেষ করে তাঞ্জামের বাহকদের দিকে ফিরে নির্দেশ দেয়, "নাও চলো এবার। ঢের হয়েছে।"

তাঞ্জাম অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা লুলার মুখের উপর পড়ে। বেদনাদ্রব চিত্তে চিত্রার্পিতের মত সেও অশ্রুসজল ছোট্ট মুখখানির দিকে সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এখনও মেয়েটির দেহ থেকে থেকে শিহরিত হয়ে উঠছে। তার বাহুমূলে কার হস্তস্পর্শ? হরিণীর মত বিহ্বল দৃষ্টিতে সে ফিরে তাকায়। ডঃ পুলের দয়ার্দ্র মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় অভাগী যেন একটু স্বস্তি পায়।

চুপিসাড়ে তিনি বলেন, "আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে সহমত। এ

অন্যায়, এ অবিচার।"

সন্ত্রস্ত ভাবে চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করার পর লুলা তাঁকে ছোট্ট একটি কৃতজ্ঞতা সূচক হাসি উপহার দেয়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, "এবার আমাদের যেতে হবে।"

অন্যান্য সকলের পিছুনে তারা পদচালনা করে। তাঞ্জামের পিছনে পিছুনে তারা কফি শপ পার হয়, তারপর ডান হাতি মোড় ফিরে ককটেল সুরার বিপণিতে প্রবেশ করে। দোকানের এককোণে এক বিরাট নরকঙ্কালস্তূপ প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। মেঝেতে হাড়ের গুঁড়ার ধুলোতে বসে জনকয়েক কারিগর সেই সব হাড় দিয়ে নানা রকমের জিনিসপত্র তৈরী করছে। নর-কপালের পানপাত্র, বাহুর অস্থির সূচ, পায়ের নিম্ন ভাগ দিয়ে বাঁশী এবং শরীরের অন্যান্য ভাগের অস্থি দ্বারা হাতা, চামচ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে।

সর্দার তাঞ্জাম থামাতে বলে। পদ-অস্থি নির্মিত বাঁশীতে "যৌবনের জ্বালা একি!" গানটি বাজিয়ে জনৈক কারিগর তার অভ্যর্থনা করে এবং আর একজন তাকে বিভিন্ন আকারের মেরুদণ্ডের অস্থি গ্রথিত একটি কণ্ঠহার উপহার দেয়।

সূত্রধার

"এবং সে আমাকে অস্থিপূর্ণ এক উপত্যকায় পৌঁছে দিল। আশ্চর্য! অস্থিগুলি সব অতীব শুষ্ক।" নিদাঘের সেই উজ্জ্বল দিবস ত্রয়ে সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে যারা মরণালিঙ্গন করেছিল, এই কঙ্কালস্তূপ তাদেরই। চিন্তিত হয়ো না, এ দিন তোমারও আসবে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল,—'হে মনুজ, এই অস্থিগুলিতে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হতে পারে কী? উত্তরে আমি এর সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করলাম। কারণ বরুচদেব হয়ত এই অস্থি-স্তূপে সম্মিলিত হওয়া রূপী শেষ পরিণাম থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ ধীর গতিতে বীভৎস মরণাভিমুখে এগিয়ে যাবার হাত থেকে ত্রাণ করা তার সাধ্যাতীত······"

তাঞ্জামের ট্রাক শট্। সোপানাবলীর উপর দিয়ে বাহকবৃন্দ তাঞ্জাম সহ

প্রধান দালানের ভিতর যাচ্ছে। এখানে দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং নোংরামির সীমা নেই। একখণ্ড ছাগ-অস্থির উপর নর্তনরত দুটি মূষিক এবং একটি বালিকার পিচুটিপূর্ণ চক্ষুর সম্মুখে উড্ডীয়মান মক্ষিকুলের ক্লোজ আপ। ক্যামেরা পিছিয়ে আসে। লং শট্। সিঁড়ির উপর, মেঝেতে আবর্জনা স্তূপের মাঝে এবং প্রাচীনকালের শয্যাসামগ্রী ও সোফা ইত্যাদির জীর্ণাবশেষের উপর জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ নারী উপবিষ্টা। তাদের মস্তক প্রায় মুণ্ডিত এবং প্রত্যেকের কোলে একটি করে আড়াই মাসের সন্তান। মুণ্ডিত মস্তক মাতাদের সন্তানগুলি বিকলাঙ্গ। উপর থেকে শিশুদের ছোট্ট মুখগুলির ক্লোজ আপ। কারও ঠোঁট খরগোশের মত, হাতপায়ের বদলে শুঁড়ের মত দলা দলা মাংসপিণ্ড, ছোট ছোট হাতে অগণিত বিকৃত অঙ্গুলি, ক্ষুদ্রকায় বক্ষস্থলে দুই বা তিন সারি স্তনবৃন্ত। এর মাঝে সূত্রধারের কণ্ঠ গুঞ্জন করে ওঠে।

সূত্রধার

প্লেগ, গরল, বৈশ্বানরের তাণ্ডব নৃত্য বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কর্কটরোগের বাহনোপরি আবির্ভূত মৃত্যুলীলা নয়। যমরাজের এ অনুকম্পা বিচিত্র প্রকারের। মানবদেহের মূল তত্ত্বেরই বীভৎস বিভাজন রূপী যজ্ঞানল থেকে এই ভীষণ এবং অগৌরবজনক সজীব মৃত্যু-রাক্ষসীর উদ্ভব। শুধু পারমাণবিক যুদ্ধ নয়, পারমাণবিক উদ্যোগ, শিল্প হতেও এর জন্ম হতে পারে। কারণ বিচূর্ণিত পরমাণুশক্তি চালিত পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তির মাতামহী পরমাণু চূর্ণ করার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট রশ্মির কারিগর হতে পারে। শুধু মাতামহীই বা কেন— প্রত্যেকের পিতামহ, পিতা এবং স্বয়ং মাতা, অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন তিন চার বা পাঁচ পুরুষ এই ভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

সর্বশেষ বিকৃত শিশুটি দৃষ্ট হবার পর ক্যামেরা সরে ডঃ পুলের উপর পড়ে। তাঁর নাসিকা এখনও ঘ্রাণবিলাসী বলে দুর্গন্ধের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি নাকে রুমাল চাপা দিয়েছেন। আতঙ্কিত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তিনি চতুষ্পার্শ্বের এই দৃশ্য দেখছেন।

লুলা এখনও তাঁর সঙ্গে রয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "সব

কটি শিশুই এক বয়সের মনে হচ্ছে ?”

“তা তো হবেই। কারণ সব কটির জন্ম হয়েছে ডিসেম্বরের ১লা থেকে ১৭ই এর মধ্যে।”

“তবে কি এক সঙ্গে......” অতি মাত্রায় বিব্রত হয়ে মাঝ পথেই তিনি থেমে যান। তারপর অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করার উদ্দেশ্যে বলেন, “তা বটে, নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে তো এখানে অনেক রকমের তফাৎ।”

মদিরার প্রভাব সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরের অপর তীরবর্তী তাঁর শুভ্রকেশা জননীর কথা অকস্মাৎ তাঁর স্মরণ পথে উদিত হয় এবং অপরাধীর মত চোখ মুখ লাল করে দু-একবার কেশে তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

তাঁর সঙ্গিনী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, “ওমা, পলি যে!” তারপর ঘরের শেষ প্রান্ত অভিমুখে ধাবিতা হয়।

আসন-পিঁড়ি হয়ে উপবিষ্টা মায়েদের ভিতর দিয়ে পথ করে লুলার অনুসরণ করাতে কারও কারও গায়ে পা লাগে বলে ডঃ পুলকে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে দু'চার কথায় ক্ষমা ভিক্ষা করে এগোতে হয়।

একদা যেখানে খাজাঞ্চির আসন ছিল, তার কাছে একটি বিচালির বস্তার উপর পলি বসে আছে। তার বয়স আঠার উনিশের বেশী নয়। বেঁটে-খাট, ছিপছিপে গড়ন। মাথাটা ফাঁসির কয়েদীদের মত কামান। তার মুখের ছাঁদ শ্রীমণ্ডিত এবং বিশাল অক্ষিদ্বয় উজ্জ্বল। সসংকোচ বিস্ময়সহকারে সে লুলার মুখমণ্ডলের দিকে তার নেত্রযুগল তুলে ধরল এবং তারপর একান্ত ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে লুলার সঙ্গী নবীন আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

“পলি সোনা!”

লুলা তার বান্ধবীকে চুম্বন করার জন্য আনত হয়। ডঃ পুলের দৃষ্টিপথে “না” “না” ভেসে ওঠে। অতঃপর লুলা পলির পাশে বসে পড়ে স্নেহভরে তার কণ্ঠদেশে স্নিগ্ধ ভুজযুগল স্থাপনা করে। পলি তার বান্ধবীর পিছনে মুখ লুক্কায়িত করে এবং তারপর উভয়ে কাঁদতে থাকে। পলির কোলের বিকট-দর্শন ক্ষুদে দানবটির ভিতরও যেন এই দু'জনের দুঃখ সংক্রামিত হয়। জেগে

উঠে সে ক্ষীণ কণ্ঠে গোঁঙাতে থাকে। পলি তার সখীর স্কন্ধের উপর থেকে মাথা তোলে। তখনও তার গণ্ড অশ্রুসিক্ত। বিকলাঙ্গ শিশুটির প্রতি একবার সে দৃষ্টিপাত করে নিজের জামার বোতাম খুলে ফেলে এবং একপাশের একটি রক্তবর্ণ "না"-কে সরিয়ে দিয়ে শিশুটিকে স্তন্য পান করায়। অসীম ক্ষুধায় শিশুটি স্তনবৃন্ত চোষা শুরু করে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে পলি বলে, "আমি একে ভালবাসি। ওরা একে মেরে ফেলুক এ আমি কিছুতেই চাই না।"

"ভাই পলি!" লুলা বলার মত আর কিছুই খুঁজে পায় না।

এক উচ্চ কণ্ঠের চীৎকারে তাদের বার্তালাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

"চুপ! সব চুপ কর!"

তারই জের টেনে আর কয়েকজন বলে :

"চুপ!"

"চুপ কর না!"

"বড় গোল হচ্ছে, চুপ কর সব!"

দালানের ভিতর হঠাৎ সব কথাবার্তা থেমে যায় এবং সম্ভাবনাময় নিস্তব্ধতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়। তারপর একবার শিঙা বাদনের শব্দ হয় এবং শিশুদের মত মিন্‌মিনে অথচ বিচিত্র তীক্ষ্ণ অহমিকাপূর্ণ স্বরে একজন ঘোষণা করে, "শয়তানের মহামান্য ধর্মযাজকপ্রবর, পৃথিবীপতি ক্যালিফোর্নিয়ার প্রধান পাদরী, সর্বহারাদাস হলিউডের বিশপ মহোদয় শুভাগমন করছেন।"

হোটেলের প্রধান সোপানাবলীর লং শট্। সুদৃশ্য দীর্ঘ ছাগচর্মের পরিধান আবৃত, চতুষ্কোণে চারটি দীর্ঘ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গশোভিত স্বর্ণমুকুট মস্তকে পরিহিত মহামান্য ধর্মযাজকপ্রবর মহিমান্বিত পদক্ষেপে নিম্নে অবতরণ করছেন। জনৈক পরিচারক তাঁর মস্তকে একটি ছাগচর্ম নির্মিত ছত্র ধারণ করে আছে এবং প্রায় জন বিশ-ত্রিশ বিশিষ্ট পুরোহিত তাঁর অনুগমন করছেন। পদাধিকার ভেদে তাঁদের কারও মাথায় তিনটি, কারও দু'টি, কারও বা একটি করে শৃঙ্গ। মহামান্য ধর্মযাজকপ্রবর থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পুরোহিতের মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-গুম্ফ বিবর্জিত এবং তাঁদের স্ফীত গণ্ড স্বেদসিক্ত। তাঁরা বাক্‌স্ফূর্তি

করলে মনে হয় যেন কোন বেস্থর ধাতব বাঁশীতে কর্কশ শেষ সপ্তক বেজে উঠল।

সর্দার তাঞ্জাম থেকে নেমে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের এই সব মূর্ত অবতারদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য অগ্রসর হয়।

স্থত্রধার

গীর্জা বলো রাষ্ট্র বলো উভয়ে এক ছাঁচেই গড়া,
প্রলোভন আর বিপুল ঘৃণার নিত্য নূতন ওঠা পড়া।
মনে হল বিরাটকায় বনমানুষের প্রাণের ভিতর······
সত্তা দুটো নীড় বেঁধেছে, হিংস্র যেন বেবুন ইতর।

সর্দার সম্ভ্রমভরে মস্তক অবনত করে। মহামান্য ধর্মযাজকপ্রবর ঊর্ধ্ব পানে হস্ত উত্তোলিত করে শিরোভূষণ সংলগ্ন সম্মুখস্থ শৃঙ্গ দুটিকে স্পর্শ করে তাঁর পবিত্র করাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সর্দারের ললাটদেশ স্পর্শ করেন।

"তাঁর শৃঙ্গের মর্যাদা রক্ষা করা যেন তোমার নিত্য ধ্যান হয়।"

গদ গদ কণ্ঠে সর্দার বলে, "তথাস্তু।" তার পরক্ষণেই বক্র দেহকে ঋজু করে নিয়ে ভক্তি ভাবে গদগদ কণ্ঠস্বরকে কর্মনিষ্ঠার দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে পরিণত করে সে প্রশ্ন করে, "আজকের রাতের সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে তো?" মহামান্য ধর্মযাজক প্রবর উত্তর দেন। তাঁর কণ্ঠস্বর বছর দশেক বয়সের বালকের মত। তবে দীর্ঘকাল যাবত নিজ সঙ্গী-সাথী অপেক্ষা উচ্চ পদারূঢ় হয়ে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁর উচ্চারণভঙ্গীতে বেশ একটা প্রবীণতাপূর্ণ গুরুগম্ভীর ধরনের আত্মমর্যাদার ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি প্রকাশ করেন যে সব ব্যবস্থা যথাযথ আছে। তিন শৃঙ্গ বিশিষ্ট বিশেষাধিকারীদের ব্যক্তিগত তত্বাবধানে এক দল কর্মী প্রতি জনপদে পরিভ্রমণ করে বাৎসরিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছে। প্রতিটি বিকলাঙ্গ শিশুর মাতাকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মস্তক মুণ্ডন করে বেত্রাঘাতের প্রারম্ভিক দণ্ডদান কার্য সমাপ্ত। ইতিমধ্যে প্রতিটি অপরাধীকে রিভারসাইড, সানডিয়েগো বা লস্ এঞ্জেলস—এই তিন শুদ্ধি কেন্দ্রের কোন না কোনটিতে হাজির করা হয়েছে। তীক্ষ্ণধার ছুরিকা

এবং পবিত্র কথা সংগৃহীত হয়েছে এবং এখন শয়তানের দয়া হলে নির্ধারিত লগ্নে ষোড়শোপচারে শুদ্ধি সমারোহ আরম্ভ হতে পারে। আগামী কাল বিভাবসুর আবির্ভাবের পূর্বে এই পবিত্র ভূমির শুদ্ধিক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

কথা শেষে মহামান্য ধর্মযাজকপ্রবর পুনরায় শৃঙ্গের মুদ্রা করেন এবং তদনন্তর কয়েক মুহূর্তের জন্য অক্ষিপল্লব নিমীলিত করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে চক্ষুরুন্মীলন করে সঙ্গী ধর্মযাজকদের লক্ষ্য করে উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দেন, "এই সব নরকদ্বার সদৃশ পাপিষ্ঠা রমণীদের, এই সব শয়তানের শত্রুর মূর্ত প্রতীকদের যথোপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাও।"

প্রায় ডজনখানেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের পুরোহিত রক্তলোলুপ শার্দুলের মত সোপানশ্রেণী বেয়ে দ্রুতপদে সন্তান ক্রোড়ে উপবিষ্টা মাতাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"জলদি জলদি।"

"এই, এই! চট্‌পট্ করো।"

ধীরে ধীরে নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে মুণ্ডিতকেশা নারীর দল উঠে দাঁড়ায়। তাদের বিকলাঙ্গ সন্তানগুলি দুগ্ধভারে স্ফীত স্তনযুগলের সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট। মৌন বিষাদপ্রতিমার মত শ্লথ পদক্ষেপে তারা দ্বারপথাভিমুখে অগ্রসর হয়।

বিচালিপূর্ণ বস্তার উপর উপবিষ্টা পলির মিডিয়ম শট্। জনৈক অল্পবয়স্ক ধর্মযাজক এসে তার হাত ধরে হেঁচকা টানে তাকে তুলে ধরে। ক্রোধান্বিত খল শিশুর মত সে চীৎকার করে ওঠে, "ওঠ্, ওঠ্! উঠে দাঁড়া নরকের কীট কোথাকার!" কথা শেষ হতে না হতেই সে পলির গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করে। দ্বিতীয় আঘাতের বেদনায় উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করতে করতে সে দ্রুতপদে তার সঙ্গিনী অভাগিনীদের চলমান সারির শেষে গিয়ে স্থান নেয়।

ডিজলভ্। নৈশ গগনের দৃশ্য। ক্ষীণপরিসর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রমালায় হীরকদ্যুতি। পাণ্ডুরাভ শীতাংশু ইতিপূর্বে প্রতীচি-গগনাভিমুখী

হয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপী গভীর নীরবতা। তারপর আমরা বহুদূরাগত ক্ষীণ মন্ত্রোচ্চারণধ্বনি শুনতে পাই। মৃদু গুঞ্জন মুখর থেকে মুখরতর হয়। সহস্র সহস্র কণ্ঠে কারা যেন পুনঃ পুনঃ গাইছে :

"জয় জয় শয়তান,
কর তাঁর নামগান।
মহাহীন শয়তান,
গাও তাঁর জয়গান ॥"

সূত্রধার

শাখামৃগের কালো থাবা
পড়লো এসে মুখের পরে……
চন্দ্রতারা সৌরজ্যোতি
পড়লো ঢাকা কী মন্তরে……
বিষের গন্ধে বাতাস ভারী
বিশ্বজোড়া রুদ্ধশ্বাস……
ভগ্নচূড়ায় অধিত্যকায়
লিখছে মানব ইতিহাস।

একটি বেবুনের প্রসারিত থাবার ছায়াছবি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে। ছায়াছবি ক্রমে বিশালাকৃতি ও ভীষণদর্শন হয় এবং অবশেষে সব কিছুকে নীরন্ধ্র অন্ধকারে আবৃত করে ফেলে।

কাট্ ব্যাক। লস্ এঞ্জেলসের কলিজিয়ামের অভ্যন্তর ভাগ। মশালের ধূম্র উদ্গীরণকারী প্রকম্পিত আলোকে এক বিরাট জনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। সারিবদ্ধ ভাবে একের পিছনে আর এক জন—এই ভাবে বিকটদর্শন পুত্তলিকার মত তারা দাঁড়িয়ে আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের বৈশিষ্ট্য—মানবেতর উত্তেজনা এবং অগভীর নিষ্ঠাজনিত সামুহিক ক্ষীণজীবিতা, এ সবই তাদের ভিতর বিদ্যমান। তাদের কৃষ্ণবর্ণ অক্ষিকোটর, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র ও স্ফুরিত

অধর—সবই যেন এই উত্তেজনা ও দুর্বলতার জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে। এই অবস্থায় একটানা ভাব তারা সুর করে আবৃত্তি করে চলেছে: "জয় জয় শয়তান, কর তাঁর নামগান……।" নিম্নস্থ রঙ্গভূমিতে শতশত মুণ্ডিতমস্তক যুবতী ও রমণী এক একটি বিকলাঙ্গ শিশু ক্রোড়ে নিয়ে সুউচ্চ বেদীর পাদমূলে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে। বিচিত্রদর্শন ছাগচর্ম এবং স্বর্ণনির্মিত শিরোভূষণ সংলগ্ন শৃঙ্গে ভূষিত হয়ে মহামান্ত ধর্মযাজকপ্রবর এবং তদীয় অনুগামীর দল যেন সভাস্থলে ত্রাস সঞ্চার করার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বেদীর এক দিকে উচ্চ ও অন্য দিকে নিম্নপদস্থ ধর্মযাজকরা দণ্ডায়মান। তারা পর্যায়ক্রমে উচ্চরোলে শয়তানের জয়গান করছে।

প্রথম দল:
জয় জয় শয়তান,
দ্বিতীয় দল:
কর তাঁর নাম গান।
প্রথম দল.:
মহাহীন শয়তান,
দ্বিতীয় দল:
কর তাঁর জয় গান।

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকার পর আবার সেই সামগানের সুরলহরী পরিবর্তিত হয়।

প্রথম দল:
তুমি পাপের সাকাররূপ—
দ্বিতীয় দল:
ভীষণ দুর্ধর্ষ স্বরূপ।
প্রথম দল:
তব বিকট রোমশ ভুজ!
দ্বিতীয় দল:
"ত্রাহি" কহে দেব দ্বিজ।

প্রথম দল :

ও সে মূর্ত শমন প্রায়,

দ্বিতীয় দল :

শয়তান জয় জয়।

প্রথম দল :

মনুজবৈরী করে,

দ্বিতীয় দল :

দিছি সদ্‌গুণ ধরে।

প্রথম দল :

আছে যত সুবিধান,

দ্বিতীয় দল :

ভাঙ্গে যেবা খান্ খান্,

প্রথম দল :

সেই হয় মোর মিতা,

দ্বিতীয় দল :

নিজে জ্বালি নিজ চিতা।

প্রথম দল :

ঘেয়ো মাছি ভন্ ভন্,

দ্বিতীয় দল :

ডাকে বুকে ঐ শোন্।

প্রথম দল :

চিরজীবী শূককীট,

দ্বিতীয় দল :

আমাদের গুরু ঠিক।

প্রথম দল :

তার সম রাখি প্রাণ

দ্বিতীয় দল :

জয় জয় শয়তান।

প্রথম দল :

মারুতির ভীম বলে,

দ্বিতীয় দল :

স্পিটফায়ার স্ট কা চলে।

প্রথম দল :

ওগো সেই বলে বলীয়ান

দ্বিতীয় দল :

(আহা) বিলজুব, আজাজেল প্রাণ !

প্রথম দল :

হে বিশ্বপালক,

দ্বিতীয় দল :

ও হে, ধ্বংসকারক !

প্রথম দল :

ওগো, মোদের প্রভু তুমি মলোচ মহান,

দ্বিতীয় দল :

সব রাষ্ট্রের সখা তুমি কর বলদান।

প্রথম দল :

জয় হ'ক কুবেরের,

দ্বিতীয় দল :

প্রভু যিনি ত্রিলোকের।

প্রথম দল :

গীর্জায় রাষ্ট্রে রন যিনি গুপ্ত,

দ্বিতীয় দল :

সেই শয়তান জয়, তিনি বলদৃপ্ত।

প্রথম দল :

শয়তান লোকাতীত শাস্ত্রেতে কয়,

দ্বিতীয় দল :

পরশ তাঁহার তবু সর্ব ঘটে রয়।

সকলে :

জয় সেই শয়তান, জয় জয় জয়।

এই বিচিত্র সামগান সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক শৃঙ্গবিহীন যাজক বেদী থেকে অবতরণ করে সর্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ মুণ্ডিতমস্তক নারীটিকে ধাক্কা দিতে দিতে উপরে নিয়ে যেতে থাকে। আতঙ্কে অবরুদ্ধকণ্ঠ অবলাকে নিয়ে বেদীর সোপানাবলীর শেষ প্রান্তে এক দীর্ঘ দীপ্তিমান ঘাতকের ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান তিনশৃঙ্গ বিশিষ্ট প্যাসাডেনার কুলপতির সম্মুখে হাজির করা হয়। নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান মেক্সিকো দেশীয়া মাতা কুলপতির দিকে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে বিস্ফারিত আননে তাকিয়ে থাকে। অতঃপর অন্য আর একজন এক শৃঙ্গবিশিষ্ট যাজক মায়ের ক্রোড় থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে কুলপতির সম্মুখে তাকে উত্তোলন করে।

প্রগতিশীল যন্ত্রবিজ্ঞানের আধুনিকতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানের ক্লোজ শট্। শশকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, আকৃতিভ্রষ্ট শিশুটি নির্বুদ্ধি মঙ্গোলীয় ধাঁচের। শটে পুনরায় সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।

প্রথম দল :

শয়তানের শত্রুতার প্রতীক,

দ্বিতীয় দল :

কুৎসিত অতীব ঘৃণিত ;

প্রথম দল :

শয়তানের অনুগ্রহের ফল,

দ্বিতীয় দল :

কলুষিত বিকারের বীজ।

প্রথম দল :
"অপর"কে অনুকরণের পরিণাম—
দ্বিতীয় দল :
ধরাতলে নরকের যাতনা।
প্রথম দল :
বিকৃতির স্রষ্টা কে ?
দ্বিতীয় দল :
মাতা।
প্রথম দল :
নরকের দ্বার কোথা ঐ ?
দ্বিতীয় দল :
মাতা।
প্রথম দল :
সমাজের অভিশাপ কারা ?
দ্বিতীয় দল :
মাতা।
প্রথম দল :
পাপে পাপে পূর্ণ,
দ্বিতীয় দল :
অন্তর বাহির।
প্রথম দল :
পিশাচ যার শিষ্য, ডাকিনী গুর্বী—
দ্বিতীয় দল :
উভয়ই শয়তান।
প্রথম দল :
ঘেয়ো মাছি ঘিরে আছে—

দ্বিতীয় দল :

নরকের কীট সম দূষিত, দূষিত।

প্রথম দল :

দুর্নিবার শক্তিদ্বারা চালিত,

দ্বিতীয় দল :

যেন মাংসাশী কুম্ভীর কুৎসিত,

প্রথম দল :

যেন বিগলিত হিমানী অধঃপানে ধাবিত,

দ্বিতীয় দল :

নারী চলে সেই মত নিয়তির টানেতে।

প্রথম দল :

খর বেগে অতি খর পঙ্কের কুণ্ডে,

দ্বিতীয় দল :

মূঢ়মতি নীচ অতি।

প্রথম দল :

তারপর বহু ক্লেদ অঙ্গেতে লেপিয়া,

দ্বিতীয় দল :

তীব্র হলাহলে কণ্ঠ ভরিয়া,

প্রথম দল :

মাতা দেয় জন্ম নয় মাস পরেতে—

দ্বিতীয় দল :

মানবের ব্যঙ্গ ভীষণ এক দৈত্য।

প্রথম দল :

অতএব কোন্ পথে বল এর মুক্তি ?

দ্বিতীয় দল :

রক্তে।

প্রথম দল :

শয়তান প্রীত হবে কোন্ বিধি গ্রহণে ?

দ্বিতীয় দল :

রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে।

ক্যামেরার দৃষ্টি বেদীর উপর থেকে সরে এসে নীচে যেখানে শ্রেণীবদ্ধ মুখ-মণ্ডল ক্ষুধিত প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে, তার উপর পড়ে। অকস্মাৎ তাদের কৃষ্ণবর্ণ মুখবিবর বিস্ফারিত হয়। তারা সমস্বরে আবৃত্তি করা শুরু করে। প্রারম্ভে তাদের স্বর দ্বিধাজড়িত। ক্রমশঃ তাতে আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে ওঠে এবং স্বরগ্রাম উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে।

"রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে······রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে······রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে······"

কাট্ ব্যাক। পূর্বোল্লিখিত বেদী। একটানা সেই হৃদয়হীন অমানুষিক আবৃত্তিধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্ছে।

কুলপতি তাঁর হস্তধৃত শান করার পাথর জনৈক সহকারী যাজকের হাতে দিয়ে বামহস্তে বিকলাঙ্গ শিশুটির ঘাড় ধরে উপরে তোলে। অতঃপর তার গলদেশে শাণিত ছুরিকার শীতল স্পর্শ! তারপর······তারপর······বার দুই তিন ঝটকা মেরে ছোট্ট দেহটি নিস্পন্দ হয়ে যায়। বার কয়েক কাতর স্বরে ককিয়ে উঠে তার শিশুকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়।

কুলপতি ফিরে দাঁড়িয়ে এক অঞ্জলি রক্ত সেই বেদীর উপর উৎসর্গ করে এবং তার পর ক্ষুদ্র দেহটিকে এক ঝাঁকি দিয়ে পিছনের সান্দ্র অন্ধকারের পাতালপুরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে। সমবেত সঙ্গীত পৈশাচিক বীভৎসতার উচ্চগ্রামে ওঠে।

"রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে, রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে······"

আদেশের স্বরে কুলপতি হুংকার দিয়ে ওঠে, "দূর কর মেয়েটাকে।"

আতঙ্কে থর থর কম্পমান পদক্ষেপে আর্ত জননী সোপানাবলী ধরে নামতে থাকে। দুইজন সহকারী যাজক পাশব উল্লাসে তাদের করধৃত পবিত্র কশার প্রহারে তাকে জর্জর করে তোলে। সমবেত সঙ্গীতধ্বনির মধ্যে হতভাগিনী

মাতার বুক ফাটা ক্রন্দন ডুবে যায়। দর্শকজনের ভিতর চাপা আনন্দের উল্লাসধ্বনি সমুদ্রগর্জনের মত মুখর হয়ে ওঠে।

বলিদানের এই শ্রমসাধ্য ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে স্থূলদেহ সহকারীরা বোধ হয় কথঞ্চিৎ শ্রান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর তারা একটি ক্ষীণদেহ—প্রায় কিশোরী গোছের আকৃতির নারীকে আকর্ষণ করে বেদী অভিমুখে নিয়ে আসতে থাকে। সোপান ধরে তাকে টেনে তোলার সময় পাশের প্রহরীদ্বয়ের জন্ত তার মুখ দেখা যায় না। বেদীর নিকটে উপনীত হয়ে জনৈক প্রহরী কথঞ্চিৎ দূরে যাওয়ায় অকস্মাৎ পলিকে চেনা যায়।

অঙ্গুষ্ঠবিহীন অষ্ট স্তনবৃন্তবিশিষ্ট শিশুটিকে কুলপতির সম্মুখে তুলে ধরা হয়।

প্রথম দল

অতএব কোন্ পথে বল এর মুক্তি ?

দ্বিতীয় দল

রক্তে।

প্রথম দল

শয়তান প্রীত হবে কোন্ বিধি গ্রহণে ?

এবার বিশাল জনসমুদ্র বাঁধ ভাঙ্গা বিপুল জলরাশির মত হুংকার ছাড়ে :

"রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে, রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে।"

কুলপতির বামহস্ত শিশুটির গ্রীবাদেশের সন্নিকটে অগ্রসর হয়ে আসে।

"না না। ওগো না, দোহাই তোমাদের !"

পলি দুই হস্ত প্রসারিত করে শিশুটির দিকে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার প্রহরী ধর্মযাজকেরা তাকে বাধা দেয়। সে যখন আর্তনাদ করছে, কুলপতি সে সময় অসীম দক্ষতা সহকারে শিশুটির কণ্ঠ ছুরিকাদ্বারা ছিন্ন করে তার নিষ্প্রাণ দেহটিকে একবার দুলিয়ে বেদীর পশ্চাতস্থ ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করে।

চতুর্দিক থেকে উচ্চরোল ওঠে। ডঃ পুলের মিডিয়ম ক্লোজ শট্। প্রথম সারিতে তাঁর চৈতন্যহীন দেহ পড়ে আছে।

ভিজলভ্ । ধূম্র রৌরব নরকের দৃশ্য । একটি প্রশস্ত চত্বরের একদিকে বিশাল ধ্বংসস্তূপ এবং অপর দিকে একটি ইষ্টক নির্মিত ক্ষুদ্রকায় আয়তাকার কুঠরী। কামরার একদিকে একটি বেদী এবং অপর দিক বন্ধ। দ্বারের মধ্যভাগে একটি ছিদ্র ছাড়া বাইরের প্রাঙ্গণে কি ঘটছে, দেখার কোন উপায় নেই। ধ্বংসস্তূপের চূড়ার উপর যাজক-প্রধান একটি কৌচের ক্রোড়ে সমাসীন। ঈষৎ দূরে জনৈক সাধারণ গোত্রের শৃঙ্গবিহীন যাজক প্রজ্বলিত অঙ্গারে শূকরমাংস ঝলসাচ্ছে এবং তার পাশে দুইজন এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট যাজক অচেতন ডঃ পুলের চেতনা সঞ্চারের জন্য প্রযত্ন করছে। অবশেষে শীতল জল সিঞ্চন এবং গণ্ডদেশে দুই তিনটি চপেটাঘাতের পর বাঞ্ছিত ফললাভ হল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উদ্ভিদবিজ্ঞানী চক্ষুরুন্মীলন করলেন এবং তারপর আর একটি চড় হজম করে উঠে বসলেন ও ক্ষীণকণ্ঠে বললেন :

"আমি এখন কোথায় ?"

"ধূম্র রৌরব নরকে। মহামান্য যাজক-প্রধানের সম্মুখে।"

ডঃ পুল সেই মহৎ ব্যক্তিকে চিনতে পারলেন। উপস্থিতবুদ্ধি তাঁকে সসম্মানে মস্তকাবনত করার প্রেরণা দিল।

যাজক-প্রধান একটা টুল আনার আদেশ দিলেন। তাঁর আদেশ পালিত হবার পর তিনি ডঃ পুলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। ডঃ পুল ভারী পদক্ষেপে টলতে টলতে এসে আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু বসতে না বসতেই এক তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে তিনি পিছন দিকে ঘাড় ফেরালেন।

তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে সুউচ্চ বেদীর লং শট্। কুলপতি আর একটি বিকলাঙ্গ শিশুর ইহলীলা শেষ করে দিয়ে তার বিগতপ্রাণ দেহটিকে পিছনে ছুঁড়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরেরা রোরুদ্যমানা মাতার উপর অবিশ্রান্ত কীল চড় বর্ষণ করতে লাগল।

কাট্ ব্যাক। শিহরিত ডঃ পুল দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছেন! শট্ে রক্ত-পিয়াসী মিলিত কণ্ঠস্বর একটানা গর্জন করে ওঠে, "রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে……"।

ডঃ পুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, "বীভৎস! উঃ অতীব বীভৎস!"

বিদ্রূপ হাস্যে মুখরিত হয়ে যাজক-প্রধান বলেন, "তোমাদের ধর্মেও তো রক্তের কথা আছে হে। মেষের রক্তে শুদ্ধ হবার কথা বাইবেলে আছে না?"

ডঃ পুল একথা স্বীকার করে বলেন, "কথাটা ঠিকই। তবে আমরা তো আর সত্যি সত্যিই মেষের রক্তে শুদ্ধ হবার ক্রিয়া করিনা। আমরা শুধু এর কথা বলি বা ঐ মন্ত্র গান করে থাকি।"

ডঃ পুল দৃষ্টি আনত করেন। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। জনৈক সাধারণ গোত্রের যাজক একটি বিরাট কাঁসি ও কয়েকটি বোতল নিয়ে এসে পাশে সাজিয়ে রাখল। একটি সেকেলে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম জর্জ আমলের কাঁটায় কাঁসির ভিতর থেকে বিরাট এক খণ্ড মাংসকে গেঁথে মুখবিবরে চালান করে দিয়ে মহামান্য যাজক-প্রধানের ভোজন পর্বের সূচনা হয়।

চর্বন ক্রিয়ার ফাঁকে ফাঁকে ডঃ পুলকে লক্ষ্য করে যাজক-প্রধান হেঁকে ওঠেন, "নাও নাও, শুরু কর।" তারপর বোতলগুলির প্রতি ইশারা করে বলেন, "কারণবারিও নিয়ে নিও।"

ক্ষুধার্ত ডঃ পুল তৎপরতার সঙ্গে সে নির্দেশ পালন করেন এবং তারপর আবার মাঝে মাঝে আহারের শব্দ ও রক্তপিয়াসীদের মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি ছাড়া নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

অবশেষে চিবোতে চিবোতে মহামান্য যাজক-প্রধান ভরা মুখেই বলেন, "তোমার বোধ হয় এ সবে আস্থা নেই।"

প্রতিবাদের স্বরে ডঃ পুল বলেন, "আমায় বিশ্বাস করুন আমি······"

যাজক-প্রধানের কথা মেনে নেবার জন্য ডঃ পুলের আগ্রহ অসীম। কিন্তু তিনি ডঃ পুলের বক্তব্যের মাঝে পথেই শূকরের চর্বিস্নাত স্থূল করপল্লব তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। আমি কিন্তু চাই যে আমাদের আচারের পিছনে যে মৌল সত্য আছে, তা তুমি জান। বুঝলে কিনা আমরা হচ্ছি একেবারে যুক্তিবাদী ও বাস্তব বুদ্ধির উপাসক।" তিনি একটু থামলেন এবং এই ফাঁকে এক চুমুক বোতলের পানীয় ও আর এক খণ্ড মাংস মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় বিশ্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি খবর রাখ।"

নম্র ভাবে ডঃ পুল জবাব দেন, "হ্যাঁ, এই মোটামুটি আর কি।" তবে মনে

মনে তিনি চিন্তা করলেন যে এবিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই যে তিনি পাঠ করেছেন, সে কথা তিনি জানাতে পারেন। বাহ্যতঃ বিনীত ভাবে তিনি তাই আবার বললেন, "এ সম্বন্ধে গ্রেভের 'রাশিয়ার উত্থান ও বিলয়', বেসডোর 'পাশ্চাত্য সভ্যতার অবসান', ব্রাইটের অনুপম কীর্তি 'ইউরোপের শবব্যবচ্ছেদ ক্রিয়া', এবং সর্বজনপ্রিয় পার্সিভ্যাল পটের ইতিহাসমূলক উপন্যাস 'কোনী দ্বীপের অন্তিম লগ্ন' ইত্যাদি আমি পাঠ করেছি। আপনি তো এসব নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন।"

মহামান্য যাজক-প্রধান পরম উপেক্ষা ভরে মস্তক আন্দোলিত করেন। তাচ্ছিল্য সহকারে তিনি বলেন, "সেই ব্যাপারের পর যে সব ছাই ভস্ম প্রকাশিত হয়েছে, তার খবরই রাখিনা আমি।"

নিজের ভ্রম সংশোধন করে নেবার জন্য ডঃ পুল তাড়াতাড়ি চীৎকার করে উঠলেন, "দুত্তোর, আমি হচ্ছি একটি পয়লা নম্বরের মূর্খ।" ইদানীং এই ভাবে তাল দেবার কলায় তিনি পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন। নচেৎ পূর্বে এরকম অবস্থায় তাঁর মুখে কথা সরতনা।

যাজক-প্রধান পূর্বের উক্তির জের টেনে বলেন, "তবে হ্যাঁ, আগেকার দিনে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছিল, তার বেশ কিছু আমার পড়া আছে। এই দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশ কয়েকটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। এখন তার অধিকাংশ আবার আমরা খুঁড়ে বার করে কাজে লাগিয়েছি। তবে জ্বালানীর যে রকম অভাব, তাতে আমাদের আরও কয়েকটা গ্রন্থাগার খুঁজে বার করতে হবে। তবে হ্যাঁ, রুটী তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঠচক্রের জন্য হাজার তিন চার বই আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি।"

সংস্কৃতির গর্বে স্ফীতনাসা ডঃ পুল সায় দিয়ে বললেন, "অন্ধকার যুগের দেবালয়গুলির মত এ যুগে ধর্মাপেক্ষা বড় সুহৃদ সভ্যতার আর কেউ নেই। আমাদের অজ্ঞবাদী বন্ধুরা কিন্তু কিছুতেই······" অকস্মাৎ মাঝ পথে তাঁর মনে পড়ে যায় যে, তিনি যে অর্থে ধর্ম শব্দটি প্রয়োগ করছেন, এখানে তা অচল। সুতরাং তাঁর বাক্যস্রোত হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাপারটার জন্য বিব্রত বোধ করে তিনি পাশের বোতলের অন্তর্ভুক্ত পদার্থে দীর্ঘ চুমুক লাগান।

সৌভাগ্যবশতঃ যাজক-প্রধান নিজের বিচারধারা নিয়ে অত্যন্ত মশগুল ছিলেন বলে তাঁর কথায় কিছু মনে করলেন না। অথবা তাঁর কথা হয়ত তাঁর কানে পৌছালই না।

যাজক-প্রধান বলতে লাগলেন, "ইতিহাস পাঠে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, প্রাকৃতিক বিধানের চেয়েও অহংকে উচ্চস্থান দিল এবং শয়তানকে (শিঙ-এর মুদ্রা করে) পরমেশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত করল। প্রায় লাখ খানেক বছর ধরে অনির্ণীত ভাবে এই সংগ্রাম চলল। অকস্মাৎ তিন শতাব্দী পূর্বে পাশার দান পালটে গেল এবং তার পর থেকে রাতারাতি যেন এক পক্ষ একটির পর একটি যুদ্ধ জয় করে চলেছে।…… আরে……আরে, তুমি তো দেখছি একেবারে হাত গুটিয়ে বসে আছ। নাও, এই শূয়ারের রাংটা চেখে দেখ।"

ডঃ পুল দ্বিতীয় টুকরাটি মুখে দেন। পাদরীপ্রমুখ তৃতীয়টি নিয়ে চর্বন করা আরম্ভ করেন।

"প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশঃ বিবর্ধমান বেগে মানুষ প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে চলা শুরু করল।" এক মুহূর্ত থেমে যাজক-প্রধান পিচ্ করে শব্দ করে এক টুকরা হাড় মুখের থেকে বার করে আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন: "ক্রমশঃ অধিকাধিক সংখ্যক মানব তাঁর অনুবর্তী হওয়ায় শয়তানের প্রতিভূ মক্ষিকাকুল সম্রাট (তিনি আবার প্রতিটি ব্যক্তি-মানবের হৃদয়স্থিত ঘেয়ো মাছিও বটেন) এই বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর বিজয়াভিযান আরম্ভ করলেন এবং অতি শীঘ্রই শয়তান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতি প্রভুরূপে পরিচিত হলেন।"

নিজের ক্যান্‌কেনে স্বরের বাগাড়ম্বরদ্বারা সম্মোহিত যাজক-প্রধান ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হলেন যে তিনি সেণ্ট অজ্‌ব্রাজলের বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান নন। অভিভূত ভাবেই তিনি যাজকোচিত হস্তভঙ্গী করলেন। ফলে হস্তধৃত কাঁটা থেকে মাংসখণ্ডটি খসে নীচে পড়ে গেল। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার কায়দায় হাসির হর্‌রা তুলে তিনি মাংসের টুকরাটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে তাঁর ছাগচর্মের অঙ্গাবরণের আস্তিনে সেটিকে

মুছে নিয়ে আবার মুখে পুরে দিলেন।

"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? যন্ত্র ও নূতন দুনিয়া থেকে খাদ্যশস্যপূর্ণ প্রথম জাহাজটি ছাড়ার পর থেকে এর সূচনা হয়। ক্ষুধার্ত মানবের জন্য খাদ্য চাই……মানুষের মাথা থেকে যেন এক বিরাট বোঝা নেমে গেল। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে মানুষ বলল—কী অসীম তোমার করুণা! তুমি প্রাচুর্যে চতুর্দিক ভরে দিয়েছ প্রভু! ইত্যাদি ইত্যাদি।" যাজক-প্রধান ব্যঙ্গের স্বরে কথাগুলি বলে খিক্ খিক্ করে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলেন। তারপর আবার বলে চললেন, "এ কথা বলাই বাহুল্য যে বিনা মূল্যে কেউ কোন জিনিস পায় না। বিধিদত্ত প্রাচুর্যেরও মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং এ মূল্য যাতে মহার্ঘ হয়, তার প্রতি শয়তানের সতর্ক দৃষ্টি বিদ্যমান। ঐসব যন্ত্রপাতির কথাই ধর না কেন। শয়তান একথা ভালভাবেই জানতেন যে পরিশ্রমের হাত থেকে একটুখানি মুক্তি পাবার জন্য এই দেহকে লৌহের ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে এবং মনকে যন্ত্রের চাকার পায়ে বিকিয়ে দিতে হবে। একথা তাঁর জানা ছিল যে নিখুঁত যন্ত্র সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কলাকুশলতা, প্রতিভা এবং প্রেরণাশক্তি বিসর্জন দেওয়া। ঘোষণা করা হল যে উৎপন্ন পণ্যে কোন ত্রুটী থাকলে দাম ফেরত, আর তাতে যদি প্রতিভা বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটা থাকে, তাহলে দামের দু'গুণ ফেরত! তারপর নূতন দুনিয়ার অন্নভাণ্ডার তো আছেই।……জয় ভগবান। ……তোমার অপার করুণা! …কিন্তু শয়তান ঠিক জানতেন যে খাওয়ানো মানে জন্মহার বৃদ্ধি। প্রাচীনকালে যখন খাদ্যাভাব ছিল, তখন প্রেম করার অর্থ ছিল শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের আয়ু হ্রাস। কিন্তু অন্ন ভরা জাহাজ এসে পৌঁছাতেই চাকা উল্‌টে গেল। জোড় বাঁধল কি জোড়া জোড়া —একেবারে পাগল করে দেবার ব্যাপার।"

যাজক-প্রধান আবার বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাস্যে মুখর হয়ে ওঠেন।

ডিজলভ্। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে একটি স্লাইডের দৃশ্য। একটি শুক্রকীট অসীম প্রয়াসে স্লাইডের উপরের দিকে বাম কোণস্থিত চন্দ্রাকৃতি ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করছে। শব্দযন্ত্রে তাৎপর্যব্যঞ্জক

উদাত্তকণ্ঠনিঃস্থত লিজড্ ফাউস্ট সিম্ফনী শোনা যাচ্ছে।

কাট্। শূন্য থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডনের দৃশ্য। অতঃপর ডারুইন কথিত যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও আত্মরক্ষা বৃত্তির দৌড়। আবার ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডনের দৃশ্য। পুনরায় আকুঞ্চন ও প্রসারণ-রত শুক্রকীটের দৃশ্য। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বোমারু বিমান থেকে লণ্ডনকে যেমন দেখা গিয়েছিল। ডিজলভ্। যাজক-প্রধানের ক্লোজ শট্।

ঈষৎ প্রকম্পিত স্বরে তিনি বলে ওঠেন, "হে ঈশ্বর!" এ জাতীয় ভাব প্রকাশের জন্য এরকম কম্পিত কণ্ঠস্বর খুবই সহায়ক—"এই সব অমর আত্মার জন্য তোমায় কোটী কোটী প্রণাম।" তারপর স্বর পরিবর্তন করে তিনি আবার বলেন, "এই সব অমর আত্মা, ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ শরীর যাদের আকর··· শয়তানের *দিব্য* দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সব নিরন্তর পীড়িত, দুঃখিত, নিকৃষ্ট ও হেয় দেহ। ধরণী এই ক্লেদাক্ত মাংসপিণ্ডে ভরে গেল। এক বর্গ মাইল কৃষিক্ষেত্রের উপর পাঁচশত, আটশত এবং সময় বিশেষে দুই হাজার লোকের চাপ। এই জমিও আবার ভ্রান্ত কৃষিপদ্ধতির জন্য ক্ষয়িষ্ণু। প্রত্যেক জায়গায় ভূমির উপরিভাগের অবক্ষয় ও উর্বরাশক্তি হ্রাসের কারণ জৈব পদার্থের বিনাশ। মরুভূমি তার তৃষিত করাল রসনা বিস্তার করতে থাকে, মৃত্যুর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বনজঙ্গল জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমন কি আমেরিকাতেও—প্রাচীন পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল ঐ নূতন দুনিয়াতেও ঐ অবস্থা। এক দিকে যন্ত্রশিল্পের উদয়, অন্য দিকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলয়। শ্রমশিল্প বিস্তৃত হতে থাকে, দেশের অবস্থা সচ্ছল, পর্বতপ্রমাণ ধন একত্র হয়। শক্তির মদমত্ত অভিপ্রকাশে মেদিনী থর থর কম্পমান—তারপর অকস্মাৎ ক্ষুধা ··· শুধু তীব্র ক্ষুধা। হ্যাঁ, শয়তান তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে আগেই এসব দেখেছিলেন —বুভুক্ষার নাগপাশ, তারপর আমদানীকৃত খাদ্য, তা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিপুল জনসংখ্যার কারণ আবার ক্ষুধার অক্টোপাশ বন্ধন। চতুর্দিকে 'ম্যয় ভুখা হুঁ' রব। নূতন করে আবার ক্ষুধা, তীব্রতর ক্ষুধা, যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক সর্বহারা শ্রমিকদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, অর্থের শয্যায় শায়িত নগর-বাসীদের ভীষণ ক্ষুধা; মোটর, বেতারযন্ত্র এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের ঐহিক

সুখ সুবিধাদায়ী যন্ত্র ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অক্ষম। ক্ষুধার কারণ সর্বাত্মক যুদ্ধ, আবার সর্বাত্মক যুদ্ধের ফলে প্রচণ্ডতর ক্ষুধা।"

যাজক-প্রধান এক মুহূর্তের জন্য দম নিয়ে পাশের বোতলটি থেকে এক ঢোক পানীয় গলাধঃকরণ করে কণ্ঠনালী সিক্ত করে নেন। তারপর পুরাতন বক্তব্যের জের টেনে বলেন, "খেয়াল রেখো কৃত্রিম গ্র্যানডার্স বা পারমাণবিক বোমার সহায়তা ছাড়াই শয়তান তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষ তাদের বাসভূমি এই ধরণীকে নিশ্চয় ধ্বংস করত। তবে তা হয়ত আর একটু ধীর গতিতে হত। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় তাদের ছিল না। তারা তাঁর উভয় শৃঙ্গের মাঝে আটকে গিয়েছিল। সর্বাত্মক যুদ্ধের শৃঙ্গ থেকে কোন ক্রমে মুক্তি পেলে তাদের সম্মুখে বুভুক্ষার বিকট দানব মুখব্যাদান করে প্রস্তুত থাকত। আর বুভুক্ষা-দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়িত হবার কালে যুদ্ধের শরণ নেবার জন্য তারা প্রলুব্ধ হত। এবং কোন ক্রমে তারা যদি এই সংকটাবর্ত থেকে ত্রাণ পাবার কোন শান্তিময় ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করত, অমনি শয়তান তাদের আত্মঘাতী ক্রিয়ায় লিপ্ত করার জন্য তৃতীয় সূক্ষ্ম ও কুটীল শৃঙ্গের আয়ুধে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত রয়েছেন দেখা যেত। শিল্পবিপ্লবের সূচনাতেই শয়তান তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে মানুষ তার নিজসৃষ্ট যন্ত্র-কৌশলের ইন্দ্রজালে এমন প্রচণ্ড ভাবে মোহগ্রস্ত হবে যে শীঘ্রই তাদের ভিতর থেকে কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত তিরোহিত হবে। আর বস্তুতঃ হলও তাই। যন্ত্রের চাকা ও খসড়া খতিয়ানের এই সব হতভাগ্য ক্রীতদাসের দল মূঢ় গর্বভরে নিজেদের প্রকৃতিজয়কারী বলে ঘোষণা করতে লাগল। প্রকৃতিজয়কারী—হুঁ! বাস্তব ক্ষেত্রে তারা শুধু প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করেছিল এবং অনতিবিলম্বে এর প্রতিফল তাদের পেতে হল। সেই ব্যাপার ঘটার দেড় শতাব্দী পূর্বে তাদের অবস্থা কেমন ছিল তা একবার চিন্তা করে দেখ। নদীর জল দূষিত করছে, বন্য পশু-পক্ষী হত্যা করছে, বনজঙ্গল ধ্বংস করছে, ভূমির উপরস্থ উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে সমুদ্রে চালান করে দিচ্ছে, শত যোজন বিশিষ্ট পেট্রোলসমুদ্র পুড়িয়ে ফেলছে, নীহারিকার অবস্থা থেকে শুরু করে এ যাবত কালের প্রচেষ্টায় ধরিত্রী তার গর্ভে যে সব ধাতুর জন্ম দিয়েছে, চক্ষের পলকে মানুষ তাকে উৎসন্নে দিয়েছে।

এ যেন শিবের বক্ষে নৃত্যকারিণী নৃমুণ্ডমালিনী ছিন্নমস্তা মূর্তির আরাধনা। এর নাম তারা রাখল প্রগতি। বুঝেছ, এরই নাম প্রগতি! তোমাকে বলে রাখি শুধু মানবমস্তিষ্কের সাধ্য নেই যে একে এরকম নামে ভূষিত করে—কী উৎকট রকমের ব্যঙ্গাত্মক নাম! এর জন্য বাইরের সহায়তার প্রায়োজন। এর জন্য শয়তানের করুণা আবশ্যক; আর শয়তান তো এ জাতীয় সহায়তা দানে সদা সর্বদা উন্মুখ। যে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তাকেই তিনি এই ভাবে আশীর্বাদ করতে ব্যাকুল। আর বল দেখি কেই বা তাঁর সহায়তা চায় না?"

পরম কৌতুক ভরে ডঃ পুল তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, "হ্যাঁ, কেই বা তাঁর সহায়তা চায় না?" অন্ধকার যুগের দেবালয় সম্বন্ধে তিনি যে ভ্রান্ত মন্তব্য করেছিলেন, সে দোষ যে কোন ভাবে স্খালন করবার জন্য তিনি ব্যগ্র।

"প্রগতি ও জাতীয়তাবাদ—এই দুই মহান ভাবধারা তিনি তাদের মগজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন। প্রগতি, অর্থাৎ বিনা আয়াসে অনেক কিছু পাবার মতবাদ, একদিকে লাভ করার জন্য অন্যদিকে কিছুই ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত, শুধু তুমিই ইতিহাসের অর্থ বোঝ—এই মতবাদ, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর কি ঘটবে, তা তুমি নিখুঁত ভাবে জান—এই মতবাদ, সকল রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে বিশ্বাস করা যে তোমার আজকের কার্যকলাপের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া তুমি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ—এই মতবাদের নাম হচ্ছে প্রগতি। প্রগতির অর্থ হচ্ছে, এই কথা মনে নেওয়া যে, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হতে আর দেরী নেই। প্রগতির মানে এই মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া যে লক্ষ্য মহান হলে যে কোন ঘৃণ্য পন্থার শরণ নেওয়া যেতে পারে এবং তাই তোমার মতে (তোমার বলেই তা বেদের মত অভ্রান্ত জেনো) যারা এই ধরাতলে স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করার অভিযানের কণ্টক স্বরূপ, তাদের চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, নির্যাতন এবং এমন কি তাদের বন্দী ও হত্যা করার আয়ুধ প্রয়োগের অধিকার তো তোমার আছেই, এমন কি এটা তোমার পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডির ভিতর পড়ে। কার্ল মার্কসের সেই অমর বচন মনে পড়ে: "শক্তি হচ্ছে প্রগতির ধাত্রী?" মার্কস অবশ্য লিখতেও পারত যে প্রগতি হচ্ছে শক্তির

ধাত্রী। কিন্তু কল্কির আগমনের সূচনাতেই শয়তান সব ব্যাপার ফাঁস করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রগতি থেকেই যে পশুশক্তির জন্ম হয়—এ কথাটা দ্বিবিধ কারণে সত্য। কারণ একদিকে যন্ত্রকৌশলের প্রগতির ফলে মানুষের হাতে ক্রমবর্ধমান হারে ভীষণ থেকে ভীষণতর মারণাস্ত্র এসেছে এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক এবং নৈতিক প্রগতির মায়া এই সব মারণাস্ত্রের নির্বিচার প্রয়োগের অজুহাত স্বরূপ হয়েছে। তোমায় ভায়া বলে রাখছি—নীতিজ্ঞানবর্জিত ঐতিহাসিক পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। যত গভীরভাবে তুমি আধুনিক ইতিহাস অধ্যয়ন করবে, ততই দেখতে পাবে যে শয়তানের সক্রিয় হস্ত এর ভিতর কেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে।"

যাজক-প্রধান আবার শৃঙ্গের মুদ্রা করে বোতল থেকে দু' ঢোক তরল পদার্থ পান করে চাঙ্গা হলেন এবং তারপর পুনরায় বলতে লাগলেন, "তারপর জাতীয়তাবাদের কথা ধর। এর অর্থ এই যে সংযোগ বশতঃ তুমি যে রাষ্ট্রের প্রজা, সেই রাষ্ট্রই একমাত্র সত্যকার ভগবান এবং বাদবাকী রাষ্ট্রগুলি সব মেকী দেববিগ্রহ। জাতীয়তাবাদ বলতে এই কথা বোঝায় যে, এইসব সত্য অথচ মিথ্যা ভগবানগুলির ভিতর দুষ্ট স্বভাব বালকের মত অপরাধী মনোবৃত্তি বিগুমান এবং ভূয়া মর্যাদা বোধ, ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব ও ধন-রত্নের লোভে প্রারব্ধ প্রত্যেকটি পারস্পরিক সংঘর্ষই হচ্ছে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের প্রাপ্তির জন্য ধর্মাহব। ইতিহাসের এক বিশেষ লগ্নে এই ভাবধারা যে সর্বজনমান্য হয়েছিল, এ থেকেই শয়তানের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শেষ অবধি তাঁরই বিজয় হবে।"

ডঃ পুল আমতা অমতা করে বলেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু এ তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। মনে কর যেন দু'টি পৃথক জাতি আছে। প্রকৃতপক্ষে এর প্রত্যেকটিই অবাস্তব এবং এদের কার্যকলাপ স্পষ্টতঃ উভয়ের পক্ষে মারাত্মক। তথাপি সমগ্র সভ্য মানবসমাজ যেন অকস্মাৎ এই সর্বনাশের বাহন জাতীয়তাবাদের বিচারধারা মেনে নেয়। কেন? কার ইঙ্গিতে কার প্ররোচনায়, কার প্রেরণায় এমন হল? এর একটি মাত্র জবাব আছে।"

"আপনি মনে করেন, মানে আপনি বলতে চান...শয়তান এসবের মূলে?"

"মানবজাতির অধঃপতন ও ধ্বংস আর কার কাম্য ?"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই," ডঃ পুল কথাটা মেনে নিয়ে বলেন, "প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান হিসেবে আমি কিন্তু ঠিক……"

শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে যাজক-প্রধান বলেন, "তাই নাকি ? তবে তো তুমি লুথার এবং সমগ্র খ্রীস্টান সমাজের চেয়েও ভাল ভাবে জান। বলি বাপু হে, এ কথাটা কি তুমি শুনেছ যে দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে কোন নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান এ কথা বিশ্বাসই করত না যে মানুষের ভিতর ভগবান আছেন। তারা ভাবত মানুষের হৃদয়ে একমাত্র শয়তানেরই আসন। বল দেখি কেন মানুষ এমন ভাবত ? কারণ বাস্তব তথ্য তাদের অন্য রকম বিশ্বাস করার অবকাশ দিত না। শয়তানের প্রমাণ, মলোচের প্রমাণ, পিশাচ ভর করার প্রমাণ……"

ডঃ পুল চীৎকার করে ওঠেন, "আমি এর প্রতিবাদ করছি। বিজ্ঞানসেবী হিসেবে আমি……"

"হ্যাঁ, বিজ্ঞানসেবী হিসেবে তুমি সেই সব ব্যাবহারিক প্রকল্প মানতে বাধ্য, যার দ্বারা তথ্যাবলীকে সুচারু রূপে প্রমাণ করা যায়। এখন তথ্য বলতে কি বোঝায় ? প্রথমে অভিজ্ঞতা ও অবেক্ষণ লব্ধ তথ্য নাও। কেউ কষ্ট বা হীনতা স্বীকার করতে চায় না অথবা অঙ্গহানি হওয়া বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া কারও কাম্য নয়। দ্বিতীয় তথ্য ইতিহাস সঞ্জাত। কোন এক যুগে মানবজাতির অধিকাংশ এ জাতীয় বিশ্বাস ও এবম্বিধ কার্যক্রম গ্রহণ করল, যার পরিণাম ব্যাপক নিগ্রহ, প্রচণ্ড গ্লানি এবং সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে তারা এক অশুভ সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অভিভূত হয়েছিল। এই সত্তা এমন তীব্র ভাবে তাদের ধ্বংস কামনা করেছিল ও এমন প্রবল ভাবে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে নিজের পদানত করেছিল যে এর প্রবাহে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অবশেষে তাদের অস্তিত্বই কোন্ অকূল পাথারে তলিয়ে গেল।"

চতুর্দিকে এক প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বহুক্ষণ পর ডঃ পুল কথঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে বললেন, "কিন্তু এর অন্য রকম ব্যাখ্যাও তো দেওয়া যায়।"

যাজক-প্রধান দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠে বললেন, "তা দিয়ে এমন প্রাঞ্জল ভাবে সব ব্যাপার প্রতিপাদন করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণও দেখ না কেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদাহরণ নাও। জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক ধুরন্ধরবর্গ সেই অশুভ সত্তা দ্বারা প্রভাবিত না হলে তো পঞ্চদশ বেনিডিক্ট এবং লর্ড ল্যান্সডাউনের কথা শুনে তারা বিজয়ানন্দবিহীন শান্তির জন্য আলাপ আলোচনা করত এবং একটা আপস-রফাও করে ফেলতে পারত। কিন্তু এ করার উপায় নেই যে তাদের, কোন উপায় নেই। নিজেদের কল্যাণের জন্য কাজ করা যে তাদের কোষ্ঠীতে লেখে নি। তাদের হৃদয়স্থিত শয়তানের মর্জি মাফিক তাদের চলতেই হবে। এই শয়তানের অদৃশ্য করাঙ্গুলি হেলনে সাম্যবাদী বিপ্লব, বিপ্লবের ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়া, মুসোলিনী, হিটলার এবং পলিটব্যুরো—ইত্যাদি সব হল। এরই নির্দেশে দুর্ভিক্ষ মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দিল। এরই গোপন ইঙ্গিতে বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য মারণাস্ত্র উৎপাদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্ট হল। তাঁরই প্রভাবে ইহুদি ও কুলাক্ নিধনযজ্ঞের সূত্রপাত। তাঁরই প্রেরণায় নাজী এবং কম্যুনিস্টরা পরম প্রেমভরে পোল্যাণ্ডকে বখরা করে নিয়ে শেষে আবার একে অপরের কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, তাঁরই নির্দেশে চরম বীভৎস ভাবে সর্বব্যাপক দাসত্বপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন হল। তিনি চেয়েছিলেন যে জনসাধারণকে বলপূর্বক দেশত্যাগী করা হক এবং দারিদ্রের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হক। তাঁর হুকুমে রাজনৈতিক বন্দী-শিবির, গ্যাস চেম্বার এবং মৃত্যু-চুল্লীর প্রবর্তন হয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে অবিরল ধারায় বোমার বর্ষণ হক। বোমার বর্ষণ—আহা কেমন কাব্যগন্ধী কথা! তাঁর অভিপ্রায়ে এক লহমায় শতশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির প্রাণশক্তি, ভব্যতা, শালীনতা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটেছিল। তাঁরই ইচ্ছায় এসব হয়েছিল। রাজনীতিজ্ঞ, সেনাপতি, সাংবাদিক এবং এমন কি "জনগণের" হৃদয়ে তিনিই ব্রণপ্রেমী মক্ষিকা রূপে বিরাজ করার জন্য তাঁর পক্ষে এ সব করান অতীব সহজসাধ্য হয়েছিল। তাই তো এমন কি ক্যাথলিকরাও পোপকে অগ্রাহ্য করেছিল, ল্যান্সডাউনকে অদূরদর্শী দেশপ্রেমী আখ্যা দিয়ে প্রায় দেশদ্রোহীর পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল। সুতরাং চার বৎসর ধরে যুদ্ধ

চলল ; এবং তারপর সব কিছু একেবারে পরিকল্পনা মাফিক কাঁটায় কাঁটায় ঘটে গেল। বিশ্বপরিস্থিতি দ্রুতবেগে মন্দ হতে লাগল এবং অবস্থা শোচনীয় হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অধিকতর মাত্রায় সেই অশুভ সত্তার আয়ত্তাধীন হয়ে পড়ল। প্রাচীন কালে আত্মার প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। তা এখন লোপ পেল। পুরাকালের সংযম ইত্যাদির প্রভাব দূর হল। সংবেদনা ও সহৃদয়তার আর মূল্য রইল না। সেই 'অপর শক্তি' মানুষের মনে যে সব চিন্তা-ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, তার প্রত্যেকটিই উবে গেল এবং এই শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য সবেগে ধাবিত হল প্রগতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মাদ স্বপ্ন। এই সব স্বপ্নকে সত্য মনে করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাজার দর কীটপতঙ্গের বেশী রইল না এবং তাদের সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করা হতে লাগল।"

যাজক-প্রধান তীক্ষ্ণ কুটীল হাস্যে ফেটে পড়লেন। তারপর শেষ মাংসখণ্ড মুখে পুরে বলতে লাগলেন, "নিজের কালে হিটলার বুড্ঢা ও দানব স্বভাবের বেশ সুন্দর নিদর্শন ছিল। অবশ্য ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্ব-সমরের প্রাক্কাল পর্যন্ত যে সব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই ধরাধামে স্বীয় লীলা প্রকট করেছেন, তাদের কাছে হিটলারকে শিশুই বলতে হবে। তবু তার নিজের যুগের গড়পড়তা রাজনীতিবিদ্দের তুলনায় হিটলার বেশ তালেবর ব্যক্তি ছিল। তার সমসাময়িক অপর কোন ব্যক্তি এ কথা বলার অধিকারী না হলেও হিটলার নিশ্চয় এ কথা বলতে পারত, 'এ সব আমার কাজ নয়, আমার ভিতরের শয়তানের কীর্তি।' অন্যান্য সকলের উপর মাঝে মাঝে এবং আংশিক ভাবে শয়তানের ভর হত। এই বৈজ্ঞানিকদের কথাই ধর না কেন। ওদের তো বেশ ভদ্র সজ্জন সদভিপ্রায়যুক্ত মানুষ বলতে হবে। কিন্তু হলে কি হবে ? শয়তান ওদের পাকড়াও করলেন। যেখানে যেখানে তারা মানুষের বদলে বিশেষজ্ঞ হল, সেখানেই শয়তানের খপ্পরে পড়ল। তাই না ঐ সব কৃত্রিম গ্রানভার্স ও নানা রকমের বোমা দেখা দিল। তারপর সেই যে সেই লোকটা—কি যেন তার নাম ? মানে বহুদিন যাবত যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ছিল আর কি……"

"রুজভেল্ট ?" ডঃ পুল বললেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুজভেল্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সদাসর্বদা সে যে কথাটা আওড়াত, তা তোমার খেয়াল আছে? 'বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ।' শয়তানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা—এ ছাড়া আর কিছু নয়। একেবারে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য প্রেরণা।"

অনুযোগের সুরে ডঃ পুল বলেন, "বলে তো দিলেন এ কথা; কিন্তু এর সপক্ষে প্রমাণ কী?"

তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তুলে যাজক-প্রধান বলেন, "প্রমাণ কী? পরবর্তী কালের সমগ্র ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। রুজভেল্টের বচন যখন কর্মনীতি হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল, তখন কি অবস্থা হল, তা একবার খেয়াল কর। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ—হুঁঃ! কত লক্ষ নতুন যক্ষা রোগী সৃষ্টি হয়েছে, কত লক্ষ বালকবালিকা দু' টুকরো চকোলেটের জন্য চুরি করতে ও দেহের বেসাতি করতে বাধ্য হয়েছে, তার খবর রাখ? বিশেষতঃ শিশুদের এই অবস্থা দৃষ্টে শয়তান অতীব প্রীত হয়েছিলেন। হুঁঃ, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ—ফল ইউরোপের ধ্বংস, এসিয়ার সর্বনাশ, সর্বত্র বুভুক্ষা, রক্তগঙ্গা ও বিপ্লব। বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ—সুতরাং মানুষের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সর্বাধিক সংখ্যক নিরীহ প্রাণীকে অমিত অত্যাচার সহ্য করতে হল। আর তুমি তো ভাল ভাবেই জান যে শয়তানের কাছে নিরপরাধের অশ্রুজল অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নেই। আর তারপর সর্বশেষে সেই মহাপ্রলয় ঘটল। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ? ফুঃ—শয়তানের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হল, আর এসব ঘটাবার জন্য কোন অলৌকিক ঘটনা বা বিশেষ কারও হস্তক্ষেপেব প্রয়োজন হয় নি। স্বাভাবিক উপায়েই সব হয়ে গেল। তাঁর লীলা সম্বন্ধে যতই ভাবা যায়, ততই অসীম বিস্ময়ে চমৎকৃত হতে হয়।" যাজক-প্রধান ভক্তিভরে শৃঙ্গের মুদ্রা করেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। তারপর গুরুগম্ভীর চালে হাত তুলে তিনি বলেন, "ঐ শোন!"

কয়েক মুহূর্ত তাঁরা নির্বাক হয়ে বসে থাকেন। ধীরে ধীরে ক্ষীণ একটানা স্তবগান শ্রুতিগোচর হয়। "রক্তে রক্তে, শুধু এর রক্তে……রক্তে রক্তে …" কুলপতির ছুরিকার কল্যাণে আর একটি ক্ষুদ্রকায় দৈত্যের প্রাণবিহঙ্গ পিঞ্জর-

মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি ওঠে। অতঃপর চাবুকের শিষ দেবার শব্দ ও কশাঘাতে মাংস কেটে যাবার শব্দ। অবশেষে জনতার উত্তেজিত গর্জনের ভিতর থেকে থেকে কার করুণ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়।

যাজক-প্রধান গভীর চিন্তামগ্ন ভাবে বলতে থাকেন, "একথা মনেও ঠাঁই দিও না যে তিনি কোন জাদুমন্ত্রপ্রভাবে চক্ষুর নিমেষে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তবু স্বীকার করতে হবে যে তিনিই এ নবীন সৃষ্টি রচনা করেছেন, তিনিই এর আদি স্রষ্টা। একান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্রেফ মানুষ এবং তাদের বিজ্ঞানকে নিজ আয়ুধ রূপে ব্যবহার করে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি এক নবীন মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। এদের রক্তের প্রতিটি কণিকায় বিকার, এদের বাইরে ভিতরে সর্বত্র ক্লেদ পুঞ্জীভূত। এদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে অধিকতর গ্লানি, প্রচণ্ডতর বিকার এবং অবশেষে সম্পূর্ণ আত্মাবলুপ্তি। উঃ, জীবন্ত পাপের কবলে পড়া কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!"

ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, "তাহলে আপনারা কি জন্য তার উপাসনা করে চলেছেন?"

"গর্জনকারী ব্যাঘ্রের সম্মুখে তোমরা কেন মাংসখণ্ড নিক্ষেপ কর? শুধু একটু দম নেবার অবকাশ পাবার জন্যই না? শুধু কয়েক লহমার জন্য অবধারিত সর্বনাশকে পিছিয়ে দেবার জন্য। মর্ত্যধাম বা নরক—সর্বত্র তাঁর রাজ্য। আমরা তো তবু মর্ত্যে আছি।"

পরিপূর্ণ উদর দার্শনিকের মত স্বরে ডঃ পুল বলেন, "এর কোন মানে হয়?"

পুনরায় এক হৃদয়ভেদী আর্তনাদে সচকিত হয়ে তিনি দ্বারদেশ অভিমুখে দৃষ্টিপাত করেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব দৃষ্টিতে তিনি সে দিকে তাকিয়ে থাকেন। এবার তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির কারণ আতঙ্কের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

যাজক-প্রধান বেশ প্রফুল্লভাবে বলেন, "কি হে, বেশ রপ্ত হয়ে উঠছ দেখি।"

সূত্রধার

বিবেক এবং সংস্কারের গাঢ়তর মায়া—
প্রথমটি দেয় মনের কোণে দুর্বলতার দান
মহামানব কিংবা হয়ত মানুষ করেও তোলে
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্ব কেবল জাগায় সারা প্রাণে।
দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে প্রোটেস্ট্যাণ্ট কি গণ-নেতা
ব্যাবিট, স্যাডিস্ট, সুইড, স্লোভাক, ধর্মধ্বজাধারী।
ইহুদি ওই হন্তারকের, কুলাকে ওই নিধনকারীর
জন্ম হয় এই মর্ত্যধামে এরই প্রেরণায়…।
আদর্শেরই পূজক যারা তাদের ঘাতক সৃষ্টি এর-ই
এর দাপটেই দেহের অণু প্রকম্পিত শিরায় শিরায়
সুর ভেঙ্গে যায় ঐশী সেবার মৃত্যু-বেদী-মূলে।

বন্ধুগণ! তুর্করা যেদিন মাত্রাতিরিক্তভাবে আর্মেনীয়দের হত্যা করে শোণিত তর্পণ করে, সেদিন আপনারা কেমন কুপিত হয়েছিলেন, সে কথা স্মরণ করুন। আপনারা এক প্রগতিশীল প্রোটেস্ট্যাণ্ট দেশের অধিবাসী বলে মনে প্রাণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ভেবেছিলেন এ জাতীয় বীভৎস ব্যাপার আপনাদের দেশে ঘটতেই পারে না। এ জাতীয় নৃশংস ব্যাপার আপনাদের স্বদেশে এইজন্য ঘটা অসম্ভব যে আপনারা সব হ্যাট-কোট পরেন, আপনারা রোজ আটটা তেইশের ট্রেনে শহরে যান। কিন্তু নিত্য প্রতিদিন যে সব পৈশাচিকতাকে আপনারা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছেন, এক মুহূর্তের জন্য তার কথা ভেবে দেখুন। মানবীয় শালীনতা-বোধের একেবারে মূল সূত্রের বিরুদ্ধে আপনাদের তরফ থেকে (এবং সম্ভবতঃ আপনারই হস্তে) প্রতিনিয়ত যে ভীম প্রহার পড়ছে, তার কথা চিন্তা করুন। সপ্তাহে দু'বার আপনি আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যান। যুদ্ধের সংবাদ-চিত্রের বর্বরতা এবং খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, কামজ প্রণয় ও বলাৎকারের দৃশ্য তার কোমল মনে এই প্রভাব বিস্তার করে যে এগুলি অতীব স্বাভাবিক ঘটনা। এই গতিতে প্রগতির রথচক্র বিশ বৎসর চললে আপনার

পৌত্র-পৌত্রীরা টেলিভিসন চালিয়ে প্রাণঘাতী মল্লযুদ্ধের দৃশ্য দেখেও আর উত্তেজনা অনুভব করবে না। এ সবেও তারা যখন আর রস পাবে না, তখন সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের পক্ষে অহিংসায় বিশ্বাসী নৈতিক যুদ্ধবিরোধীদের গর্দান নেওয়া, জীবন্ত তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া কত সহজসাধ্য হবে!

এদিকে ধূম রৌরব নরকে ডঃ পুল এখনও দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। যাজক-প্রধান খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটছেন। চতুর্দিকে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। অকস্মাৎ ডঃ পুল তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "ওদিকে যেন কি হচ্ছে! ওরা সব নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে।"

দাঁত খোঁটার ফাঁকে ফাঁকে যাজক-প্রধান বললেন, "অঃ! হচ্ছে তাহলে? আমি তো অনেকক্ষণ ধরেই হবে বলে ভাবছিলাম। রক্তের গুণে এ হচ্ছে। অবশ্য চাবুকও তার সহায়তা করেছে।"

ডঃ পুল অভিভূতের মত দরজার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, "ওরা দেখি রঙ্গভূমির ভিতর লাফিয়ে পড়ল। এ ওর দিকে দৌড়াচ্ছে। আরে…আরে হল কী?…হে ভগবান! না, না, মানে ভুল হয়ে গেছে।" তাড়াতাড়ি তিনি ভ্রম সংশোধন করে নিয়ে বলেন, "না, মানে আমি সত্যি বলতে কি…"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তিনি দরজা ছেড়ে পিছিয়ে আসতে আসতে বলেন, "সব কিছুরই একটা সীমা আছে।"

যাজক-প্রবর উত্তর দিলেন, "ঐখানেই তো তোমার ভুল হচ্ছে হে! সীমা বলে কিছু আছে নাকি? মানুষ যদৃচ্ছ আচরণ করতে পারে। হ্যাঁ, যদৃচ্ছ আচরণ।"

ডঃ পুল উত্তর দেন না। তাঁর ইচ্ছাশক্তির চেয়েও প্রবল কিসের আকর্ষণে তিনি পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে দ্বারের ছিদ্রপথে মিশ্রিত আগ্রহের দৃষ্টিতে ভিতরের রঙ্গভূমির ঘটনাবলী অবলোকন করতে থাকেন।

অবরুদ্ধ ক্রোধে বিবশ হয়ে তিনি চীৎকার করে ওঠেন, "উঃ অসহ্য ব্যাপার। কী পৈশাচিক কাণ্ড।"

ধীর গম্ভীর চালে যাজক-প্রধান তাঁর আসন পরিত্যাগ করে পার্শ্বস্থ দেওয়াল আলমারীর ভিতর থেকে একটি দূরবীন বার করে ডঃ পুলের হাতে দেন।

"দেখবে যদি তো এইটে চোখে লাগাও। মহাপ্রলয়ের পূর্বেকার বস্তু এটা। জাহাজের কাপ্তানদের কাছে সেকালে এর খুব কদর ছিল। সবকিছু স্পষ্ট চোখে পড়বে।"

"আপনি কি তবে মনে করেন…"

"আরে মনে করা-করির আবার আছে কী? আমি নিজে দেখি। যাও, যাও এগিয়ে যাও। হ্যাঁ, এইবার ভাল করে দেখ। তোমাদের নিউজিল্যাণ্ডে এ ব্যাপার কখনও চোখে দেখ নি এ আমি হলপ করে বলতে পারি।" যাজক-প্রধানের মুখে শ্লেষের কুটিল হাসি।

তাঁর মায়েরই মত স্বরে ডঃ পুল বলেন,"সত্যি এর আগে কখনও দেখি নি।"

তবু শেষ পর্যন্ত তিনি চোখে দূরবীন লাগান।

তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে লং শট্। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেন মদনোৎসব আরম্ভ হয়েছে। মকরকেতন এবং মনসিজপ্রিয়া কেলিকাননে সম্ভোগানন্দে উন্মত্ত। হ্যাঁ, উন্মত্ত; কারণ সে ক্রিয়ায় কলার বিন্দুবিসর্গ নেই—দেহের ক্ষুধাই প্রবল। ত্রস্তা বন্য কুরঙ্গীর মত পলায়নপরা নায়িকাকে ভীমবেগে আকর্ষণ করে নায়কের দল অজগরের ন্যায় আলিঙ্গনে তাদের পিষ্ট করছে। গোপন ইঙ্গিতময় প্রতিরোধের অভিনয়, তারপর শ্মশ্রুবহুল উষ্ণ অধরের কাছে বেপথুমতী অধরোষ্ঠের আত্মসমর্পণ, অবরুদ্ধ উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত উরোজের অধৈর্য পরুষ হস্তের কাছে আত্মদান। আর এ সবের সঙ্গে চলেছে প্রচণ্ড হল্লা হুল্লোড় দাপাদাপি চীৎকার আর ফেনিল মদিরার মত প্রমত্ত অট্টহাস্য।

কাট্ ব্যাক। যাজক-প্রধানের বিরস গম্ভীর বদন। অবশেষে তিনি বলেন, "এঃ, একেবারে বিড়াল-কুকুরের মত এগুলো। প্রণয়নিবেদন কালে এ রকম বেহায়া হতে পারে শুধু বিড়াল-কুকুররাই। এখনও কি শয়তানের প্রভাব সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে—এর পরও?"

ঈষৎ নিস্তব্ধতা।

ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, "এরকম হয়েছে সেই···মানে সেই মহাপ্রলয়ের পর থেকেই নাকি ?"

"দুই পুরুষ পর।"

বিস্মিতকণ্ঠে ডঃ পুল বলেন, "দুই পুরুষের ভিতর! কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কেউ চেষ্টা করে না ? আচ্ছা এর কি অন্য সময় মানে···আর কখনও এরকম করার ইচ্ছা এদের হয় না ?"

"মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। তার বেশী নয়। তবে আসল দেহজ মিলনের জন্য আমরা দুই সপ্তাহের বেশী সময় দিই না।"

"কেন ?"

যাজক-প্রধান শৃঙ্গের মুদ্রা করেন।

"এই হচ্ছে সাধারণ নীতি। সাজা পাবার জন্য তাদের শাস্তি তো দিতেই হবে। শয়তানের বিধানই এই। নিয়মভঙ্গ করলে তো তার ফলভোগ করতেই হবে।"

একটা ঢোক গিলে ডঃ পুল বলেন, "তা তো বটেই, তা তো বটেই।" লুলার সঙ্গে সেই বালুকাস্তূপে যা করেছিলেন, তা মনে পড়ে যাওয়ায় অকস্মাৎ তাঁর অস্বস্তি বোধহয়।

"যারা সুরতক্রীড়ার প্রাচীন রীতি অবলম্বন করে, তাদের বেশ কষ্ট পেতে হয়।"

"অনেকেই এরকম করে নাকি ?"

"পাঁচ থেকে দশ প্রতি শতে তো বটেই। আমরা বলি যে ওরা গরম হয়ে গেছে।"

"আপনারা কি এতে মত···?"

"ধরতে পারলে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিই।"

"কী অমানুষিক ব্যাপার !"

"অমানুষিক তো বটেই। কিন্তু তোমাদের ইতিহাসের কথাই ভেবে দেখ না কেন ? সামাজিক সংহতি কাম্য হলে তোমাদের কোন বহিঃশত্রু অথবা কোন উৎপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় না থাকলে চলবে না। আমাদের

বহিঃশত্রু বলে কিছু নেই। সুতরাং এইসব গরমদের দিয়ে আমাদের সাধ্যমত কাজ চালিয়ে নিতে হয়। হিটলারের রাজত্বে ইহুদি বা লেলিন স্ট্যালিনের আমলে বুর্জোয়াদের যা স্থান ছিল, ওরাও আমাদের কাছে তাই। ক্যাথলিক রাষ্ট্রে অবিশ্বাসীদের যে প্রয়োজনীয়তা এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অধীনে পোপের আজ্ঞাবহদের যে দশা, আমাদের দেশে এদেরও সেই হাল। কোন রকম কিছু গড়বড় হলে সর্বদাই এই গরমদের দোষ। এরা না থাকলে কী যে মুস্কিল হত, বলা দুষ্কর।"

"কিন্তু আপনারা কি কখনও একথা ভাবেনও না যে ওদের মনে এতে কি কষ্ট হয়?"

"দরকারটা কী? প্রথমতঃ নিয়ম মানে নিয়ম। সাজা পাবার জন্য ওদের শাস্তি তো পেতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ এরা সাবধান হয়ে গেলে আমরা আর কাদের দণ্ড দেব? তাছাড়া ওদের কাছে এমন আর কী দাবী করা হয়? শুধু অসময়ে ওদের সন্তান-সন্ততি না হলেই হল এবং এই কথাটা গোপন রাখলেই হল যে তারা বিশেষ কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং মাত্র তারই সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। আর নিতান্তই যদি ওরা সমঝে না চলে, তবে পালিয়ে গেলেই হল।"

"পালিয়ে যাবে? কিন্তু কোথায়?"

"উত্তরদিকে ফ্রেনসোর কাছে একদল লোকের বাস। তাদের ভিতর শতকরা পঁচাশী জনই গরম। অবশ্য ওখানে যাবার পথ খুব দুর্গম। পথে দারুণ জলকষ্ট। তা ছাড়া আমরা আবার পলাতকদের ধরতে পারলে জ্যান্ত কবর দিই কিনা! তবে এ ঝুঁকি নিতে চাইলে সে স্বাতন্ত্র্য তাদের দেওয়া আছে। কিছুতেই কিছু না হলে তো যাজকত্ব আছেই।" যাজক-প্রবর একটু থেমে শৃঙ্গের মুদ্রা করেন। "কোন ভাল ছেলে অল্প বয়সে গরম হচ্ছে দেখলে তার ভবিষ্যৎ তৈরী করে দেওয়া হয়—অর্থাৎ তাকে যাজক করে দেওয়া হয়।"

"অর্থাৎ আপনি......আপনি......?"

যাজক-প্রধান বলেন, "অবশ্যই। নরকরাজ্যের মঙ্গলের জন্য করতেই হবে। এর ব্যবহারিক কারণের কথা না হয় না-ই ধরলাম। যে কোন উপায়ে

সমাজের কাজকর্ম তো চালাতেই হবে। পুরোহিত ছাড়া সাধারণ লোকের ক্ষমতায় কি এসব কুলায় ?”

বাইরে রঙ্গভূমিতে হট্টগোল ক্রমশঃ বেড়েই চলে।

ঘৃণায় মুখমণ্ডল বিকৃত করে যাজক-প্রধান বলে ওঠেন, “যত সব কুৎসিত ব্যাপার ! এর পর আবার যা হবে, তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়। আমার কপাল ভাল যে এই রকম কেলেঙ্কারির হাত থেকে বেঁচে গেছি। ঐ বিকৃতদেহ মানবসমাজের দুশমনগুলো জানে না যে ওরা কি করছে। দেখ, একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখ।” তিনি ডঃ পুলকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তাঁর স্থূল তর্জনীর ইঙ্গিতে একদিকে দেখিয়ে দেন। “ঐ যে উঁচু বেদীর বাম দিকে—ঐ যে লাল চুলো বেঁটে নরকের কীটটাকে নিয়ে পড়ে আছে। ঐ হচ্ছে সর্দার। বুঝেছ—সর্দার !” কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ ঢেলে তিনি “সর্দার” কথাটি পুনরুচ্চারণ করেন। “আগামী দুই সপ্তাহ ও কি রকম শাসনকার্য চালাবে, তা বুঝে নাও।”

ডঃ পুল একটু ফ্যাকাশে হাসি হাসেন। দুই সপ্তাহ পরেই যে আবার ক্ষমতাধিরূঢ় হবে, সাময়িক ভাবে সে বিশ্রান্তালাপে মগ্ন থাকলে কি হবে, তার সম্বন্ধে ভেবে-চিন্তে ব্যক্তিগত মন্তব্য করাই ভাল।

“হ্যাঁ, উনি দেখছি রাষ্ট্রপরিচালনার কঠোর শ্রমের হাত থেকে একটু অবকাশ নিয়েছেন।”

সূত্রধার

কিন্তু কেন, লুলার কণ্ঠলগ্ন হয়েই বা কেন ওকে প্রণয়ের কলগুঞ্জন শোনাতে হবে ? পাপিষ্ঠা কুক্কুরী, অবিশ্বাসিনী স্বৈরিণী ! তবে যাই হক, একটি সান্ত্বনার বিষয় আছে। একজন সলজ্জ স্বভাবের লোক, অবরুদ্ধ কামনার দংশনে যে জর্জর, অথচ সে কামনা পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হবার মত সাহস যার বক্ষে নেই, তার পক্ষে এ একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা বই কি। লুলার চরিত্র নিউজিল্যাণ্ডের বিদ্বৎসমাজে বা তাঁর মাতার ধারে কাছের সমাজেও প্রবেশাধিকার পাবার অভিজ্ঞান স্বরূপ। ও দেশে তো এরকম স্বভাবকে

অবিশ্বাস্য রকমের ভাল বলে মনে করা হবে। শুধু কি লুলাই নিজ প্রবেশাধিকার সপ্রমাণ করছে? ঐ সব মুলাট্টো মেয়েগুলি, ফ্লোসি, ঐ স্থূলকায়া সীধুবর্ণা টিউটন যুবতীটি, ঐ বিশালবপু আর্মেনীয়ান মহিলা, আয়তনীলনয়ন-বিশিষ্টা ঐ খর্বকায়া বালিকা—সবাই তো তারই মত সমান সক্রিয় ও মুখর ভাবে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে।

তিক্তস্বরে যাজক-প্রধান বলেন, "হ্যাঁ, ঐ হচ্ছে আমাদের সর্দার। যতদিন ওর এবং অন্যান্য নেড়ি কুত্তার দলের উপর তাঁর ভর থাকে, তত দিন গীর্জা সব কিছুর দায়িত্ব নেয়।"

ডঃ পুলের মনেও ঐখানে গিয়ে লুলাকে নিজ অঙ্কশায়িনী করার বাসনা জাগে। তাঁর কামনা এত উদগ্র যে মনে হয় লুলা কেন, যে কোন কামিনীই তাঁর হৃদয়তৃষা মেটাতে পারবে। কিন্তু অতি মাত্রায় সংস্কৃত বলে তিনি মনের আকাঙ্ক্ষা চাপা দেবার জন্য ঐহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা আওড়াতে থাকেন।

যাজক-প্রধান ও-সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।

অকস্মাৎ ব্যস্তসমস্ত ভাবে তিনি বলেন, "নাঃ, এবার কাজকর্ম করতে হবে।" তিনি একজন সাধারণ যাজককে আহ্বান করেন। সে তাঁর হাতে একটি চর্বির প্রদীপ দেয়। তারপর তিনি মঞ্চের পূর্বদিকে গিয়ে বেদী অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। বেদীর উপর তিনচার ফিট উঁচু একটি অষ্টাবক্র আকৃতির পীত বর্ণের মোমবাতি রয়েছে। যাজক-প্রধান নতজানু হয়ে সেই মোমবাতিটি জ্বালান এবং তারপর শৃঙ্গের মুদ্রা করে ডঃ পুলের কাছে ফিরে আসেন। ফুলবাণে আহত ডঃ পুল আতঙ্ক মিশ্রিত সম্মোহিত দৃষ্টিতে রঙ্গভূমির সেই দেহ-কোষের অণু-পরমাণুতে অগ্নি-জ্বালান দৃশ্য দেখছেন!

"একটু পাশে সরে দাঁড়াও।"

ডঃ পুল হুকুম তামিল করেন।

অনেক পরিচারক একে একে উভয় দ্বার রুদ্ধ করে। যাজক-প্রধান এগিয়ে গিয়ে দ্বারের ছিদ্রপথের সম্মুখে দাঁড়ান এবং করাঙ্গুলি দ্বারা তাঁর স্বর্ণ মণ্ডিত

শৃঙ্গ স্পর্শ করেন। বেদীর সোপানাবলীর উপর উপবিষ্ট বাদ্যকরদের বাদ্যযন্ত্র-নির্গত স্বর উদ্দাম হয়ে ওঠে। দর্শকদের কোলাহল শান্ত হতে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে বীভৎস আনন্দোল্লাস বা বেদনাকাতর আর্তনাদরব নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিসাগরে সাময়িক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাজকরা পর্যায়ক্রমে গাইতে থাকে :

প্রথম দল :

এই তো সময় হে, এই তো সময়,

দ্বিতীয় দল :

কারণ শয়তান অতীব নিদয়।

প্রথম দল :

আসে কালের সমাপ্তি কাল ত্বরিত অতি,

দ্বিতীয় দল :

কামনার খরস্রোতে তড়িতগতি।

প্রথম দল :

এই তো লগন, ওহে এই তো লগন,

দ্বিতীয় দল :

শয়তান তব খুনে ধ্যানমগন।

প্রথম দল :

তুষিত কীটের ভ্রূণ তোমার ভিতর,

দ্বিতীয় দল :

ধরণীর আলো লাগি কত না অধীর।

প্রথম দল :

আসিয়াছে আজ অতি শুভ অবসর,

দ্বিতীয় দল :

শয়তানের ঘৃণা জেনো অতীব প্রখর।

প্রথম দল :

আত্মার মৃত্যুর এল মহালগ্ন,

দ্বিতীয় দল :

মানবের নাশ হবে, শয়তান ধন্য।

প্রথম দল :

মৃত্যুর রায় দেয় বাসনা চাতক,

দ্বিতীয় দল :

সম্ভোগ হল তার সুবোধ ঘাতক।

প্রথম দল :

এসেছে তিথি আজি অতীব প্রেয়,

দ্বিতীয় দল :

অরাতিশ্রেষ্ঠ এই আহবে শ্রেয়।

প্রথম দল :

আসুক দানব দল গর্ভে এবার,

দ্বিতীয় দল :

তোমার ইচ্ছা নয়, বাঞ্ছা তাঁহার।

সমবেত

তোমাদের সব কিছু হক ছারখার।

জনমণ্ডলির ভিতর থেকে উচ্চৈস্বরে রব ওঠে "তথাস্তু।"

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে যাজক-প্রধান হেঁকে ওঠেন, "তাঁর অভিশাপধারা তোমাদের শিরোপরি বর্ষিত হক।" তারপর তিনি মঞ্চের শেষ প্রান্তে গিয়ে বেদীর পার্শ্বে রক্ষিত নিজ আসনে উপবেশন করেন। বাইরে আমরা অসংলগ্ন কোলাহল শুনতে পাচ্ছি। কলরব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অকস্মাৎ রঙ্গভূমির ভিতর থেকে একদল বামাচারী ভক্ত এসে সেই মঞ্চ আক্রমণ করে। তারা বেদীর দিকে ধাবিত হয় এবং পরস্পরের এপ্রন ছিঁড়ে যাজক-প্রধানের পদমূলে পর্বতাকারে স্তূপীকৃত করে। "না," "না," "না,"—এপ্রনের পর এপ্রন পড়ছে আর প্রতিটি "না"-র সঙ্গে মদমত্ত বৃংহতিনাদের মত এক-একটি বিজয়গর্জন শোনা যাচ্ছে—হ্যাঁ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পুরুষ তার পার্শ্ববর্তিনীর

প্রতি এবং প্রত্যেক নারী তার পার্শ্ববর্তীর প্রতি অনবগুণ্ঠিত নয়নবাণ হানছে। দূরে যাজকদের একটানা মন্ত্রোচ্চারণ চলছে, "তোমার ইচ্ছা নয়, বাঞ্ছা তাঁহার ; তোমাদের সব কিছু হক ছারখার।" বার বার একই চরণের পুনরাবৃত্তি করছে তারা।

ডঃ পুলের ক্লোজ শট্। মঞ্চের এক কোণ থেকে তিনি সমগ্র দৃশ্য দেখছেন।

কাট্ ব্যাক। উত্তেজিত জনমণ্ডলীর দৃশ্য। একের পর এক বিচারবুদ্ধিরহিত হর্ষোৎফুল্ল মুখ পার হয়ে যাচ্ছে। অকস্মাৎ লুলাকে দেখা যায়। তার অক্ষিযুগল উজ্জ্বল, স্ফুরিত অধর এবং গালের টোল দু'টি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। মাথা ফিরাতেই সে ডঃ পুলকে দেখতে পায়।

"আলফি!" লুলা ডেকে ওঠে।

সমপরিমাণ পুলক ও সোহাগ ভরা কণ্ঠে সে জবাব পায়। "লুলা!"

ঝটিকা প্রবাহের মত ধাবিত হয়ে তারা গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। ধক্ ধক্ ধক্ ·····তাদের বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কালপ্রবাহ এগিয়ে চলে। আকাশ বাতাস চটুল সঙ্গীতের মূর্ছনায় মদির হয়ে ওঠে।

অতঃপর মুখ দু'টি কাছে সরে আসে······আরও কাছে··· আরও কাছে। ক্যামেরা পিছনে সরে যায়।

"শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!"

লুলা তাঁর হাত ধরে বেদীর দিকে টানতে থাকে।

"এই! এ এপ্রনটা ····· " লুলা তাঁর দিকে ইশারা করে।

ডঃ পুল এপ্রনটির দিকে তাকান। তারপর তার উপর "না" লেখা দেখে লজ্জায় লাল হয়ে চোখ ফিরিয়ে নেন।

মিন্ মিন্ করে তিনি বলেন, "এটা দেখতে যেন···যেন ভারী অসভ্য।"

তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবার প্রসারিত হস্ত টেনে নেন। তারপর আবার মন পালটে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মাঝে এপ্রনটির একটি কোণ ধরে ধীরে ধীরে কয়েকবার টান মারেন।

লুলা চীৎকার করে ওঠে, "জোরে, জোরে, আরও জোরে।"

ডঃ পুল এবার উন্মত্ত আবেগে ওর নির্দেশ পালন করেন। কারণ এ তো শুধু এপ্রন ছেঁড়ার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হল তাঁর মাতার যাবতীয় প্রভাব-বন্ধন, ধসে পড়ল তাঁর জীবনের যাবতীয় সংযমের বাঁধ, খান্ খান্ হয়ে গেল তাঁর অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কার। এপ্রনের সেলাই ছিঁড়তে যে এত কম সময় লাগবে, তা তিনি অনুমান করেন নি। তাই এত শক্তি প্রয়োগ করার ফলে তিনি প্রায় ধরাশায়ী হবার উপক্রম হয়েছিলেন। কোন মতে টাল সামলে তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেষশিশুর মত অপ্রতিভ দৃষ্টিতে একবার সপ্তম কম্যাণ্ডমেন্টের প্রতীক সেই বস্ত্রখণ্ডের প্রতি ও আর একবার লুলার সহাস্য আননের দিকে এবং পুনর্বার সেই রক্তিম নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কাট্ ব্যাক ও কাট্ ফোর্থ। "না," টোল খাওয়া গাল; "না," টোল খাওয়া গাল, "না" .....

এবার বিজয়িনীর গর্বে লুলা চীৎকার করে ওঠে, "হ্যাঁ।"

ডঃ পুলের হাত থেকে সে এপ্রনটি ছিনিয়ে নিয়ে যাজক-প্রধানের পাদমূলে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর একবার "হ্যাঁ" বলে দক্ষিণ বক্ষ থেকে এবং পুনর্বার "হ্যাঁ" বলে বাম বক্ষ থেকে সে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি দু'টিকে ছিঁড়ে ফেলে ও বেদীর দিকে ফিরে মোমবাতিটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

নতজানু লুলার পিছন থেকে মিডিয়ম ক্লোজ শট্। অকস্মাৎ জনৈক শুভ্র-শ্মশ্রু বয়স্ক ব্যক্তি উত্তেজিত ভাবে তীর বেগে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করে এবং লুলার নিতম্বদেশ থেকে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক যুগল নিদর্শন বাজপাখির মত ছোঁ মেরে ছিঁড়ে ফেলেই তাকে মঞ্চের পার্শ্বস্থ দ্বার অভিমুখে আকর্ষণ করতে থাকে।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফুঁসে উঠে লুলা তার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করে সর্বশক্তি প্রয়োগে তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। তারপর ছুটে এসে আবার ডঃ পুলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনুচ্চ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, "হ্যাঁ ?"

এবার দ্ব্যর্থহীন স্বরে ডঃ পুল ঘোষণা করেন, "হ্যাঁ !"

তারপর অধরে অধর মিলে যায়। আনন্দোদ্ভাসিত চারি চক্ষুর শুভদৃষ্টি হয় এবং অতঃপর পার্শ্ববর্তী দ্বারপথের ভিতর দিয়ে তারা বাইরের অন্ধকারে

মিলিয়ে যায়। যাজক-প্রধানের আসনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি ঝুঁকে ডঃ পুলের স্কন্ধ স্পর্শ করে শ্লেষের হাসি হেসে বলেন, "বলি আমার দূরবীনটার হল কী ?"

ডিজলভ্। মোহিনী ত্রিযামা। অন্ধকারের কালনাগিনী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করার জন্য উন্মুখ। দূর নভোমণ্ডল থেকে ক্ষীণকায় সোমদেব অবিরাম কৌমুদীবাণ হেনে সেই আঁধার রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছেন। বিচিত্র সে সংগ্রাম। পটভূমিকায় লস্ এঞ্জেলসের কান্ট্রি মুাজিয়মের বিশাল ধ্বংসাবশেষ। তার ফাঁকে ফাঁকে আলো আঁধারির খেলা। আশ্লেষপাশে আবদ্ধ লুলা ও ডঃ পুলের যুগল মূর্তি একবার দৃষ্টিগোচর হয়েই নীরন্ধ্র অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বীচিমালার মত অবিরাম গতিতে নারীর পিছনে পুরুষ অথবা পুরুষের কণ্ঠলগ্না নারীর ছায়াছবির মিছিল ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়। শব্দ-যন্ত্রে উন্মত্ত মদির সঙ্গীতের মূর্ছনা। তারই সঙ্গে থেকে থেকে শোনা যায় কখনও সমবেত ঘুৎকার ও শীৎকার এবং কখনও বা মিলিত বিলাপ ধ্বনি। কখনও ভেসে ওঠে উৎকট উল্লাস-মাখা অশ্লীল হুংকার, কখনও শোনা যায় বামা কণ্ঠের বিধুর হর্ষধ্বনি।

সূত্রধার

পতত্রীকূলের কথা বিবেচনা করুন। ওদের প্রণয়-নিবেদন-ক্রিয়া কেমন কলাত্মক সুষমা মণ্ডিত। ওদের ভিতর কী সুন্দর সেকালের বীরত্বব্যঞ্জক শৌর্য। দেহের এক বিশেষ গ্রন্থি নিসৃত হর্মোন কুক্কুটীকে রতিক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করলেও তার প্রভাব স্ত্রী জাতির স্তন্যপায়ী জীবের ঋতুকালীন কামবাসনার মত এত উদগ্র ও ক্ষণস্থায়ী হয় না। এতদ্ব্যতিরেকে বহুবিধ কারণে কুক্কুটের পক্ষে অনিচ্ছুক কুক্কুটীর উপর নিজ ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার উপায় নেই। এইজন্য বিহগকুলের ভিতর বর্ণাঢ্য ও নয়নাভিরাম অঙ্গসজ্জার প্রচলন ও এই কারণেই তাদের ভিতর পূর্বরাগের সহজাত বৃত্তি। এই হেতু এই সকল মনোরম বৃত্তির অস্তিত্ব পুরুষ জাতির স্তন্যপায়ীদের ভিতর স্পষ্টতঃ অদৃশ্য। কারণ স্তন্যপায়ী

জীবদের মত যেখানে নারীর প্রসক্তি অভিলাষ এবং পুরুষের নিকট তার আকর্ষণ পূর্ণতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, সেখানে পুরুষোচিত সৌন্দর্য বা প্রারম্ভিক পূর্বরাগের কলাময় মাধুর্যের প্রয়োজনই বা কী ?

মানবজাতির ভিতর তো বৎসরের প্রতিটি দিনই সঙ্গমকাল হিসাবে প্রশস্ত। অবশ্য নারীদের মাঝে মাঝে কয়েক দিন রাসায়নিক প্রস্তুতি না থাকার নিমিত্ত সেই কয়টি দিনের জন্য তারা পুরুষের আমন্ত্রণ স্বীকার করতে অপারগ হয়। তাদের শরীর এত সীমিত মাত্রায় হর্মোন উৎপাদন করে যে একেবারে শঙ্খিনী প্রকৃতির নারীকেও সুরতক্রীড়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিধিনিষেধ মানতে হয়। এই কারণে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় মানবের প্রণয়াভিলাষ একটু অধিক। কিন্তু এখন গামা রশ্মির কৃপায় সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মানুষের পুরুষানুক্রমিক দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির নব সংস্করণ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দৌলতে আজ যৌনবাসনা প্রাত্যহিক বস্তু নেই, এর একটি সময় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নির্ধারিত ঋতুর কবলে বন্দী হয়েছে এবং নারীর ভিতর মিলনের জন্য রাসায়নিক তাগিদ জাগাবার প্রেরক-শক্তি—পূর্বরাগ, শৌর্য, অনুরাগের কমনীয়তা এবং এমন কি প্রেমই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মত ধীরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এমন সময় ছায়ান্ধকারের মাঝ থেকে আনন্দোজ্জ্বল লুলা এবং অবিন্যস্ত বেশবাস ডঃ পুল আবির্ভূত হন। তারপর জনৈক হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ দীর্ঘ পদক্ষেপে দৃশ্যস্থলে উপস্থিত হয়। সাময়িক ভাবে সে সঙ্গিনীবিহীন। আগন্তুক মুখ-বিবর ব্যাদান করে, তার অক্ষি বিস্ফারিত হয় এবং সে গভীর ভাবে শ্বাস টানতে থাকে।

এক ঝলকে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ডঃ পুল চোখ ফিরিয়ে নেন। তারপর বার দুয়েক ঢোক গিলে শুষ্ক কণ্ঠে তাঁর সঙ্গিনীকে বলেন, "আচ্ছা, বোধ হয় এ দিক দিয়ে যাওয়াই ভাল ·····।"

আগন্তুক কোন রকম বাক্যব্যয় না করে তাঁর দিকে তেড়ে যায় এবং

তাঁকে এমন এক ধাক্কা লাগায় যে তিনি টলমল করতে থাকেন। তারপর সে লুলাকে ভুজপাশে আবদ্ধ করে। লুলা কয়েক মুহূর্ত প্রতিরোধ করে ; কিন্তু তারপর তার রক্তের রাসায়নিক পদার্থ অভ্রান্তভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠায় তার প্রতিটি ধমনীতে বাসনার তরল বহ্নিস্রোত বয়ে যায়। সে আত্মসমর্পণ করে।

আহাররত ব্যাঘ্রের মত হুংকার ছেড়ে নবীনাগন্তুক দুই হাতে লুলাকে বক্ষলগ্ন করে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ডঃ পুল এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি এমন একটা ভাব করেন যে এই মুহূর্তে তিনি দুষ্কৃতিকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রতিশোধ নেবেন এবং বিপন্ন মহিলাটির উদ্ধারসাধন করবেন। কিন্তু তারপর আশঙ্কা ও শালীনতা এসে তাঁর গতি মন্থর করে। এগিয়ে গেলে না জানি কিসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ঐ ষণ্ডামার্কা লোকটা······সবদিক দিয়ে ভাবতে গেলে বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে···। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ইতি-কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। অকস্মাৎ দুটি মুলাট্টো যুবতী পর্যায়ক্রমে কাণ্ট্রি মিউজিয়মের ভগ্নস্তূপের অন্তরালে থেকে বেরিয়ে এসে তাদের পিঙ্গল বর্ণ ভুজপাশে ডঃ পুলকে বন্দী করে তাঁকে চুম্বনে চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

তাদের ভগ্নস্বর নিম্নগ্রামে মুখর হয়ে ওঠে, "ওগো আমার সোন্দরপারা মিন্সে গো!"

ক্ষণকালের জন্য ডঃ পুল ইতস্ততঃ করেন। এক দিকে মায়ের সংযমনের শিক্ষার স্মৃতি ও লুলার প্রতি যাবতীয় কবি ও ঔপন্যাসিক বর্ণিত আনুগত্যের আহ্বান এবং অন্যদিকে যৌবনের স্বপ্ন—পরম উত্তেজনাময় প্রত্যক্ষ জীবনসত্যের হাতছানি। প্রায় চার সেকেণ্ড ব্যাপী নৈতিক সংঘর্ষের পর যা স্বাভাবিক তাই হল। তিনি প্রত্যক্ষ জীবনসত্যকে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর মুখে হাসি দেখা দিল, সোৎসাহে তিনি চুম্বনের প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন এবং মৃদু ভাবে তিনি তাদের সঙ্গে এমন সব আলাপন করতে থাকেন, যা শুনে কুমারী হুক চমকে উঠতেন এবং তাঁর মা বোধ হয় সে সব কথা শোনার পর আত্মহত্যা করতেন। তাঁর দুই বাহু তাদের দুজনকে আলিঙ্গন করে থাকে এবং তাঁর দশ অঙ্গুলি তাদের উভয়ের পীবর বক্ষদেশে মধুরতম নিপীড়ন

সৃষ্টি করে। জীবনে তাঁর করযুগল এক গোপন কল্পনা ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে কখনও এ জাতীয় কার্যে নিযুক্ত হয় নি। আশ্লেষ, চুম্বন এবং শৃঙ্গারের বিবিধ প্রক্রিয়ার রব উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে অকস্মাৎ থেমে যায়। ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা ছেয়ে আসে।

সামনে পিছনে বিভিন্ন পদমর্যাদার যাজক ও অনুচর এবং পার্শ্বে পসাডিনার কুলপতিকে নিয়ে গজেন্দ্র গমনে যাজক-প্রধান ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেন। মুলাট্টো সুন্দরীদের বক্ষলগ্ন ডঃ পুলকে দেখে তিনি গতি রুদ্ধ করেন। ঘৃণায় বিরস বদনে কুলপতি ভূমিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। যাজক-প্রধান অধিকতর সহ্যগুণের আকর বলে শুধু বিদ্রূপের হাসি হাসেন।

তাঁর সেই পুরাতন কৃত্রিম স্বরে তিনি ডাকেন, "ডঃ পুল!"

ডঃ পুল যেন মায়ের ডাক শুনতে পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধীর সন্ত্রস্ত ভাব। চট করে তাঁর কর্মরত হাত দুটিকে নামিয়ে রেখে চোখে মুখে একটা নির্দোষ গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তুলে ডঃ পুল যাজক-প্রধানের দিকে তাকান। "এই মেয়ে দুটি," তাঁর বোকা হাসিতে আসল কথা বোঝা গেলেও তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের বিপুল উৎসাহে বলে চলেন, "মানে এদের কথা বলছেন? আমি, আমি তো এদের নাম পর্যন্ত জানি না। আমরা তো স্রেফ উন্নত শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদদের সম্বন্ধে খানিক আলোচনা করছিলাম।"

"ওগো আমার সোন্দর......" পিছন থেকে কার কর্কশ কণ্ঠস্বর মুখর হয়ে ওঠে।

ডঃ পুল সজোরে কেশে ওঠায় বাকীটুকু আর শোনা যায় না।

যাজক-প্রধান সস্নেহে বলেন, "আরে, আমাদের কথা ভুলে যাও। এ হচ্ছে বছরকার দিন। শয়তানের উৎসব তো আবার এ বছর ঘুরে আসবে না।"

ঈষৎ অগ্রসর হয়ে তিনি তাঁর স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ করাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করেন এবং তারপর ডঃ পুলের শিরোস্পর্শ করে যাজকসুলভ স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধতা মাখা স্বরে বলেন, "যে রকম অলৌকিক দ্রুত গতিতে তুমি নবীন ধর্ম গ্রহণ করেছ, তাতে চমৎকৃত হতে হয়। সত্যই তোমার পরিবর্তন দৃষ্টে প্রসন্ন না

হয়ে উপায় নেই।” তারপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করে আবার বলেন, “ভাল কথা, তোমার নিউজিল্যাণ্ডের দোস্তদের নিয়ে আমাদের একটু মুশকিলে পড়তে হয়েছে। আজ অপরাহ্ণে তাদের জনকয়েককে বিভার্লী পাহাড়ে দেখা গিয়েছিল। তারা হয়ত তোমার খোঁজ করছিল।”

“তাই হবে বোধ হয়।”

যাজক-প্রধান কিন্তু হৃষ্টচিত্তে বলতে থাকেন, “হলে কি হবে? তারা তো তোমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের জনৈক চর একদল রক্ষী নিয়ে ওদের সঙ্গে ভেট মুলাকাত করতে গিয়েছিল।”

উদগ্রীব ভাবে ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, “কী হল তারপর?”

“হবে আর কী? আমাদের লোকেরা আত্মগোপন করে ওদের আক্রমণ করে এবং তারপর শরজালে ওদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। ওদের একজনের জান গেছে এবং বাদবাকীরা ঘায়েলদের নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আমার মনে হয় না যে ওরা আর আমাদের উত্ত্যক্ত করবে। তবু ভাবছি সাবধানের মার নেই......” তিনি তাঁর রক্ষীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “শোন, একে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বা এ নিজেই পালিয়ে গেছে—এসব কথা আমাকে যেন শুনতে না হয়। সব কিছুর জন্য তোমরা দুজন দায়ী রইলে। বুঝলে তো?”

রক্ষী দুজন মস্তক আনত করে তাঁকে অভিবাদন করে।

তারপর ডঃ পুলকে লক্ষ্য করে যাজক-প্রধান বলেন, “নাও এইবার, যত পার দৈত্যের মত শিশুর পিতা হও।”

তির্যক দৃষ্টিতে তিনি একবার ডঃ পুলের চেহারাটা দেখে নিয়ে তাঁর গালে আদর করে গুটি কয়েক টোকা মারেন। তারপর কুলপতির হাত ধরে তাঁর দলবল সহ ধীর গম্ভীর গতিতে চলা শুরু করেন।

তাঁরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ডঃ পুল তাঁদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর অস্বস্তি-মাখা দৃষ্টিতে তাঁর প্রহরারত রক্ষীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

কপিশ ভুজলতা আবার তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করে।

"ওরে আমার চাঁদপারা নাগর রে! ওরে......"

"এই না, না, যাঃ—সবার সামনে কি হচ্ছে? এদের সামনে এসব নয়।"

"তাতে কি হয়েছে গো আমার সোনামনি?"

ডঃ পুলের পুনর্বার বাক্‌স্ফূর্তি হবার পূর্বেই "জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য" আবার তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আধেক অনিচ্ছায় আধেক কামনা পরিপূর্তির উল্লাসে ডঃ পুল বাসনার খরস্রোতে খেয়া ভাসিয়ে দেন। ময়াল সাপ যেমন তার শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, সেই ভাবে ডঃ পুলকে সাপটিয়ে দুই রঙ্গবিলাসিনী তাঁকে টানতে টানতে ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গী করে রক্ষীদ্বয় যুগপৎ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

সূত্রধার

মোর মালঞ্চ সরসীতে যখন করি দৃষ্টিপাত......
(মোর মালঞ্চ শুধু কেন, সকল বনের জলাশয়েই
বাণ মাছেদের বাসা এবং জলে চাঁদের বিম্ব)
বিপুল ভয়ে পরাণ কাঁপে ভাবি কি তাই নিত্য,
ধারালো এক অস্ত্র নিয়ে কী এক ভীষণ বস্তু
পাঁকের গভীর গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে।
স্বর্গলোকের বাণ মাছেদের ভীড় ঠেলে এক সত্তা......
ঘায়ে ঘায়ে জীবন আমার করবে যেন প্রস্তর,
স্বর্গীয় মোর হৃদয়কে সে দেবে ব্যথার দণ্ড .....
তবু এত অপরাধের বোঝায় আনে ক্লান্তি।
মনে প্রাণে নিরপরাধ তবু এ কী শাস্তি!
তাই তো আমার মালঞ্চের এই সরসীতেই দেখি—
সর্বনাশ আর বিভীষিকা হাতছানিতে ডাকে:
সে কী ভীষণ আঘাত আমি সইতে নারি তারে,
কিন্তু যখন তার পরেতেই মেঘমুক্তির রাতে
পূর্ণ চাঁদের আলোকধারা আনন্দেতে নামে;

তখন দেখি বদ্ধ আমি এবং অনেকেই
অন্ধ কিংবা উজ্জ্বল সেই সত্তার মুঠিতে !

ডিজলভ্। একটি উচ্চ কংক্রীটের দেওয়ালের পাদদেশে বালুকাময় ভূমির উপর ডঃ পুল গভীর ভাবে নিদ্রাভিভূত। হাত পনের দূরে তাঁর রক্ষীদের মধ্যে এক জন শুয়ে শুয়ে নাসিকাধ্বনি করছে। অপরজন এক খণ্ড বিবর্ণ-পৃষ্ঠা "ফরএভার অ্যাম্বার" নামক উচ্ছল প্রণয়-কাহিনী পাঠে মগ্ন। দিনমণি অনেকক্ষণ দিক্‌চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব গগনাভিমুখে উঠে গেছে। ডঃ পুলের ক্লোজ শট্। একটি হরিতাভ টিকটিকি ডঃ পুলের প্রসারিত বাহুর উপর নির্ভয়ে বিচরণ করছে এবং থেকে থেকে সমঝদারের মত মাথা নাড়ছে। ডঃ পুলের হুঁশ নেই, তিনি নিষ্প্রাণবৎ পড়ে আছেন।

সূত্রধার

ঐ যে লোকটি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, ও আর ডঃ আলফ্রেড পুল, ডি. এস. সি, নিশ্চয় একই ব্যক্তি নয়। কারণ নিদ্রা পুনর্জীবন লাভের অন্যতম পূর্বস্থিতি ও আত্মিক শান্তি লাভের উপায় স্বরূপ। নিদ্রার অর্থ হচ্ছে এই যে, যাতে কোন অনামী সত্তা আমাদের দেহের অধীশ্বর হয় (কী ভ্রান্ত ধারণা!), সেইজন্য সাময়িক ভাবে আমরা আর দেহে বাস করব না। এই অনামী সত্তা এই অবকাশে মনে আবার পবিত্র ভাব ফিরিয়ে আনবে এবং দূষিত ক্লেদাক্ত ও আত্মনিগ্রহে জর্জর এই দেহকে গ্লানিমুক্ত করবে।

উদয়াস্ত আপনি প্রকৃতির উপর যাবতীয় উপদ্রব করতে পারেন ও কায়মনোবাক্যে নিজের শুভ্র অমলিন মনুষ্যসত্তাকে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু ক্রূরতম দানবকেও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে প্রসুপ্তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় তার অন্তরস্থ অনুকম্পাবৃত্তি সতর্কদৃষ্টিতে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। জাগ্রত থাকা কালীন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রতিনিয়ত সে যে দুর্নিবার গতিতে সর্বনাশের পানে ধাবিত হয়, রাত্রে আমাদের অন্তরতম এই আত্মঘাতী আকর্ষণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা

করে। তারপর পূর্বাশায় সূর্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আমাদের দানববৃত্তি স্বরূপে প্রকট হয় এবং তার স্বাধীন ইচ্ছা আরও একদিন কত রকমের ছলাকলা প্রদর্শন করে। অবশ্য ইচ্ছা করলে আত্মজ্ঞানোপলব্ধির সূত্রপাতও হয় এবং এই ভাবে সে আত্মমুক্তির সাধনপীঠের প্রথম সোপানের পাদমূলে নীত হয়।

সূত্রধারের বক্তব্যকে ছাপিয়ে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ মঞ্জীর শিঞ্জনবৎ বামা কণ্ঠের লাস্যময় উত্তেজিত হাস্য মুখর হয়ে ওঠে। নিদ্রিত নায়কের নিদ্রাভঙ্গ হয় ও পরমুহূর্তে অধিকতর তীব্র হাস্যের শব্দে তাঁর তন্দ্রাজড়িমা সম্পূর্ণ ভাবে কেটে যায় ও তিনি সচকিত ভাবে উঠে বসে বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবতে থাকেন যে এ তিনি কোথায় এলেন। আবার······আবার সেই খলখল হাস্য। তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে লংশট্। তাঁর গত রাত্রির সেই পিঙ্গলবর্ণা বান্ধবীদ্বয়কে দেখা যায়। দ্রুতগতিতে তারা এক বালুকাস্তূপের অন্তরাল থেকে আবির্ভূতা হয়ে ত্রস্ত পদক্ষেপে কাউন্টি মিউজিয়ামের ধ্বংসস্তূপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। সর্দারও তাদের পিছু পিছু দ্রুতপদে ধ্বংসস্তূপের ভিতর ঢুকে পড়ে। কয়েক পলক মাত্র, তারপরই তিনজন দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিদ্রিত রক্ষীটিও জেগে ওঠে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, "ব্যাপার কী ?"

পুস্তক থেকে মুখ না তুলেই দ্বিতীয় জন জবাব দেয়। "সেই পুরোনো কেচ্ছা।"

তার উক্তির সমর্থনেই যেন মিউজিয়মের ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি ওঠে। রক্ষীদ্বয় নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করে এবং তারপর যুগপৎ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

কাট্ ব্যাক। বিস্ফারিত-দৃষ্টি ডঃ পুল। তিনি চীৎকার করে ওঠেন, "ওঃ ভগবান।" তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলেন।

সূত্রধার

প্রভাত বেলা। তীক্ষ্ণ করাল দ্রংষ্ট্রা ভোগপ্রবৃত্তিকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেবার

পর এখন গুরুভোজন জনিত আলস্য ভর করেছে। জননীর পদপ্রান্তে উপবেশন করে এবং অন্যত্র ভক্তিভাজনদের নিকট থেকে ডঃ পুল যে নীতি-শিক্ষা পেয়েছিলেন, বড় আশা ও ভক্তি ভাব অন্তরে নিয়ে যে শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, বড়ই বিচিত্র ব্যাপার এই যে সে শিক্ষা তাঁর স্মরণপথে উদিত হয় মাত্র তখন, যখন অসংখ্য রতিমূলক জাগর স্বপ্ন তাঁকে আক্রমণ করে। আর প্রত্যেকটি স্বপ্নের পর আসে অনুতাপভাবনা ও তার সহযাত্রী অন্যবিধ মনোভাব। এই চক্র সতত আবর্তিত হয়। আমি বলি এ পালা চলতে থাকুক ; এর ফলে সহজেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কোন্ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে ? "কিন্তু কিছুই সে জানে না ; সে নির্বোধ, সে অজ্ঞ, সে মূর্খ।" বন্ধুবরের কী শোচনীয় দশা ! এই…এই…এবার তাঁর কাছে এমন একজন আসছে, যে তাঁর লুপ্ত অকলঙ্ক মানবতার পুনরুদ্ধারে বিন্দুমাত্র সহায়তা দেবে কি না সন্দেহ।

সূত্রধার যখন অন্তিম বাক্যটি আবৃত্তি করছেন, লুলা সেই সময় দৃশ্যপটে প্রবেশ করে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলে, "আলফি, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।"

কাট্ ব্যাক। রক্ষীদ্বয় তাদের উপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আরোপিত জিতেন্দ্রিয়তার প্রমাণ দেবার জন্য লুলাকে দেখে মুখ বিকৃত করে এবং তারপর পিছন ফিরে কাশতে থাকে।

ডঃ পুল শুধু একবার সেই "পরিতৃপ্ত বাসনার কন্দুকদ্বয়ের" প্রতি অপাঙ্গে তাকিয়ে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে চক্ষু আনত করেন। নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষার জন্য তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়, "সুপ্রভাত, আমি আশা করি তোমার…তোমার সুনিদ্রা হয়েছিল।"

লুলা তাঁর পাশে বসে পড়ে। তারপর তার স্কন্ধে প্রলম্বিত চর্ম নির্মিত বটুয়াটি খুলে তার থেকে আধখানা পাঁউরুটি ও পাঁচ ছয়টি বড় বড় কমলা লেবু বার করে।

তাঁকে বোঝাবার জন্য লুলা বলে, "আজকাল রান্নার পাট তো আর

থাকে না। যত দিন এই গরম হবার পালা থাকে, ততদিন একটানা বনভোজন চলতে থাকে।"

"বেশ বেশ।"

"কালকের রাত্রির পর তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।"

কথাগুলি বলার সময় ডঃ পুলের দিকে তাকিয়ে লুলা আবার তার মোহিনী হাসি হাসে। তার গালের টোল দুটি এক জোড়া খঞ্জনার মত হঠাৎ গোপন স্থান থেকে আবির্ভূত হয়।

বিব্রত ও লজ্জায় আরক্তকর্ণমূল ডঃ পুল তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলেন, "কমলাগুলি তো বেশ বড় বড়! নিউজিল্যাণ্ডে তো চরম জলবায়ু ছাড়া..... "

মধ্যপথে তাঁকে নিবৃত্ত করে লুলা, "এই নাও" বলে তাঁকে একটুকরা মোটা রুটি দিয়ে আর এক টুকরাতে নিজের শুভ্র ও সবল দশনপাঁতি বসিয়ে দেয়। খেতে খেতে ভরা মুখে সে বলে, "রুটিটা ভালই, কি বল? আরে, তুমি খাচ্ছ না কেন?"

ডঃ পুল বুঝতে পারেন যে তিনি ভীষণ ভাবে ক্ষুধার্ত। কিন্তু ভব্যতার খাতিরে সেকথা স্বীকার করা চলে না। তিনি তাই ধীর ভাবে আহারপর্ব শুরু করেন।

লুলা তাঁর গায়ে হেলান দিয়ে তাঁর স্কন্ধে নিজ মস্তক ন্যস্ত করে। তারপর রুটিতে আর এক কামড় লাগিয়ে বলে, "বেশ মজা হয়েছিল, না আলফি?" জবাবের জন্য ভ্রুক্ষেপ না করে সে বলতে থাকে, "তবে অন্য সবার তুলনায় তোমার সঙ্গেই জমেছিল সব চেয়ে বেশী। কী বল, তাই না?"

তাঁর দিকে লুলা স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে।

লুলার দৃষ্টিপথ থেকে ডঃ পুলের মুখমণ্ডলের ক্লোজ শট্। তাঁর চোখেমুখে নৈতিক উদ্বেলতার মর্মান্তিক যাতনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

লুলা চীৎকার করে বলে, "আলফি, তোমার হল কী বল তো?"

অনেকক্ষণ পর কোন প্রকারে তিনি বলেন, "অন্য কোন প্রসঙ্গের চর্চা করাই বোধ হয় ভাল।"

এই অদ্ভুত কথা শুনে লুলা এক ঝটকায় সোজা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের মত ডঃ পুলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে সে মুখ খোলে: "তুমি বড্ড বেশী ভাব। আর ভাববে না মোটেই, ভাবলে আর কেন যেন মজা পাওয়া যায় না।" অকস্মাৎ তার মুখ পাংশু হয়ে যায়। নিম্নকণ্ঠে সে বলতে থাকে, "ভাবলে মনে হয় কী ভীষণ, কী ভীষণ। জীবন্ত শয়তানের হাতে পড়া কী ভীষণ কষ্টের। পলি আর তার বাচ্ছাটার কথা যখন ভাবি…।"

লুলা শিহরিত হয়ে ওঠে। তার চোখ জলে ভরে আসে ও সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

স্ত্রধার

আবার নয়নবারি? ও যে ব্যক্তি-সত্তার নিদর্শন! অশ্রুবিন্দু দেখে হৃদয়ে যে সংবেদনাবন্যা জাগে, তা অপরাধীর ভাব ইত্যাদি সব কিছুকে কোথায় ভাসিয়ে দেয়।

ডঃ পুল রক্ষীদের কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হয়ে লুলাকে নিজের দিকে টেনে নেন এবং ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দেবার মত মৃদু স্বরে লুলাকে প্রবোধ দিতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টা অচিরাৎ ফলবতী হয়। মিনিট দুই তিন পরে দেখা যায় যে সে শান্ত হয়ে ডঃ পুলের হাতে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। লুলা পরম প্রশান্তি ও নির্ভরতা ভরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এবং তারপর চক্ষু উন্মীলিত করে মধুর দৃষ্টিতে মাখা মুখখানি ডঃ পুলের মুখের দিকে তুলে ধরে। পুনরপি তার গণ্ডদেশে সেই টোল দুটি জেগে উঠে দুর্নিবার আকর্ষণে অসঙ্গত রসিকতা করার জন্য যেন হাতছানি দেয়।

"এত দিন ধরে এই আমি চেয়েছি।"

"সত্যি?"

"কিন্তু কখনও এ ঘটেনি—মানে ঘটার উপায় ছিল না। তুমি না আসা পর্যন্ত হয়নি।" ডঃ পুলের গালে সে দুটি ঠোনা মারে। "আহা, তোমার দাড়ি যদি না বাড়ত! বাড়লে কিন্তু তোমাকে ওদের মত দেখাবে। কিন্তু তুমি তো ওদের মত নও। তুমি একেবারে আলাদা।"

"না, তেমন একটা পার্থক্য কই আর ?"

তিনি ঝুঁকে পড়ে তার অক্ষিপল্লবে কণ্ঠে ওষ্ঠে—সর্বত্র চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে দেন। অতঃপর একটু দূরে সরে তার দিকে বলদৃপ্ত বিজয়ী পৌরুষের ভঙ্গিমায় তাকিয়ে থাকেন।

লুলা তার বক্তব্য খোলসা করার জন্য বলে, "মানে ও দিক থেকে পৃথক বলছি না। তফাৎ এইখানে।" তাঁর গালে আরও দুটো আদরের টোকা দিয়ে লুলা বলতে থাকে, "এই যে তুমি আর আমি এক সঙ্গে বসে আছি, গল্প করছি ও আনন্দ পাচ্ছি। অথচ তুমি তুমিই আছ, আমিও আমি আছি। এখানে এটি হবার জো নেই। এখানে শুধু···শুধু···" ওর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়। মুখে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। ফিস ফিস করে সে বলে, "জান, এখানে 'গরমদের' কি অবস্থা হয় ?"

এবার অধিক চিন্তার কুফল সম্বন্ধে বলার পালা ডঃ পুলের। লুলার আচরণের প্রতিবাদ তিনি কেবল মুখে করেন না, করেন মুখে মুখে।

আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক যুগলের ক্লোজ শট্। রক্ষীদ্বয় বিতৃষ্ণা ভরে এ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা যখন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করছে, তখন আর একজন রক্ষী প্রবেশ করে। শৃঙ্গের মুদ্রা করে বলে, "মহামান্য যাজক-প্রধানের নির্দেশ। তোমাদের কার্য সমাপ্ত। তোমরা এখন সদর কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করবে।"

ডিজলভ্। ক্যানটরবারি জাহাজের দৃশ্য। জনৈক আহত নাবিককে ধীরে ধীরে জালিবোট থেকে জাহাজের ডেকে উঠান হচ্ছে। তার কাঁধে এখনও একটি তীরে লেগে আছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার শরসন্ধানবিদ্যার আর এক জোড়া শিকারও ডেকের উপর শায়িত। এরা হচ্ছেন ডঃ কুডওয়ার্থ এবং কুমারী হুক। ডঃ কুডওয়ার্থের বাঁ পা থেকে রক্ত ঝরছে এবং কুমারী হুকের দক্ষিণ বাহুতে একটি তীর দৃঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। ডাক্তার তাঁদের দেখার জন্য আনত হবার সময় তাঁর মুখমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হল। সে মুখে চিন্তা ও বিমর্ষতা ফুটে রয়েছে।

আর্দালীকে মর্ফিয়া আনার হুকুম দিয়ে তিনি স্বগতোক্তির মত বলেন, "যত শীঘ্র সম্ভব মহিলার উপর অস্ত্রোপচার হওয়া প্রয়োজন।

এদিকে বাইরে হাঁক ডাক পড়ে গেছে। অকস্মাৎ ইঞ্জিন ধক্ ধক্ করে ওঠে এবং নোঙরের শিকল ওঠাবার শব্দ পাওয়া যায়।

কুমারী এথেল হুক চক্ষু মেলে চতুর্দিকে তাকান। তাঁর পাণ্ডুর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেমে আসে। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে তিনি বলেন, "ওকে ফেলে রেখে আপনারা জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি? না না, এ হতে পারে না—এ হতে পারেনা।" তিনি স্ট্রেচার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু নড়া-চড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত যন্ত্রণা হয় যে গোঙাতে গোঙাতে তিনি আবার পড়ে যান।

ডাক্তার তাঁকে বলেন, "শান্ত হোন, শান্ত হোন।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুমারী হুকের বাহুতে এলকোহল মর্দনক্রিয়া চালাতে থাকেন।

তবু ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি প্রতিবাদ করেন, "ও বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। ওরা এত সহজে কি আর ওকে মেরে ফেলেছে?"

"আহা, চুপ করুন!" বলে ডাক্তার তাঁর আর্দালীর হাত থেকে সিরিঞ্জটি নিয়ে কুমারী হুকের বাহুতে তার সুঁচটি বসিয়ে দেন।

শিকল জড়ানোর ঘটাং ঘটাং শব্দ প্রবলতর হতে থাকে।

ডিজলভ্। লুলা উঠে বসে বলে, "বড্ড খিদে পেয়েছে।"

কাঁধের বটুয়া খুলে লুলা বাকী খাবার বার করে এবং রুটিটিকে দুভাগে ভেঙ্গে বড় টুকরাটি ডঃ পুলকে দিয়ে সে নিজে ছোটটির সদ্ব্যবহারে মন দেয়। একগ্রাস খেয়ে দ্বিতীয়বার রুটিতে কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ তার ইচ্ছা পালটে যায়। সঙ্গীর দিকে ফিরে তার হাতখানা ধরে তাতে সে চুমু খায়।

ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, "বলি ব্যাপার কী?"

লুলা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "জানি না। এমনি, ইচ্ছে হল তাই।" আবার নীরবে সে আহারে মনঃসংযোগ করে। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে সে ডঃ পুলের দিকে তাকায়। তার চোখ-মুখের হাব-ভাব দেখে মনে হয় যেন এক্ষুনি সে অভাবনীয় রূপে একটা বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছে।

গুরুতর গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করার মত গম্ভীর কণ্ঠে সে ঘোষণা করে, "আলফি, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে হ্যাঁ বলতে পারব না।"

ডঃ পুলের বুকের ভিতর সপ্ত সিন্ধু গর্জে ওঠে। আবেশগ্রস্ত ভাবে তিনি তার দুই করপল্লবকে নিজ বক্ষের সঙ্গে চেপে ধরেন। ধীরে ধীরে তিনি উচ্চারণ করেন, "জীবনের তথ্য এতক্ষণে যেন আমি বুঝতে পারছি।"

"আমিও।"

সে তাঁর ক্রোড়ে ঢলে পড়ে। কৃপণ যেমন থেকে থেকে বারবার তার সঞ্চিত অর্থকে একটি একটি করে অতীব যত্নে গোনে, ডঃ পুলও তেমনি লুলার কোঁকড়া চুলে প্রেমভরে অঙ্গুলি চালনা করতে থাকেন। স্বর্ণাভ কেশরাশিকে তবকে তবকে পৃথক করেন·········সাপের ফণার মত প্রতিটি গুচ্ছকে টেনে টেনে সোজা করেন; কিন্তু নিঃশব্দে তারা আবার গুটিয়ে পুনরায় ফণার আকার ধারণ করে কোন্ অদৃশ্য সাপুড়ের বাঁশীর সুরে নাচতে থাকে।

সূত্রধার

এই ভাবে ভাবালুতার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার খেয়া বেয়ে অবশেষে এরা দুজন এমন এক সমন্বয়ের ঘাটের পুনরাবিষ্কার করেছে, যার ভিতর রাসায়নিক তত্ত্ব ও প্রাতিস্বিক তথ্য—উভয়ের সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং একেই আমরা এক পতি-পত্নী ভিত্তিক বিবাহ ও রোমান্টিক প্রেমের আখ্যা দিয়ে থাকি। লুলার ক্ষেত্রে হর্মোন স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়েছিল; আর ডঃ পুলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব হর্মোনের সঙ্গে একটা রফা করতে পারছিল না। কিন্তু এবার এক মহত্তর সমগ্রতার সূত্রপাত হয়েছে।

ডঃ পুল তাঁর পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে কাল অগ্নিকুণ্ড থেকে যে ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থখানি উদ্ধার করেছিলেন, সেটি টেনে বার করেন। বই-এর পৃষ্ঠা খুলে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করেন:

'তাহারই অঙ্গ-আবরণ হতে ঝরে পড়ে মৃদু গন্ধ
বায়ু ভরে কাঁপে অলকদলের অজানা সুরের ছন্দ।
যে মাধুরী আজ ভেসে চলে তার সুমন্দ সমীরণে
সে মাধুরী বুঝি স্বাক্ষর রাখে আত্মা-অন্বেষণে ।
সে মাধুরী যেন বোধের অতীত সে যেন তুষারস্মৃতি
বুকে বাজে তার জীবন-পরশ শুভ্র শিশির গীতি।'

"কি পড়ছ, এই!" লুলা প্রশ্ন করে।

"তোমার কথা গো, তোমার কথা!" ডঃ পুল আনত হয়ে তার স্বর্ণাভ চিকুর চুম্বন করেন। তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে আবৃত্তি করেন, "সে মাধুরী বুঝি স্বাক্ষর রাখে আত্মা-অন্বেষণে"। "আত্মা" কথাটি তিনি আবার জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন।

লুলা বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করে, "আত্মা কাকে বলে?"

"আত্মা হচ্ছে…" ইতস্তত করে তিনি থেমে যান। তারপর মনস্থ করেন যে শেলীর মুখেই এর জবাব শোনা ভাল। সুতরাং আবার তিনি আবৃত্তি আরম্ভ করেন:

'ও যেন দাঁড়িয়ে আছে
প্রেম ও জীবন-প্রবাহের আরো কাছে।
ও যেন অরুণ আলোর বিভায় রচিত অমর প্রাণ,
গতিশীলতার গান।
ক্ষয় আছে তার লয় তার নাই তবু
কেউ কি দেখেছ চির নূতনের এমন প্রতিমা কভু?
সে যেন রে কোন্ সোনালী স্বপন, সে যেন স্বর্গভূমি,
শাশ্বত প্রেম উজ্জ্বল হয়ে যেখানে রয়েছে চুমি।'

লুলা কিন্তু অনুযোগ করে বলে, "আমি তো এর একটি কথাও বুঝতে পারছি না।"

সস্মিত বদনে ডঃ পুল তার কাছে সরে এসে বলেন, "আজকের আগে

পর্যন্ত আমিও বুঝতাম না।"

ভিজলভ্। দুই সপ্তাহ পর। ধূম রৌরব নরকের বহির্দৃশ্য। কয়েক শত শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত পুরুষ ও অপরিচ্ছন্ন-দেহ নারী দুই সারিতে ভিতরের ধর্মবেদীর কাছে পৌঁছাবার জন্য অপেক্ষা করছে। ক্যামেরার মুখ দীর্ঘ সারির সকলের উপর ঘুরতে থাকে। অসংখ্য নিষ্প্রভ ও অপরিচ্ছন্ন মুখ। ডঃ পুল ও লুলার কাছে এসে ক্যামেরা থামে। তাঁরা দ্বারপথ অতিক্রম করার উপক্রম করছেন।

ভিতরে নিস্তব্ধতা থমথম্ করছে। মাত্র ক'দিন পূর্বে যাদের রক্তের অণু-পরমাণুতে যৌবনের ঝটিকা উঠেছিল এবং যারা বিলাস ও রঙ্গভঙ্গের উচ্ছলতায় লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত ব্যোম মার্গে মুক্ত বিহার করছিল, তারা এখন বিমর্ষ ও হৃতপ্রভ আকৃতিতে জোড়ায় জোড়ায় ক্লান্ত পদক্ষেপে বেদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একপক্ষ কাল পূর্বে যে বিরাট মোমবাতিটি বেদীর উপর জ্বালান হয়েছিল, আজ সেটির শেষ অবস্থা। যাজক-প্রধানের শূন্য সিংহাসনের পাদমূলে পরিত্যক্ত সপ্তম কম্যাণ্ডমেণ্টের স্তূপ পড়ে আছে। মিছিল অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে "গণ-নৈতিকতা নিয়মাধীশ" প্রত্যেক পুরুষকে একটি করে এপ্রন এবং প্রত্যেক নারীকে একটি করে এপ্রনের সঙ্গে আরও চারটি করে বৃত্তাকার বস্ত্রখণ্ড দেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককেই তিনি বলতে থাকেন, "পাশের দরজা দিয়ে বেরোও।"

লুলা ও ডঃ পুল যথাবিধি পাশের দরজা দিয়ে বেরোন। বাইরে সূর্যালোকে একদল পরিচারক ব্যস্তভাবে সূঁচ সুতা নিয়ে কাজ করে চলেছে। কটি-বন্ধনীর সঙ্গে তারা এপ্রন জুড়ে দিচ্ছে এবং পাজামার পিছনে ও জামার সামনে বৃত্তাকার বস্ত্রখণ্ড সেলাই করে লাগিয়ে দিচ্ছে।

ক্যামেরা লুলার কাছে এসে স্থির হয়। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা মাত্র তিনজন নবীন বয়স্ক পরিচারক তার সঙ্গ নেয়। লুলা তার এপ্রনটি একজনের হাতে দেয় এবং বস্ত্রখণ্ড দুটি বাকী দুজনে নেয়। তিনজনে একযোগে কাজ

আরম্ভ করে দেয় এবং অতি দ্রুত তাদের কাজ সমাপ্ত হয়। না না, এবং না।

"পিছনে ফের দেখি।"

লুলা শেষ বস্ত্রখণ্ড জমা দিয়ে নির্দেশ পালন করে এবং যতক্ষণে এপ্রন বিশেষজ্ঞরা তার কাছ থেকে ডঃ পুলের দিকে এগিয়ে যায়, তার মধ্যে—বোধ হয় আধ মিনিটের ভিতর—পরিচারকটির দক্ষ হাতের সূচীকর্মের কারিগরির ফলে লুলার সামনের দিকের মতই পিছন দিকেও নিষেধাজ্ঞার রক্তিম বিজ্ঞপ্তি জ্বলজ্বল করে উঠে।

"হুঁ, দেখি তো!"

"দেখি তো একবার!"

কাজ শেষ করে পরিচারকটি দুপা পিছিয়ে গিয়ে চিত্রশিল্পীর মত ভঙ্গীতে নিজ শিল্পকর্ম নিরীক্ষণ করতে থাকে। না, না। কাট্ ব্যাক। পরিচারকরা যুগপৎ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে। তারপর তারা বেদীর ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

"পরের জন এস এবার।"

কসাইখানাযাত্রী গরুর মত নিতান্ত ক্লান্ত ও হতাশ দৃষ্টিতে সেই মুলাট্টো যুবতীদ্বয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে।

কাট্। এপ্রন পরিহিত ডঃ পুল। একপক্ষকাল ক্ষৌরকর্মের অভাবে মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল। তিনি অপেক্ষারত লুলার কাছে এসে পৌছান।

খন্‌খনে স্বরে একজন আদেশ করে, "এই দিকে।"

মৌনভাবে আর একটি সারির পিছনে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ান। দুই তিনশত নরনারী শ্রান্ত ক্লান্তভাবে দণ্ডায়মান। পূর্ব বিভাগীয় অধিকর্তার সহায়ক এঁদের কাজের বিলি বন্দোবস্ত করছেন। ত্রিশৃঙ্গ শিরোভূষণ শোভিত আড়ম্বরপূর্ণ বেশবাস পরিহিত সেই মহান ব্যক্তি কতিপয় দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট যাজক পরিবেষ্টিত হয়ে একটি বিরাট টেবিল অলঙ্কৃত করে বসে আছেন। টেবিলের একপাশে কয়েকটি লৌহ-নির্মিত ফাইল কেবিনেট রয়েছে। এগুলি প্রভিডেন্সিয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিসের ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে শম্বুক গতিতে এগোতে এগোতে অবশেষে ডঃ পুল ও লুলা কর্তৃত্বের গোমুখীর সম্মুখে উপস্থিত হন। পূর্ব বিভাগীয় অধিকর্তার বিশেষ সহায়ক মহোদয়ের ক্লোজ শট্। তিনি ডঃ পুলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে ডঃ পুল যেন দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ধ্বংসস্তূপে অবস্থিত খাদ্য উৎপাদন অধিকর্তার কাছে যান এবং সেখানে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রবরকে একটি গবেষণাগার ও বৃক্ষ রোপণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এক টুকরা জমি দেওয়া হবে। এছাড়া শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্য তিনি চারজন পর্যন্ত শ্রমিক নিতে পারবেন।

একজন যাজক তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন, "হ্যাঁ, চারজন পর্যন্ত শ্রমিক পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য সাধারণতঃ…"

লুলা একটু অনধিকার চর্চা করে। অনাহূতভাবে সে বলে ওঠে, "দয়া করে আমাকে ওখানকার শ্রমিকের কাজ দেবেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়া করে।"

প্রধান অধিকর্তার বিশেষ সহায়ক মহোদয় এক মর্মভেদী দৃষ্টি হানেন। তারপর যাজকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, "এই অপবিত্র নরকের দ্বারটি কে?"

জনৈক যাজক ফাইল থেকে লুলার কার্ডটি টেনে বার করে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। বয়স আঠার, এখনও বন্ধ্যা, উল্লিখিত নরকের দ্বারটি একবার অসময়ে একটি কুখ্যাত "গরমের" সঙ্গে মাখামাখি করেছিল। লোকটি গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করায় পরে তাকে খতম করে দেওয়া হয়। অবশ্য এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত তেমন কিছু এ যাবৎ পাওয়া যায় নি এবং এর আচরণও মোটামুটি সন্তোষজনক। গত বছর নরকের দ্বারটিকে সমাধিস্থল খনন কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং আগামী বৎসরও ওকে ঐ জাতীয় কাজে পাঠান উচিত।

"আমি কিন্তু আলফির সঙ্গে কাজ করতে চাই।" লুলা প্রতিবাদের সুরে তার বক্তব্য পেশ করে।

প্রথম যাজক গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে এটা গণতান্ত্রিক দেশ…"

প্রথম জনের কথার সূত্র ধরে দ্বিতীয় জন গুরুগম্ভীর চালে বলেন, "এমন এক গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে প্রতিটি সর্বহারা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করে।"

"সত্যকার স্বাধীনতা।"

"সর্বহারাদের নির্দেশ পালন করার স্বাধীনতা।"

"আর সর্বহারার বাক্য মানে শয়তানের কণ্ঠরব।"

"এবং নিঃসন্দেহে শয়তানের কণ্ঠের অর্থ গীর্জার আদেশ।"

"আর আমরা তো এখানে গীর্জারই প্রতিনিধি।"

"তা হলে বুঝলে তো এবার ?"

অবুঝ নারী তবুও জিদ করে। "কবর খুঁড়ে খুঁড়ে আমি হাঁপিয়ে গেছি। একটু পরিবর্তনের জন্য আমি অন্য কিছু—প্রাণবন্ত কোন কিছু খুঁড়তে চাই।"

চতুর্দিকে একটা থমথমে নীরবতা ছেয়ে আসে। প্রধান অধিকর্তার বিশেষ সহায়ক মহোদয় উপবিষ্ট অবস্থাতেই একটু ঝুঁকে চেয়ারের নীচে থেকে এক ভয়াল দর্শন চাবুক বার করে সামনের টেবিলের উপর রাখেন। তারপর অধস্তন যাজকদের সম্বোধন করে বলেন, "আমার ভুল হলে সংশোধন করে দিও। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে কোন নরকের দ্বারকে সর্বহারাদের স্বাতন্ত্র্যাধিকার প্রত্যাখ্যান করার প্রতিটি অপরাধের জন্য পঁচিশ ঘা চাবুক লাগানই বোধহয় নিয়ম।"

আবার নীরবতা। বিবর্ণ ও বিস্ফারিত নেত্র লুলা সেই পীড়ন যন্ত্রটির দিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই ভয়ে শিহরিত ও কম্পিত দেহে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বার কয়েক সে মুখ খোলে; কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। গলার ভিতরটা তার ভারী ভারী ঠেকে। তাই বার দুয়েক ঢোক গিলে অবশেষে কোন মতে বলে, "আমি প্রতিবাদ করব না। আমি সত্য সত্যই স্বাতন্ত্র্য চাই।"

"সমাধিখনন-কার্যে যাবার স্বাতন্ত্র্য ?"

লুলা সম্মতিসূচক ভাবে মস্তক আন্দোলিত করে।

"বাঃ! এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!" বিশেষ সহায়ক মহোদয় সহাস্য বদনে মন্তব্য করেন।

লুলা ডঃ পুলের দিকে ফিরে তাকায়। কয়েক মুহূর্ত তারা নীরব দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখমণ্ডল অবলোকন করে।

অবশেষে শুষ্ক কণ্ঠে লুলা বলে, "তাহলে আসি আলফি!"

"এস।"

আরও কয়েকটি মুহূর্ত ঐভাবে কেটে যায়। তারপর ডঃ পুলের বিগত বহু মধুর রজনীর নর্মসহচরী আনত দৃষ্টিতে নীরব ভাষে মন্দ গতিতে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

বিশেষ সহায়ক মহোদয় ডঃ পুলকে সম্বোধন করে বলেন, "নাও, এবার কাজের কথা হক। আগেই তোমাকে বলেছি যে দুজনের বেশী মজুর তুমি পেতে না। বুঝলে তো কথাটা?"

ডঃ পুল ঘাড় কাত করেন।

ডিজলভ্। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের দৃশ্য। একদা এখানে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা প্রাথমিক জীববিদ্যা অধ্যয়ন করত। গবেষণাগারের উপযুক্ত টেবিল, বুনসেন বার্নার, নিক্তি, ইঁদুর ও গিনিপিগদের খাঁচা, এবং ব্যাঙাচি রাখার কাঁচের জলাধার ইত্যাদি সবকিছুই আছে। তবে তার উপর পুরু ধূলার আস্তর এবং ঘরের ভিতর এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আধ ডজন কঙ্কাল পড়ে আছে। কঙ্কালগুলির সঙ্গে জরাজীর্ণ স্ল্যাকস্, সোয়েটার, নাইলনের মোজা ও কিছু রত্নভূষণ এবং যুবতীদের কঞ্চুল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং ডঃ পুল ও তাঁর পিছনে খাদ্য উৎপাদন অধিকর্তা প্রবেশ করেন। অধিকর্তা মহাশয় প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু তুষারশুভ্র। পরনে রয়েছে হাতে কাটা সূতার পাজামা এবং স্ট্যাণ্ডার্ড এপ্রন ও এমন একটি কাটা ছাঁটা কোট, যা এককালে নিশ্চয় কোন বিংশ শতাব্দীর সিনেমা ম্যানেজারের ইংরেজ খানসামার অঙ্গের শোভা বর্ধন করত।

অধিকর্তা মহাশয় কৈফিয়তের সুরে বলেন, "জায়গাটা একটু নোংরা বোধহয়। তবে বিকেলের মধ্যে এইসব হাড়টাড় সাফ করিয়ে দেব এবং

পরিচারিকারা কালকে টেবিল ইত্যাদি ঝেড়ে ঝুড়ে মেঝেটা ধুয়ে দেবে।"

ডঃ পুল বলেন, "বেশ, বেশ, ঠিক আছে।"

ডিজলভ্। এক সপ্তাহ পরে আবার সেই কামরা। নরকঙ্কালগুলি আর মেঝেতে পড়ে নেই এবং পরিচারকদের কৃপায় ঘরের আসবাব পত্র, দেওয়াল, মেঝে—সব ঝকঝক্ করছে। তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ পুলের গবেষণাগারে পদার্পণ করেছেন। চতুঃশৃঙ্গধারী মহামান্য যাজক-প্রধান অত্যন্ত জমকালো পোশাক পরে উপবিষ্ট এবং তাঁর পাশে রয়েছেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নৌসেনার কোন রিয়ার এডমিরালের এক প্রস্থ পুরাতন পোশাক পরিহিত পদমর্যাদার ভারে গুরুগম্ভীরবদন সর্দার। রাষ্ট্র ও গীর্জার প্রধানদ্বয়ের কাছ থেকে বেশ খানিকটা সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্য-উৎপাদন অধিকর্তা বসে আছেন। আজও তাঁর অঙ্গের শ্রীবর্ধন করছে সেই খানসামার কাট-ছাঁট করা কোটটি। তাঁদের দিকে মুখ করে এমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ডঃ পুল বসে আছেন, যেন ফরাসী আকাদমীর কোন সদস্য বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিজের সর্বাধুনিক অবদানের বিবরণ পেশ করবেন।

"এবার তাহলে শুরু করা যাক?" ডঃ পুল প্রশ্ন করেন।

গীর্জা এবং রাষ্ট্রের প্রমুখদ্বয় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারপর ডঃ পুলের দিকে তাকিয়ে একযোগে সম্মতিসূচক অঙ্গভঙ্গী করেন। ডঃ পুল নোটবুক খুলে চশমাটা ঠিক করে নেন।

উচ্চকণ্ঠে ডঃ পুল পড়া শুরু করেন: "দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় ভূমির ক্ষয় ও বৃক্ষলতার রোগ সম্বন্ধে মন্তব্য। কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে প্রাথমিক বিবরণী ও ভবিষ্যতের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা সংযুক্ত। লেখক ডঃ আলফ্রেড পুল, ডি. এস. সি, অকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক।"

ডিজলভ্। নেপথ্যে ডঃ পুলের পাঠ শ্রুতিগোচর হতে থাকে এবং পর্দার উপর সান্ গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালাসানুদেশের দৃশ্য ভেসে ওঠে। ইতস্তত কয়েকটি কাঁটা মনসার গাছ ছাড়া উপলপূর্ণ প্রান্তর সম্পূর্ণ ঊষর। উজ্জ্বল

রবিকর সত্ত্বেও সমস্ত অঞ্চলে যেন মরণের করাল ছায়া পড়েছে মনে হয়। প্রতি-নিয়ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত জলধারা ভূমিক্ষয় করার জন্য ধরণীর বক্ষে বহুল-সংখ্যক শাখাপ্রশাখা যুক্ত পয়ঃপ্রণালীর বহিঁরেখা জেগে উঠেছে। এর কতকগুলি নূতন এবং কতকগুলি গভীর ভাবে ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করে ফেলেছে। একটি বিশাল ভবনের ধ্বংসাবশেষের অর্ধেক ইতিপূর্বে ধরাগর্ভে চলে গেছে। বাকী অর্ধেক এমন একটুকরা মাটির উপর কাত হয়ে রয়েছে, যার উপর ঐ জাতীয় বিচিত্র চিত্রণকলার নিদর্শন পূর্ব হতেই জাজ্বল্যমান। পর্বতের পাদদেশের প্রান্তরভূমিতে কতকগুলি মৃত আখরোট বৃক্ষের উর্ধ্ব ভাগ মাত্র বৎসরের পর বৎসর জলধারাবাহিত শুষ্ক পঙ্কস্তরের উপর জেগে আছে।

নেপথ্যে ডঃ পুলের উচ্চকণ্ঠের স্বর গম্ গম্ করে ওঠে:

"প্রকৃত অবস্থায় দুটি পরস্পর সম্পর্কিত অঙ্গের সম্বন্ধ পারস্পারিক হিতের আধারে গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে পরজীবীর বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে একটি অঙ্গ অপরটির শোষণ করে বিকশিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই একতরফা সম্বন্ধ উভয় তরফের পক্ষেই মারাত্মক বলে সিদ্ধ হয়। কারণ আশ্রয়দাতার মৃত্যুতে তার হত্যাকারী পরজীবীর অবলুপ্তিও অবধারিত। কিন্তু আধুনিক মানব এবং এই সেদিন পর্যন্ত তারা নিজেদের যার প্রভু বলে মনে করত, তাদের সেই বাসভূমি গ্রহটির সম্বন্ধ সেরকম ছিল না। তাদের পারস্পারিক সম্বন্ধ কতকটা ক্রিমি কীট ও ব্যাধিগ্রস্ত কুকুরের মত, অথবা বিষাক্ত ছত্রক ও রোগগ্রস্ত আলুর মত।"

কাট্ ব্যাক। সর্দারের মুখমণ্ডলের ক্লোজ আপ। দীর্ঘ বিজৃম্ভণের কারণ তার ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত শ্মশ্রু গুম্ফজালের ভিতরে স্ফীত রক্তিম বর্ণ অধর ও ওষ্ঠের বাঁধ খুলে যায়। ডঃ পুল যথারীতি পড়ে চলেছেন: "মদমত্ত আধুনিক মানব এইভাবে অভ্রান্ত সত্য উপেক্ষা করে চলল যে প্রাকৃতিক সম্পদের যদৃচ্ছ অপচয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের সভ্যতা এবং এমন কি তাদের সমগ্র প্রজাতির অবলুপ্তি অবধারিত। মূঢ় মানব যুগ যুগ ধরে এই ভাবে মহীতল লুণ্ঠন করতে লাগল যে ..."

"একে আর একটু সংক্ষিপ্ত করতে পার না?" সর্দার প্রশ্ন করল।

ডঃ পুল অন্তরে অন্তরে বেশ আহত হলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ে গেল যে একদল বর্বরের হাতে তিনি বন্দী মাত্র। গবেষণা কার্যের জন্য

তাঁর যেটুকু স্বাধীনতা, তাও সাময়িক। সুতরাং মনোভাব গোপন করে তিনি একটু ফ্যাকাশে হাসি হাসেন। তারপর বলেন, "আর বেশী হাঙ্গামা না করে বৃক্ষলতার ব্যাধি সম্পর্কিত অধ্যায়টি শুরু করলেই বোধ হয় ভাল হয়।"

সর্দার বলেন, "একটু কাট-ছাঁট করার জন্য তুমি যাই কর না কেন, আপত্তি নেই।"

"অধৈর্য ভাব শয়তানের একটি প্রিয় অবগুণ।" যাজক-প্রধান যেন ধর্মসূত্র ঘোষণা করেন।

ডঃ পুল ইতিমধ্যে তিন চার পৃষ্ঠা উলটিয়ে আবার পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।

"প্রমুখ খাদ্যদায়ী বৃক্ষলতাগুলি সম্পূর্ণ নীরোগ হলেও মাটির এই অবস্থায় বিঘা পিছু ফলন অবিশ্বাস্য রকমের কম হবে। আর বৃক্ষলতা নিরোগ হবার কথা এ অবস্থায় কল্পনা করা যায় না। ক্ষেত্রস্থ শস্য পর্যবেক্ষণ করার পর, বিভিন্নস্থানে গুদামজাত খাদ্যশস্য, ফল ও কন্দ ইত্যাদি নিরীক্ষণের পর এবং প্রাক্ মহাপ্রলয় আমলের একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষলতার নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এই এলাকার বৃক্ষলতার এই সব বিভিন্ন প্রকারের রোগের মূলে একটি মাত্র কারণ বিদ্যমান। আমার মতে এতদঞ্চলের যাবতীয় উদ্ভিদকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিষাক্ত ছত্রকবোমা বীজাণুবাহী গ্যাস এবং নানা প্রকারের দূষিত ও মারাত্মক কীটাণু প্রয়োগে রোগগ্রস্ত করা হয়েছে। নচেৎ গিবেরেলা সবিনেটি, পুকসিনিয়া গ্রেমিনিস, ফাইটপ্‌থরা ইনফেম্‌টেন্‌স্‌, সিন্‌চিট্রাইযাম্‌ এণ্ডোবাওটিকাম্‌ ইত্যাদি রোগের বিকট প্রাদুর্ভাবের কারণ কী? আর ব্যাসিলাস য়্যামিলোভোরাস্‌, ব্যাসিলাস ক্যারোটোভোরাস্‌, সিউডোমোনাস্‌ সিট্রি, সিউডোমোনাস্‌ টিউমে-ফ্যাসিএনস্‌ এবং ব্যাক্‌টেরিয়াম…"

ডঃ পুলের আবৃত্তি ভাল ভাবে জমবার পূর্বেই যাজক-প্রধান বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, "তবুও তুমি বলবে যে ওরা শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি?" তার পর সখেদে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বাকীটুকু শেষ করেন, "আশ্চর্য! এই রকম উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও যে কি করে গোঁড়ামির পাল্লায় পড়ে এ

রকম অন্ধ হয়ে যায়, তা বুঝি না...”

অধৈর্য ভাবে আবার সর্দার বলে ওঠে, “আরে, এ সব তো আমাদের জানা কথা। এখন এই সব কচ্‌কচি বাদ দিয়ে আসল কাজের কথায় আসা যাক। কথা হচ্ছে এই যে এর জন্য এখন কি করতে হবে?”

ডঃ পুল একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে ধীর ভাবে বলেন, “এ কাজ বহুদিনের এবং অতীব কষ্টসাধ্য।”

অধৈর্য সর্দার বলে, “কিন্তু আমি তো এখনই অধিক পরিমাণে খাদ্য চাই। এ বছর খাদ্য-উৎপাদন না বাড়ালে চলবে না।”

কথঞ্চিৎ শঙ্কিত হলেও ডঃ পুল একথা বলতে বাধ্য হন যে দশ বার বৎসরের পূর্বে রোগ প্রতিরোধক্ষম বৃক্ষলতার প্রজনন বা তাদের নিয়ে গবেষণা করা অসম্ভব। আর এ দিকে ভূমির প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। প্রচণ্ড বেগে এর উপরিভাগ ক্ষয়ে যাচ্ছে। সর্বশক্তি নিয়োগে এই ক্ষয় বন্ধ করতে হবে। কিন্তু জমিতে বাঁধ দেওয়া, তাকে সমতল করা ও ক্ষেত থেকে জলনিকাশের ব্যবস্থা করে তাতে জৈব সার প্রয়োগ করে উর্বর করে তোলা শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং এ কাজে বহু বৎসর সময় লেগে যাবে। অথচ অবিলম্বে এর থেকে আয়ের সম্ভাবনা নেই। এমন কি প্রাচীন যুগে যখন জনবল ও যন্ত্রশক্তির অপ্রতুলতা ছিল না, তখনই মানুষ ভূমির উর্বরাশক্তি বজায় রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে নি।

তাঁর উক্তি খণ্ডন করে যাজক-প্রধান বলেন, “পারে নি একথা বলা চলে না। আসলে তারা এ চায় নি। দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর থেকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় পর্যন্ত তাদের সময় বা সাধন-সামগ্রীর অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতির ঘোর প্যাঁচ নিয়েই মেতে রইল। এর ফল হল কী?” তাঁর স্থূল করাঙ্গুলিতে তিনি এক এক করে গণনা করা আরম্ভ করলেন। “ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগে পড়ল। রাজনৈতিক বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং তার পরিণাম স্বরূপ আরও উৎকট জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হল। এবং অবশেষে এল মহাপ্রলয়। আর এই ভাবে আত্মঘাতী হওয়া তাদের মনঃপূত হল কেন?

কারণ শয়তানের অভিপ্রায় ছিল ঐ রকম, কারণ শয়তান তাদের উপর ভর করেছিলেন। কারণ…"

বাধা দিয়ে সর্দার হাত তুলে বলে, "আঃ হা হা হা। একটু থামুন আপনি। এ তো আর আস্তিক্য-দর্শন বা অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বক্তৃতাসভা নয়। আমরা এখন একটা কিছু করতে চাই।"

ডঃ পুল বলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে একটা কিছু করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।"

"কত সময় ?"

"ধরুন ভূমিক্ষয় বন্ধ করতে বছর পাঁচেক লাগল। তারপর বছর দশেকে মাটি কাজ চলা গোছের হবে। বিশ বছরে কোন কোন এলাকা প্রাচীন উর্বরা শক্তির শতকরা সত্তর ভাগ হয়ত ফিরে পাবে। পঞ্চাশ বছরে…"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাজক-প্রধান বলেন, "পঞ্চাশ বছরে বিকারের গতি বর্তমান অবস্থা থেকে দ্বিগুণ হবে। আর একশ বছর পর শয়তান পূর্ণ ভাবে বিজয়ী হবেন—হ্যাঁ পূর্ণ ভাবে।" খল শিশুর মত শেষের কথাটির পুনরাবৃত্তি করে তিনি খিল খিল করে হেসে ওঠেন। শৃঙ্গের মুদ্রা করে তিনি আসন ছেড়ে উঠে পড়েন এবং চলতে চলতে শেষ কথা বলে যান, "তবে ইতিমধ্যে এ ভদ্রলোক যা পারেন করুন। আমার তাতে পূর্ণ সমর্থন আছে।"

ডিজলভ্। হলিউডের সেই সমাধিস্থল। ইতিপূর্বে এখানকার যে সকল স্মারকস্তম্ভ আমরা দেখেছি, তার ট্রাক্ শট্।

হেড্‌ডা বড্‌ডির প্রস্তর মূর্তির মিডিয়ম ক্লোজ শট্। ক্যামেরার মুখ মূর্তির উপরিভাগ থেকে নামতে নামতে তার পাদমূলে উৎকীর্ণ লেখার উপর কয়েক লহমার জন্য স্থির হয়ে থাকে।

"…জনসাধারণের হৃদয়সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী।
দাঁড়াও ক্ষণেক ওগো পথিকপ্রবর।"

নেপথ্যে কোদাল চালাবার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তারপর ঝুরঝুর করে বালি মাটি ও নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

ক্যামেরা পিছনে সরে আসে। একটি তিন ফিট গর্তের ভিতর দাঁড়িয়ে লালু ক্লান্তভাবে কোদাল চালাচ্ছে দেখা যায়। কারও পদধ্বনি শুনে সে উপরের দিকে তাকায়। স্থূলাঙ্গী ফ্লসি দৃশ্যপটে প্রবেশ করে।

"ঠিক আছে সব?"

কোন কথা না বলে লুলা শুধু মাথা নাড়ে। তারপর হাতের উল্টা পিঠে স্বেদাক্ত ললাট একবার মুছে নেয়।

"মৃতদেহ দেখতে পেলে আমাদের খবর দিও।"

খিন্ন স্বরে লুলা বলে, "এখনও ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

কি যেন কিসের আনন্দে ডগমগ হয়ে ফ্লসি বলে, "লেগে থাক পাগলী। সমস্ত জোর লাগাও ওর পিছনে। দেখিয়ে দিতে হবে যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম যায় না।" সোৎসাহে সে বলে চলে, "তাহলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তোমাকে হয়ত নাইলনের মোজা রাখার অনুমতি দেবে। এই দেখ এই জোড়া আমি আজ সকালে পেয়েছি।"

পকেট থেকে সে বহু-আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি বার করে। বুড়ো আঙুলের কাছে একটু সবুজ রঙের বিবর্ণতা। এ ছাড়া মোজা জোড়া প্রায় নূতনের মত আছে।

প্রলুব্ধ কামনায় লুলার চোখ দুটি চক্‌চক্ করে ওঠে। মুখে সে বলে "কী সুন্দর!"

মোজা জোড়া পকেটে পুরতে পুরতে ফ্লসি বলতে থাকে, "তবে গয়নাগাঁটির দিক থেকে আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। একটি বিয়ের আঙটি আর এক চিলতে বাজে ব্রেসলেট! ব্যাস, এই। দেখা যাক, এটা যেন আমাদের নিরাশ না করে।"

কথা বলতে বলতে ফ্লসি জনসাধারণের হৃদয়সম্রাজ্ঞীর মর্মর উদরদেশ বাজাতে থাকে।

"নাঃ, এবার ফিরে যেতে হবে। ঐ যে সেই লাল রঙের ক্রশটা আছে না, তার নীচে যে মেয়েটির কবর, আমরা সেটা খুঁড়ছি। সেই যে উত্তর দিকের ফটকের কাছে বড় কবরটা।"

লুলা মাথা নাড়ে।

"কাজ শেষ হলেই এখানে চলে আসব, বুঝলে ?"

"অতি বিচিত্র, তব শিঙ্ চিত্র" গানের কলিটি গুন গুন করতে করতে ফ্লসি চলে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লুলা আবার কর্মে আত্মনিয়োগ করে।

অকস্মাৎ অত্যন্ত মধুরস্বরে কে যেন তার নাম ধরে ডাকে।

অতিমাত্রায় সচকিত ভাবে সে যেদিক থেকে সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, সেই দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিপথ থেকে ডঃ পুলের মিডিয়ম শট্। রুডলফ ভ্যালেন্টীনোর সমাধির পিছন থেকে তিনি সতর্ক পদক্ষেপে লুলার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কাট্ ব্যাক্। লুলার মুখ।

তার সর্বাঙ্গে যেন হিমানীস্রোত বয়ে যায়। একবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই তার মুখমণ্ডল মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে পড়ে। করযুগল দ্বারা সে নিজ বক্ষদেশ চেপে ধরে। তারপর প্রায় অশ্রুতিগোচর স্বরে মন্ত্রমুগ্ধের মত সে উচ্চারণ করে, "আলফি !"

ডঃ পুল দৃশ্যপটে প্রবেশ করেন এবং লাফিয়ে কবরের মধ্যে নেমে পড়ে কোন কথাবার্তা না বলেই লুলাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। মাদকতা-বিহ্বল দীর্ঘ চুম্বন। বেপথুমতী লুলা মধুর আবেশে তার দেহবল্লরীকে ডঃ পুলের স্কন্ধে এলিয়ে দেয়।

ধরা ধরা গলায় লুলা ধীরে ধীরে বলে, "আমি ভেবেছিলাম আর বুঝি আমাদের দেখা হবে না।"

"আমাকে কি ভাব ?"

আবার চুম্বন। ডঃ পুল লুলার কাঁধ দুহাতে ধরে তাকে দেখতে থাকেন। মুক্তা-বিন্দুর মত দু ফোঁটা অশ্রু তার গণ্ডদেশ বেয়ে নীচে পড়ছে। স্ফুরিত অধর থেকে থেকে ঈষৎ প্রকম্পিত হয়ে আবার থেমে যাচ্ছে।

"একী ? তুমি কাঁদছ কেন ?"

"জানি না।"

"তোমাকে আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।"

লুলার গলার স্বর ফোটে না। সে শুধু মাথা নাড়ে।

"হাসো, একটুখানি হাসো তুমি।"

"পারছি না।"

"হাসো হাসো। আমি আবার ওদের দেখব।"

"কি দেখবে?"

"হাসো বলছি!"

ঈষৎ চেষ্টার পর অনুরাগের স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে লুলার রমণীয় আনন ভাস্বর হয়ে ওঠে। বহুদিনের দুঃখের বোঝা অপসৃত হওয়ায় তার গালের টোল দুটি আবার রাহুমুক্ত শশীর মত হেসে ওঠে।

উল্লাসে ডঃ পুল চীৎকার করে ওঠেন, "ঐ তো, ঐ তো।"

অন্ধরা যেমন করাঙ্গুলিস্পর্শে ব্রেল পদ্ধতিতে রচিত পুস্তক পাঠ করে, তেমনি ভাবে ডঃ পুল লুলার গণ্ডদেশে সোহাগ ভরে হাত বুলোতে লাগলেন। লুলা আরও স্বাভাবিক ভাবে হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। ডঃ পুলের অঙ্গুলিস্পর্শে তার গালের টোল দুটি আরও গভীর হয়। এ দৃশ্য দেখে ডঃ পুলও উল্লসিত হয়ে হেসে ওঠেন।

সেই মুহূর্তে আবার দূর থেকে "অতি বিচিত্র, তব শিঙ্‌ চিত্র" গানের গুঞ্জন শোনা যায়। গুঞ্জন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

লুলার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। নিম্নস্বরে সে বলে "পালাও, পালাও শিগ্‌গির।"

আশ্চর্য রকমের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডঃ পুল কবরটির ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

স্থূলাঙ্গী ফ্লসি যখন দৃশ্যপটে পুনঃপ্রবেশ করে, তখন দেখা যায় যে ডঃ পুল বেশ একটা নির্লিপ্ত ভাব মুখে এনে জনসাধারণের হৃদয়সাম্রাজ্ঞীর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর নীচে লুলা পাগলের মত কোদাল চালিয়ে যাচ্ছে।

লুলাকে উদ্দেশ্য করে ফ্লসি বলে, "এই, তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আর আধঘণ্টার পর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাবার জন্য আমরা কাজ বন্ধ করব।"

তারপর অকস্মাৎ ডঃ পুলের উপর চোখ পড়ায় সে বিস্ময়সূচক অস্ফুট ধ্বনি ব্যক্ত করে।

ডঃ পুল বিনম্রভাবে বলেন, "সুপ্রভাত।"

চতুর্দিকে নীরবতা। ফ্লসি একবার ডঃ পুল এবং তারপর লুলাকে দেখে এবং পুনর্বার লুলার মুখের থেকে ডঃ পুলের মুখের দিকে তাকায়। অবশেষে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে প্রশ্ন করে, "এখানে কি করছ?"

"আমি সেণ্ট আজাজেলের দিকে চলেছি। যাজক-প্রধান আমাকে খবর পাঠিয়েছেন যে 'ইতিহাসে শয়তানের হাত' সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেবেন, তা যেন আমি শুনি।"

"সেণ্ট আজাজেলে যাবার ভাল রাস্তা খুঁজে পেয়ছ দেখাছ।"

"আমি তো এখানে সর্দারকে খুঁজছি।"

"তা তিনি এখানে নেই।"

আবার নীরবতা।

অবশেষে ডঃ পুল বলেন, "তাহলে তো আমাকে একাই যেতে হবে। তোমাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়ে আটকিয়ে রাখা আর উচিত হবে না। আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার, নমস্কার।" শেষের কথাগুলি তিনি স্বাভাবিক ভাবে বলার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ মুখের ভাবে সে রকম অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না।

উভয়কে অভিবাদন করে তিনি সহজ নিস্পৃহতার ভঙ্গীতে রওনা হলেন।

ফ্লসি তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর লুলার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করে বলল, "বলি শুনছ খুকুমণি?"

কোদাল চালান বন্ধ করে লুলা উপরের দিকে তাকাল। নিরীহ গোবেচারীর মত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কি হয়েছে?"

ফ্লসি ভেঙচিয়ে উঠল, "কি হয়েছে?" তারপর ধমকের স্বরে বলল, "ন্যাকা কোথাকার! বলি তোমার এপ্রনে কি লেখা আছে?"

লুলা এপ্রনের দিকে তাকায়। তারপর ফ্লসির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে। তার বিব্রত মুখখানি আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

স্থুলাঙ্গী আবার ধমকে ওঠে, "কানের মাথা খেয়েছ নাকি? কি লেখা আছে ওতে?"

"না।"

"বুকের দুধারে?"

"না।" লুলা আর একবার বলে।

"আর পিছনের ঐ দুটুকরো কাপড়ে?"

"না!"

ফ্লসি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "না, না, না, না, না। আর আইনে না বলার অর্থ হল না-ই। এর মানে আমি যতটা জানি, তুমিও ঠিক ততটাই জান। জান কি না বল?"

কোন কথা না বলে লুলা শুধু ঘাড় নাড়ে।

"ঘাড় নাড়লে হবে না। বল জানি, বল!"

অবশেষে লুলা একেবারে জড়িত স্বরে বলে, "হ্যাঁ, জানি।"

"বেশ, তাহলে একথা আর বোলোনা যে তোমাকে সতর্ক করা হয়নি। ফের যদি ঐ বিদেশী 'গরমটা' তোমার আশে পাশে ঘুর ঘুর করে, তাহলে আমাকে খবর দিও। আমি ওকে মজা টের পাইয়ে দেব।"

ডিজলভ্। সেণ্ট আজাজেল গীর্জার অভ্যন্তরভাগ। একদা লেডি অফ গুয়াডালুপের এই গীর্জার তেমন কিছু পরিবর্তন হয় নি। ভজনালয়ের ভিতর সেণ্ট জোসেফ, ম্যাগডানেল, পত্নয়ার সেণ্ট এন্থনি, লীমার সেণ্ট রোজ ইত্যাদির প্লাস্টার নির্মিত মূর্তি তেমনি অবিকৃত রয়েছে। শুধু মূর্তিগুলিকে লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে ও তাদের মাথায় শিঙ্ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রার্থনা-বেদীর কোন রকম হেরফের করা হয়নি। শুধু ক্রুশটিকে সরিয়ে তার বদলে সিডার কাষ্ঠ খোদাই করে নির্মিত দুটি বিরাট আকারের শিঙ্ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিঙ্ দুটিতে আঙটি হাতঘড়ি ব্রেসলেট ঘড়ির চেন কর্ণাভরণ গলার হার ইত্যাদি কত কী ঝুলছে। এগুলি কবর খোঁড়ার সময় বা পুরাতন অস্থি পঞ্জরের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল।

গীর্জার ভিতর গুটি পঞ্চাশ ছাত্রের সঙ্গে প্রথম সারির মাঝখানে ডঃ পুল উপবিষ্ট। তাঁর শ্মশ্রু গুম্ফ অপ্রতিহত বেগে বেড়ে গেছে। সকলে ধর্মবেদীর দিকে মস্তক অবনত করে আছে। বেদীর উপর যাজক-প্রধান তাঁর বক্তৃতার শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন :

"প্রকৃতির বিধানে ইচ্ছা থাকলে প্রত্যেকেই যেমন বাঁচতে পারত, তেমনি শয়তানের রাজ্যে প্রত্যেককে নির্ঘাত মরতে হবে। আমেন।"

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। তারপর সর্দার-পড়ুয়া উঠে দাঁড়ায়। পঞ্চাশটি পশুলোমের পোষাকে প্রচণ্ড খস্ খস্ শব্দ তুলে ছাত্ররা দুই দুই জন করে সারি বেঁধে নিখুঁত ভব্যতা সহকারে পশ্চিম দরজার দিকে এগোয়।

ডঃ পুল তাদের অনুগমন করার উপক্রম করছিলেন ; এমন সময় শিশু-সুলভ কণ্ঠে তাঁর নামোচ্চারণ হতে শুনে ফিরে দাঁড়ান।

পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, যাজক-প্রধান প্রার্থনা-বেদীর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

ডঃ পুল তাঁর কাছে পৌঁছানর পর সেই মহামহিমান্বিত ব্যক্তি তাঁকে বললেন, "বক্তৃতা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী ?"

"অতি চমৎকার।"

"তোষামোদ করছ না তো ?"

"না, না। একেবারে খাঁটি কথা।"

প্রসন্ন হাস্যে যাজক-প্রধানের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "শুনে সুখী হলাম।"

"উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ধর্ম সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বিশেষ ভাবে আমার ভাল লেগেছে। জেরিমিয়া থেকে বুক অফ জজেস-এর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ—ব্যক্তি আধারিত এবং সেই জন্য বিশ্বজনীন বিচার-ধারার পরিবর্তে জাতীয় এবং সেই জন্য সর্বনাশা মতবাদের প্রতি আকর্ষণের অতীব প্রাঞ্জল বর্ণনা আপনি করেছেন।"

মাথা নেড়ে যাজক-প্রধান বলেন, "হ্যাঁ, সব কিছুর মূলে তো এই। ব্যক্তি-মানবের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা থাকলে বিশ্বমানবতা বোধও জাগ্রত হত এবং তার

ফলে প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যযুক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হত। উপরিউক্ত অবস্থায় মক্ষিকুল সম্রাটের আর অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রাষ্ট্র ধর্ম রাজনৈতিক দল ইত্যাদি বহু সুহৃদ শয়তানের প্রতি সহৃদয়তা দেখাল। তিনি তাদের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীকে কাজে লাগালেন। তিনি তাদের আদর্শবাদ ভাঙিয়ে তাঁর কার্য উদ্ধার করলেন। যে সময় পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার হয়েছিল, সে সময় তাঁর প্রভাবে জনগণের মন খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীরও পূর্বের মানুষের দোসর হয়ে পড়েছিল।"

ডঃ পুল এবার বলেন, "তারপর আপনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তাও আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি কিভাবে প্রত্যেক পক্ষকে কেবল অপরের দুর্গুণ গ্রহণ করার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তার চাঞ্চল্যকর বিবরণ শুনে চোখ খুলে গেছে। এইজন্য প্রাচ্য, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে তার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, রণসম্ভার উৎপাদন কলা, চলচ্চিত্র এবং মার্কসবাদ গ্রহণ করল এবং পশ্চিম পূর্বের কাছ থেকে নিল তাদের স্বেচ্ছাচার-বৃত্তি, কুসংস্কার এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে মানব সমাজ উভয় দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় অবগুণগুলিই গ্রহণ করে।"

যাজক-প্রধান সশঙ্ক ভাবে বললেন, "উঃ, ওরা যদি দু' তরফের সুগুণসমূহ গ্রহণ করত, তাহলে কী বিপদ হত বল তো! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সন্মার্গগামী করার জন্য যদি প্রাচ্য আত্মজ্ঞান চেষ্টা করত, পশ্চিমের প্রাতিস্বিকতা যদি পূর্বদেশীয় সর্বাত্মকবাদের ভিত্তিমূল শিথিল করতে পারত, তাহলে তো ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হত।" ধর্মভীরু যাজক-প্রধান শিহরিত ভাবে মস্তক আন্দোলিত করে আবার বলেন, "উঃ, তাহলে তো ধরাতলে স্বর্গরাজ্য নেমে আসত। রক্ষা যে শয়তানের প্রভাব সেই অপর শক্তির কর্মকুশলতার চেয়ে অধিক মাত্রায় সক্রিয় ছিল।"

কথা শেষে স্বস্তির আনন্দে খিক্ খিক্ করে হেসে তিনি ডঃ পুলের স্কন্ধদেশে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত করে তাঁর সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তন করার কামরার দিকে এগোতে লাগলেন। চলতে চলতে তিনি বললেন, "বুঝলে পুল, তোমাকে

আমার বেশ লাগে।”

প্রশংসায় বিব্রত ডঃ পুল আমতা আমতা করেন।

“তুমি বুদ্ধিমান ও উচ্চশিক্ষিত। তুমি এমন অনেক জিনিস জান, যা আমাদেরও অবিদিত। তুমি আমার এবং আমাদের গোষ্ঠীর বেশ কাজে লাগতে পার, আর আমিও তোমার উপকারে লাগতে পারি।” আর একটু খোলসা করে তিনি বলেন, “অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের একজন হতে।”

“আপনাদের একজন?” ডঃ পুল যেন ঠিক বুঝতে পারেন না।

“হ্যাঁ, আমাদেরই একজন।”

এবার যেন ডঃ পুল ইঙ্গিতটি বুঝতে পারেন। তাঁর মুখের ক্লোজ আপ। অকস্মাৎ তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। স্নায়বিক বিকারগ্রস্তের মত তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, “ও!”

যাজক-প্রবর বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বলেন, “তোমার কাছে লুকিয়ে ছাপিয়ে তো লাভ নেই—এই অস্ত্রোপচার একেবারে বেদনাশূন্য বা বিপদাশঙ্কা-রহিত নয়। তবে যাজক হবার লাভ এত বেশী যে তার অনুপাতে এই সামান্য দৈহিক কষ্ট বা ঝুঁকি নেওয়া কিছুই নয়। এছাড়া আমাদের একথা ভুললে চলবে না…”

“কিন্তু ধর্মাবতার…” ডঃ পুল প্রতিবাদ করে ওঠেন।

যাজক-প্রবর তাঁর স্থূল স্বেদসিক্ত হাত তুলে বলেন, “থাম। আগে কথাটা শুনে নাও।” তাঁর মুখের ভাব এমন কঠোর হয়ে ওঠে যে ডঃ পুল অনতিবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

“মাফ করুন আমাকে।”

“তথাস্তু পুল, তথাস্তু।”

আবার তাঁর মুখমণ্ডলে বরাভয়দায়ী প্রসন্নহাস্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

“হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তুমি যদি এই সামান্য শারীরিক সংস্কারের প্রস্তাবে রাজী হও, তাহলে দেখবে যে সাধারণ একজন পুরুষ অবধারিত ভাবে যে সব প্রলোভনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে, তুমি তা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।”

ডঃ পুল মাথা নেড়ে বলেন, “তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবে নিজের

সম্বন্ধে আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে…”

গুহ্যাতিগুহ্য ধর্মসূত্র ব্যাখ্যা করার মত ভঙ্গীতে যাজক-প্রধান বলেন, “দৈহিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে কোন বিষয়ে কথা দিতে পারে না।”

সমাধিক্ষেত্রে লুলার সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ায় ডঃ পুল আরক্তিম হয়ে ওঠেন।

“একথা কি জোর করে বলা যায় যে সর্বাবস্থায় এ নীতি সত্য ?” প্রতিবাদ করলেও ডঃ পুলের স্বরে যেন দৃঢ়তা নেই।

যাজক-প্রধান মাথা নেড়ে বলেন, “এসব ব্যাপারে সাধারণতঃ নীতিবাক্য অভ্রান্ত বলেই পরে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর যারা এই জাতীয় প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়, তাদের কি অবস্থা হয় শোন। তাদের জন্য জবরদস্ত চাবুক আর জ্যান্ত কবর দেবার দল সদাই প্রস্তুত। এবং সেই জন্য তোমার নিজের স্বার্থে, তোমার ভবিষ্যত সুখ ও মানসিক শান্তির জন্য আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি—না, না, শুধু পরামর্শ নয়, আমি তোমাকে মিনতি কবছি যে তুমি আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত হও।”

অখণ্ড স্তব্ধতা নেমে আসে। ডঃ পুল ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকেন। অবশেষে তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়, “আমাকে আর একটু ভাবতে দিন।”

“আরে, নিশ্চয় নিশ্চয়। এক সপ্তাহ পরে তোমার মত জানিও। কি বল ?”

“এক সপ্তাহ ? এত তাড়াতাড়ি বোধহয় মনস্থির করতে পারব না।”

“আচ্ছা বেশ, দু সপ্তাহ। কী, কম হল ? তাহলে চার সপ্তাহ, আচ্ছা না হয় ছয় সপ্তাহ সময়ই নাও। আমার কোন তাড়া নেই। আমি শুধু তোমার মঙ্গলের কথা ভাবছি।” ডঃ পুলের কাঁধে আদর করে আর একটা চাপড় মেরে তিনি বক্তব্যের উপসংহার করেন, “হ্যাঁ, শুধু তোমার হিতের কথা।”

ডিজলভ্। ডঃ পুল তাঁর পরীক্ষামূলক উদ্যানে টম্যাটোর চারা লাগাচ্ছেন। পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁর কপিশ বর্ণের শ্মশ্রু বেশ দীর্ঘ হয়েছে এবং টুইডের কোট ও ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট পূর্বাপেক্ষা

অপরিষ্কার হয়ে পড়েছে। তাঁর গায়ে একটি ধূসর বর্ণের হাতে কাটা সুতার জামা এবং স্থানীয় কারিগর দ্বারা প্রস্তুত মৃগচর্মের পাদুকা।

শেষ চারাটি লাগাবার পর তিনি ঋজুভাবে দাঁড়ান এবং আড়মোড়া ভেঙে কিছুক্ষণ বেদনাগ্রস্ত পৃষ্ঠদেশ মালিশ করেন। তদনন্তর ধীর পদক্ষেপে উদ্যানের অন্তিম প্রান্তে গিয়ে নির্বাক ভাবে নৈসর্গিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে লং শট্। পরিত্যক্ত কারখানার গৃহ এবং বহু ধ্বংসোন্মুখ কুটির। দূর পৃষ্ঠভূমিতে পূর্বদিকে ক্রমশঃ হ্রস্বকায় ও তরঙ্গিত পর্বতমালা। পর্বতগুলির মাঝে মাঝে নীল ছায়া এবং অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাভ আলোকে উন্নতোদর মুকুরে প্রতিফলিত বস্তুনিচয়ের সুস্পষ্ট অথচ অখর্বিত ও সুন্দর প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ঠিক সম্মুখে সৌরকিরণের সমতলপ্রায় রেখা শুষ্ক ও তৃণপত্রবিহীন ভূমির উপরেও এমন নয়নাভিরাম ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করছে যে মনে হয় কোন অলোকসামান্য প্রতিভাধর শিল্পীর উৎকীরণ-কলার অত্যুত্তম নিদর্শনের প্রদর্শনী সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

সূত্রধার

মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন মনে হয়, এ বিশ্ব যেন আপন মনে নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরীটির মত রূপসজ্জা করেছে, বোধহয় ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুর ভিতর এক সচেতন মন অকস্মাৎ বিশ্বপ্রকৃতির সকল প্রকার বহিরাবরণ নিঃশেষে অপসারিত করে তার অন্তর্নিহিত এক অপার্থিব সত্যের সুষমা প্রকাশ করছে। দেখতে ইচ্ছুক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের কাছেই শুধু এ রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হয়। আজ তেমনি একটি দিন।

ডঃ পুলের ওষ্ঠ স্পন্দিত হয়। আমরা তাঁর নিম্নকণ্ঠের আবৃত্তি শুনতে পাই :

'প্রেম-আনন্দ সুন্দর, কভু মরণ লভে না জানি
সে তো শুধু আনে অমরত্বের বাণী।
ইন্দ্রিয়বোধ মুছে ফেলে দিয়ে আরো কোন দূরলোকে
এরা চলে যায়, রূঢ় আলোকের সকল কালিমা ঢেকে।'

পিছন ফিরে তিনি উদ্যানের প্রবেশ-পথের দিকে পদচারণা আরম্ভ করেন। উদ্যানের প্রধান অর্গল উন্মুক্ত করার পূর্বে তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিক অবলোকন করেন। কোথাও কোন শত্রুভাবাপন্ন প্রহরীদৃষ্টি নেই। তবু আর একবার চারিধারে তাকিয়ে তিনি দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়েন এবং তারপরই বালুকাস্তূপের ভিতর এক সর্পিল পথরেখা ধরে অদৃশ্য হয়ে যান। আবার তিনি আবৃত্তি আরম্ভ করেন :

'আমি ধরিত্রী জননী তোমার
আমার দেহের দানে
উদ্ধত এই বনস্পতিরা জীবনের রস আনে।
তোমরা দেখেছ তারি প্রশাখায় হিমেল বাতাস বয়
সুকঠিন কাঠ সে কোন পরশে হল বুঝি প্রাণময়।
আমি ধরিত্রী, আমার বক্ষ মেঘপুঞ্জের মত
মুঠো মুঠো করে জীবন ভরেছে আনন্দে প্রাণীরা যত।'

পায়ে চলা পথ ছেড়ে ডঃ পুল বড় রাস্তায় এসে ওঠেন। রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট ঘরবাড়ীর সারি। প্রত্যেক বাড়ির পাশে গ্যারেজ ঘর এবং সামনে একটুকরা পতিত জমি। একদা ঐ জমির পুষ্পপত্রের শোভা মনোহরণ করত। "মুঠো মুঠো করে জীবন ভরেছে আনন্দে প্রাণীরা যত"—কথা কয়টির তিনি পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁর বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, ক্ষোভে তিনি মাথা নাড়েন।

সূত্রধার

আনন্দ? কিন্তু আনন্দকে তো বহুদিন পূর্বে কণ্ঠরোধ করে বধ করা হয়েছে। এখন তো শুধু বাকী আছে দানবের অট্টহাস্য, কশাঘাতে পীড়িত নারীদের সকরুণ ক্রন্দন, আর আঁধারচারী বাসনোন্মত্ত যুগল মূর্তির অট্টরোল। আনন্দের অধিকারী তো হয় তারাই, যারা বিশ্ববিধানের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নেয়। তোমাদের মত বুদ্ধিমদমত্ত, যারা ভাবছ যে

এই বিশ্ববিধানেরও সংস্কার করবে, তোমাদের মত ক্রোধান্ধ বিদ্রোহী দুর্বিনীতদের কাছ থেকে আনন্দ মায়া-মরীচিকার মত খরবেগে দূর থেকে দূরান্তরে সরে যাচ্ছে। আর তোমাদের এই ঘৃণ্য ছলাকলার পরিণাম ভোগ করা যাদের বিধিলিপি, তারা তো এর অস্তিত্বেই সংশয় প্রকাশ করবে। প্রেম আনন্দ ও শান্তি—এসব হচ্ছে তোমাদের আত্মারূপী দিব্য শিখার স্নিগ্ধ কিরণ, তোমাদের ও বিশ্বসংসারের মূল তত্ত্ব। কিন্তু দানব-মনের পরিণাম, বানরোচিত অহংমন্যতা ও বিদ্রোহের নিশ্চিত পরিণতি হচ্ছে ঘৃণা নিরবিচ্ছিন্ন অশান্তি এবং চিরস্থায়ী দুঃখদুর্দশা। এই অবস্থার পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে পুরাতন স্থিতি অপেক্ষা অধিকতর উন্মত্ত নারকীয় যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্তে আত্ম-নিমজ্জন।

ডঃ পুল এগিয়ে চলেছেন। তিনি গুণ গুণ করছেন ঃ

'এই পৃথিবী ব্যাধের লীলাভূমি,
জীবনতরু থেকে—
তাইতো বুঝি প্রেমের দেবী গেছেন ডেকে ডেকে।
এখানের এ মাঠে মাঠে তাই
বুলবুলিদের মিঠে গানের স্বর যে মোটেই নাই।'

সূত্রধার

কাঠুরিয়ার হাতে শাণিত পরশু, নিষ্ঠুর জল্লাদের হস্তে খড়্গ, ব্যাধের করে বীতংস ও তার তূণে বিষাক্ত তীর।

অকস্মাৎ অকারণে ডঃ পুলের শিরায় শিরায় তরল তড়িৎ খেলে যায়। তিনি শিহরিত হয়ে ওঠেন। মনে হয় যেন কোন অশরীরী বিভীষিকা তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি পদযুগলের গতিবেগ বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তিনি গতিরুদ্ধ করে পুনরায় চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টিপাত করেন।

সূত্রধার

একদা পঁচিশ লক্ষ মানবের লীলাভূমি এই নগরের বর্তমান অধিবাসীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে কয়েক সহস্র মাত্র। ফলে এখানে কর্মচাঞ্চল্য বা জীবনস্পন্দন কোথায়? চতুর্দিকে মৃত্যুশীতল নিথর নিস্তব্ধতা। জীবনসমুদ্র এখানে নিস্তরঙ্গ, প্রাণশক্তির উত্তাল বীচিবিক্ষোভ এখানে নেই। আভিজাত্যের এই বিশাল ধ্বংসস্তূপে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী শ্মশান-শান্তি যেন কার বিরুদ্ধে নীরব ষড়যন্ত্র করছে।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িতহৃদয় ডঃ পুল প্রধান পথ ছেড়ে ১৯৯৩ নং গ্যারেজে উপনীত হবার সুঁড়ি পথ ধরেন। গ্যারেজের বিশাল কবাট দুটি মরচে ধরা কব্জার উপর নিজের ভারেই খাড়া আছে। তার ফাঁক দিয়ে ডঃ পুল ভিতরে প্রবেশ করলেন। ছায়ান্ধকার ঘরটির ভিতরে কেমন কটু গন্ধ। গ্যারেজের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি ছিদ্রপথে বাণপ্রস্থী সূর্যের একটি তির্যক রশ্মি পড়েছে। তারই আলোকে একটি চার দরজা বিশিষ্ট সুপার ডি লাক্স সিডান বডি শেভ্রোলে মোটরের সম্মুখভাগস্থ চাকা দেখা যায়। গাড়ীর পাশে মেঝের উপর দুটি কঙ্কাল পড়ে আছে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এবং অপরটি নিঃসন্দেহে কোন শিশুর। চারটির ভিতর যে দরজাটিতে মরচে ধরেনি, তার হাতল ঘুরিয়ে ডঃ পুল মোটরটির ভিতর ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে যেন মিলিয়ে যান।

"লুলা!"

তিনি গুঁড়ি মেরে ভিতরে প্রবেশ করে পিছনের জরাজীর্ণ আসনে লুলার পার্শ্বে উপবেশন করে তার হস্ত নিজ হস্তে ধারণ করেন।

"প্রিয়তমে!"

লুলা নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকায়। তার চোখে ভীতির পূর্বাভাস।

"যাক, শেষ পর্যন্ত তাহলে তুমি পালিয়ে আসতে পেরেছ?"

"ফ্লসি কিন্তু এখনও সন্দেহ করে।"

"চুলোয় যাক ফ্লসি!" ডঃ পুলের কণ্ঠে নিরুদ্বিগ্নতা ও আশ্বাস দেওয়ার সুর।

লুলা বলতে থাকে, "ও কত কি জিজ্ঞাসা করছিল। আমি বলে এসেছি যে স্ট্যাঁচ আর ছুরি কাঁটা যোগাড় করতে যাচ্ছি।"

"অথচ তুমি কিন্তু এখানে আমাকে ছাড়া আর কিছুই পেলে না।"

প্রেমহাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল ঝকমক করে ওঠে এবং তিনি লুলার করপল্লব তাঁর ওষ্ঠের দিকে আকর্ষণ করেন। লুলা কিন্তু মাথা নেড়ে অমত জানায়।

"আলফি লক্ষ্মিটি। না, না।"

তার স্বর অনুনয়পূর্ণ। ডঃ পুল উদ্যত ইচ্ছা দমন করে তার হাত ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখেন।

"তবুও তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালবাস। তাই না?"

ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার ধীরে ধীরে দৃষ্টি আনত করে।

• "আমি জানি না আলফি, আমি জানি না।"

স্থির কণ্ঠে ডঃ পুল বলেন, "আমি জানি আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি জানি আমি তোমার সাহচর্য চাই, চিরকাল তোমাকে আমার পাশে পাশে চাই। চিরকাল…চিরকাল ..যতদিন না মরণ এসে আমাদের পৃথক করে।" তাঁর কণ্ঠে এমন একনিষ্ঠ প্রেমের স্বর রণিত হয়ে ওঠে, যেন কোন কামুকের অন্তর্মুখী বাসনা অকস্মাৎ জাদুমন্ত্রপ্রভাবে দেহাতীত প্রেমে নবজন্ম লাভ করছে।

লুলা আবার মাথা নাড়ে।

"আমি শুধু এইটুকু জানি যে আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়।"

"বাজে কথা ছেড়ে দাও।"

"না, না। বাজে কথা নয়। এখন আমার এখানে থাকা উচিত নয়। এর আগে এভাবে এখানে আসাও উচিত হয়নি। আইনবিরুদ্ধ কার্য এ। এ মানুষের ধারণা ও চিন্তা বিরুদ্ধ। এ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ।" ক্ষণকাল থেমে আবার সে রুদ্ধকণ্ঠে কথা বলা শুরু করে। তার মুখমণ্ডলে আর্তির ম্লান বিষণ্ণ ছায়া: "কিন্তু তাহলে কেন তিনি আমার হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধে এমন ভাব দিলেন? কেন তিনি আমাকে ওদের মত…ওদের মত…?" সে জঘন্য শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারে না। তাই ও প্রচেষ্টায় ইতি দিয়ে স্খলিত স্বরে

আবার সে বলতে থাকে, "ওদের একজনকে আমি জানতাম। তোমারই মত মধুর মাদকতাভরা ছিল সে। কিন্তু ওরা তো তাকে মেরে ফেলেছিল।"

অধীর ভাবে ডঃ পুল বলেন, "অন্য লোকের কথা ভেবে লাভ কী? এখন নিজেদের কথা চিন্তা করা যাক। কি করে আমরা সুখী হতে পারি, তার কথা ভাবতে হবে। তুমাস আগেকার কথা মনে পড়ে? আমরা কত সুখী ছিলাম! এদিকে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে···ওদিকে মসীকৃষ্ণ ছায়ায় ভরা গভীর আঁধার! আর···আর সেই 'সে মাধুরী বুঝি স্বাক্ষর রাখে আত্মা অন্বেষণে!' "

"কিন্তু তখন তো আমরা অন্যায় করিনি।"

"এখনও তো করছি না।"

"না, না। এখনকার কথা ভিন্ন।"

"না, ভিন্ন নয়।" তিনি জেদ ধরেন, "তখন যা করেছিলাম, এখনও তো তার থেকে কিছুই ভিন্ন লাগছে না। আমারও না, তোমারও না।"

লুলা প্রতিবাদের স্বরে বলে, "অসম্ভব!" কণ্ঠস্বরের তীব্রতা দিয়ে বুঝি সে বিরোধী-পক্ষকে স্বমতে আনয়ন করবে।

"অসম্ভব নয়, সত্য।"

"না, বলছি অসম্ভব।"

"সম্পূর্ণ সম্ভব। এক্ষুনি তুমি একথা স্বীকার করেছ। তুমি ঐ ওদের মত নও। ঈশ্বরের দয়ায়—"

"আলফি!"

অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায় শিহরিতা লুলা যন্ত্রচালিতের মত শৃঙ্গের মুদ্রা করে।

ডঃ পুল বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলতে থাকেন, "ওরা দানবে পরিণত হয়ে গেছে; কিন্তু তোমার রূপান্তর হয় নি। তুমি এখনও মানুষই আছ—স্বাভাবিক মানুষ। মানবের স্বাভাবিক ভাবনা ও অনুভূতি তোমার ভিতর সক্রিয় রয়েছে।"

"না, আমি আর মানুষ নেই।"

"কে বলেছে? নিশ্চয় মানুষ আছ।"

"মিথ্যা কথা।" আর্তকণ্ঠে লুলা চীৎকার করে ওঠে, "কিছুতেই নয়, কখনও নয়।"

দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলে, "উনি আমাকে মেরে ফেলবেন।"

"কে, কে মারবে শুনি?"

লুলা ধীরে ধীরে মাথা তুলে সশঙ্ক দৃষ্টিতে মোটরের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে, "উনি। আমরা যা-ই করি না কেন, উনি সব জানতে পারেন। এমন কি আমরা যা কিছু চিন্তা বা অনুভব করি, সবই ওঁর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

ডঃ পুল বলেন, "আচ্ছা, না হয় জানলই। কিন্তু ক্ষতি কি তাতে?" গত কয়েক সপ্তাহে ডঃ পুলের শয়তান সম্বন্ধীয় উদার প্রোটেস্ট্যাণ্ট মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। "কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা যদি শুদ্ধ হয় এবং আমরা যদি সত্য পথে চলি, তবে ও আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

"কিন্তু সত্য পথ কোন্‌টা?"

দুই এক মুহূর্ত ডঃ পুল কোন কথা না বলে শুধু তার দিকে সস্মিত বদনে তাকিয়ে থাকেন। অবশেষে তিনি বলেন, "এসময় এখানে এ-ই সত্য।"

কথা বলতে বলতে তাঁর ভুজদ্বয় লুলার কণ্ঠ বেষ্টন করে এবং তিনি তাকে সপ্রেমে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।

"না, না। আলফি, না!"

ভয়াতুর লুলা বৃথাই তাঁর আলিঙ্গনপাশ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে।

তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "এ-ই হচ্ছে সত্য। তবে সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় এ সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে এ- সত্য। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে একমাত্র সত্য।"

তাঁর কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর বেজে ওঠে। অনিশ্চয়তা এবং অসংলগ্নতাপূর্ণ জীবনে ইতিপূর্বে কদাপি এরকম স্পষ্টভাবে তিনি কিছু ভাবেন নি বা এরূপ দৃপ্ত পদক্ষেপে কোন কর্ম করেন নি।

অকস্মাৎ লুলা সকল প্রতিরোধবাসনায় জলাঞ্জলি দেয়।

"আলফি, তুমি কি সত্য সত্যই জান যে এসব ভাল? একেবার সঠিক ভাবে জান যে এতে দোষ নেই?"

"এতে যে দোষ নেই, এ একেবারে ধ্রুব সত্য।" নবজাত আত্মপ্রত্যয়-শক্তির অভিজ্ঞতায় পূর্ণতঃ ওতপ্রোত হয়ে তিনি লুলার প্রশ্নের উত্তর দেন। তারপর প্রেমভরে লুলার কুঞ্চিত কেশদাম নিয়ে খেলা করতে করতে উদাত্ত মধুরস্বরে আবৃত্তি শুরু করেন:

"স্বর্গীয় বিভা, ফুলের কামনা,
রূপ রস গন্ধের প্রেমময় সাকার প্রতিমা।
সোনালী স্বপনে মাখা কল্পনা,
বসন্ত, যৌবন আর প্রভাত সখি, তোমার উপমা।"

মধুর আবেশে বিহ্বলকণ্ঠ লুলা অনুচ্চ স্বরে বলে, "থেমো না গো, আরও··· আরও বল।" তার চক্ষুপল্লব স্বপ্নমায়ায় নিমীলিত হয়। তার মুখমণ্ডলে ভবযন্ত্রণামুক্ত ব্যক্তির অতীন্দ্রিয় সুষমা।

ডঃ পুলের কণ্ঠবীণা আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে:

'আমাদের কলগুঞ্জন থেকে চিন্তার স্বরলহরী
বচনে আনুক ভাবপ্রকাশের মহৎ সুরের মাধুরী।
দিঠিতে আনুক নবজীবনের আত্মার অবলুপ্তি
বচন হারানো ঐকতানের নীরব সুরের সুপ্তি।
আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস মিলে একাকার হয়ে যাক্
বক্ষের সীমারেখাগুলো—তাও অদৃশ্য হয়ে যাক।
আমাদের মুখে বচন অতীত বাগ্মিতা ভাষা পেলে
অমর আত্মা আলোকদীপ্ত প্রদীপটি দেবে জ্বেলে।
যে নদী আমার সত্তার সাথে মিশে মিশে হল লীন
তাহারি ধারায় আমার কামনা মিলেছে যে প্রতিদিন।
যেমন সূর্য-আলোক-ধারায় এ পৃথিবী জেগে ওঠে
আমার হৃদয় তেমনি প্রভাতে ভাস্বর হয়ে ফোটে।'

দীর্ঘকালীন নীরবতা। অকস্মাৎ লুলা নয়ন উন্মীলিত করে কয়েক লহমা তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তারপর নিজ ভুজলতা দিয়ে তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করে এবং উদ্দাম আবেগে তাঁর মুখমণ্ডল চুম্বনে চুম্বনে প্লাবিত করে দেয়। কিন্তু ডঃ পুলের সবল বাহু তাকে বন্দী করার জন্য উন্মুখ হওয়া মাত্রই যেন লুলার আবেশের ঘোর কেটে যায়। সঙ্কুচিত হয়ে সে আসনের শেষ প্রান্তে সরে যায়।

ডঃ পুল তার দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু লুলা তাঁকে দুই হাত দিয়ে দূরে ঠেলে রাখে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "এ সত্য হতে পারে না।"

"কিন্তু এছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।"

লুলা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

"এ এত ভাল যে সত্য হতেই পারে না। সত্যি হলে আমি তো কত সুখী হতাম। আমরা সুখী হই, এ তো উনি চান না।" ক্ষণিক বিরত থেকে লুলা আবার প্রশ্ন করে, "তুমি কি করে জানলে যে উনি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেন না?"

"কারণ ওর চেয়েও বলশালী এক শক্তি আছে।"

"ওর চেয়েও বলশালী?" অবিশ্বাসে লুলা মাথা নাড়ে। "তার বিরুদ্ধেই তো উনি চিরকাল সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়ীও হয়েছেন।"

"মানুষ তাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল বলেই সে জিতেছিল। কিন্তু আর তারা ওকে সাহায্য করবে না। স্মরণ রেখো ও কোনদিন চির-কালের মত বিজয়ী হতে পারবে না।"

"কেন?"

"কারণ পাপকে তার চরম সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাবার লোভ কিছুতেই সে সম্বরণ করতে পারবে না। আর পাপের ঘড়া কানায় কানায় পূর্ণ হলেই তার আত্মবিলুপ্তিপর্বের সূত্রপাত হয়। তারপর আবার প্রাকৃতিক বিধানের প্রভাব রাহুমুক্ত শশিকলার মত বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

"কিন্তু সে তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা।"

"সমস্ত দুনিয়ার কথা যদি ধর, তাহলে বলব হ্যাঁ। কিন্তু তোমার আমার মত ব্যক্তিগত ভাবে কারও পক্ষে এ সুদিনের পুনরাবির্ভাব সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। শয়তান বাদবাকী পৃথিবীর যে অবস্থাই করুক না কেন, তুমি ও আমি সর্বাবস্থায় প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি। শুভ বিধানের বিরুদ্ধে যেতে আমাদের কেউ বাধ্য করতে পারে না।"

আবার নীরবতা।

অবশেষে লুলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে, "তুমি যা বলছ, আমি তা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। আর তার জন্য আমি দুর্ভাবনাও করি না।" লুলা আবার তাঁর কাছে সরে এসে তাঁর স্কন্ধদেশে নিজ মস্তক ন্যস্ত করে নিশ্চিত নির্ভরতা সহকারে চক্ষু অর্ধনিমীলিত করে ধীর কণ্ঠে বলে, "কোন কিছুর জন্যই আর আমি দুশ্চিন্তা করব না। ইচ্ছা হলে তিনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। তাতে কোন ক্ষতি নেই। এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই আমার মনে।"

লুলা ধীরে ধীরে তার প্রস্ফুটিত কহ্লারবৎ আননখানি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেয়। তাঁর অধর এবং ওষ্ঠ লুলার বদনপানে আনত হয়ে আসে। উভয়ের ছায়াছবি পর্দায় মিলিয়ে যায়। শর্বরী চন্দ্রিকাবিহীন।

সূত্রধার

এ ছায়ান্ধকার প্রণয়মাধুরিপূর্ণ, মহিমান্বিত এবং পরম পবিত্র। মার্জারবৎ আর্তনাদ, অনুরাগের অপমৃত্যু, "এই দাহন শান্ত" করার জন্য সেক্সোফোন সহযোগে আকুতি ইত্যাদি কোন স্বরই এর শান্ত সমাহিত ভাবকে কলুষিত করে নি। এই ঘন ঘোর তমিস্রার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যে অপার্থিব সঙ্গীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট কিন্তু বচনাতীত, এর রাগ যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট; কিন্তু এর কোন প্রত্যক্ষ নামকরণ সম্ভব নয়। একে অনুভূতিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ধ্বনিতে ব্যক্ত করা যায় না। এ যেন তরলিত জ্যোৎস্নার মত চরাচরের কোণে কোণে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু তবু এ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। মোজার্টের সঙ্গীতের মত এ প্রসন্ন বিষাদের ভবদ্যোতক। ওয়েবারের সঙ্গীতের মত এ অভিজাত এবং সুসংস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও উচ্ছল

আনন্দ ও ধরাতলে তীব্রতম বেদনার অনুভূতি সৃজনক্ষম। বিয়োগান্তক এবং মিলনমধুর, মানবীয় এবং দানবোচিত রোমান্টিক পূর্ণাঙ্গকরণ ক্রিয়াকেও যা ছাপিয়ে যায়, তার কোন আভাস কি এতে বিদ্যমান? বাচ্-এর ভিতর অংশতঃ ও বিটোফেনের ভিতর পূর্ণমাত্রায় এই চারুকলার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং এরই নাম বোধহয় পবিত্রতা। আর এই প্রগাঢ় তমসার ভিতর আবার যখন প্রেমিকের কণ্ঠ গুঞ্জন করে ওঠে :

"স্বর্গীয় বিভা, ফুলের কামনা,
রূপ রস গন্ধের সাকার প্রতিমা..."

তখন মনে হয় যে হৃদয়ের পবিত্রতার স্থান এ মরজগতে অতীব ঊর্ধ্বে।

ডিজলভ্। ডঃ পুলের গবেষণাগার। উচ্চ জানালার ভিতর দিয়ে বর্শা-ফলকের মত সূর্যালোক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্টেনলেস স্টিলের বাইরের আবরণে প্রতিহত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। গৃহ জনপ্রাণী-বিহীন।

অতর্কিতে সন্নিকটচারী পদধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করে মুখর হয়ে ওঠে। দ্বার উন্মুক্ত হয় ও খাদ্য উৎপাদন অধিকর্তার মুখ দেখা যায়। তাঁর অঙ্গে এখনও খানসামার পোশাক। কোন দিকে না তাকিয়েই তিনি বলতে থাকেন, "পুল, মহামান্য যাজক-প্রধান তোমার কাছে......"

মাঝপথেই তিনি থমকে দাঁড়ান। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

যাজক-প্রধান প্রায় তাঁর পিছু পিছু উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে এবার তিনি বলেন, "পুল তো এখানে নেই দেখছি।"

পদোচিত গাম্ভীর্য সহকারে মহামতি ব্যক্তি সঙ্গের অনুচরদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, "দেখ দেখি পুল নীচে তার পরীক্ষামূলক উদ্যানে আছে নাকি?"

অনুচরদ্বয় যুগপৎ অভিবাদন করে "যে আজ্ঞে" বলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যাজক-প্রধান আসন গ্রহণের করণান্তর কৃপাপরবশ হয়ে খাদ্য উৎপাদন অধিকর্তাকেও উপবেশন করতে ইঙ্গিত করেন। তারপর বলেন, "তোমাকে

বোধহয় বলা হয়নি যে এ ছোকরাকে আমি দীক্ষিত করার জন্য চেষ্টা করছিলাম।"

অধিকর্তা মহোদয় ব্যগ্র কণ্ঠে বলেন, "হে মহাপ্রাণ, আশা করি ওর কাছ থেকে খাদ্য-উৎপাদন বিষয়ে আমরা যে অমূল্য সহায়তা পাচ্ছিলাম, তা থেকে বঞ্চিত হব না।"

মহামান্য যাজক-প্রধান তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "ও যাতে সময় সময় তোমাদের পরামর্শ দিতে পারে, তার দিকে আমি খেয়াল রাখব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি এও চাই যে ধর্মালয়ও যেন ওর প্রতিভা দ্বারা উপকৃত হয় এবং… "

অনুচরদ্বয় কথার মাঝখানেই পুনঃপ্রবেশ করে ও অভিবাদন করে দাঁড়ায়।

"কি ব্যাপার ?"

"ও বাগানেও নেই ধর্মাবতার।"

যাজক-প্রধান রোষকষায়িত লোচনে অধিকর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং অধিকর্তা মহাশয় সেই দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন।

"কি হে, তুমি না বলেছিলে যে আজ ও গবেষণাগারে কাজ করবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহামহিমার্ণব।"

"তাহলে ও বাইরে গেল কেন ?"

"আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না ধর্মাবতার। ও তো কখনও আমাকে না বলে কর্মসূচীর হের-ফের করে না।"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতার রাজত্ব নেমে আসে।

অবশেষে মহামান্য যাজক-প্রধান বলেন, "ব্যাপার ভাল ঠেকছে না।" তারপর অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "শীঘ্র সদর-কেন্দ্রে গিয়ে ওর খোঁজে জনছয়েক ঘোড়সওয়ার চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।"

অনুচরদ্বয় যুগপৎ অভিবাদন করে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলে চক্ষের আড়াল হয়ে যায়।

অতঃপর বিবর্ণ ও অর্ধমৃত অধিকর্তা মহাশয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি হেনে তিনি ঘোষণা করেন, "শুনে রাখ তুমি। কোন কিছু হলে তার কৈফিয়ৎ

দিতে হবে তোমাকে। খেয়াল থাকে যেন।"

মহাপুরুষোচিত রোষভঙ্গিমায় গাত্রোত্থান করে তিনি দ্বারদেশের অভিমুখে পদচারণা শুরু করেন।

ডিজলভ্। কয়েকটি মণ্টেজ শট্।

লুলার কাঁধে ঝোলান তার চামড়ার বটুয়া এবং ডঃ পুলের পিঠে মহাপ্রলয়ের পূর্বেকার আমলের একটি সৈন্ত বিভাগীয় ঝোলা। উভয়ে সন্ গ্যাব্রাইল পর্বতের চড়াই ভাঙ্গছেন। এককালের সুরম্য রাজপথে এখন ধস নামায় তাঁদের অভিযান বেশ কষ্টসাধ্য হচ্ছে।

কাট্। পবনস্পর্শে প্রফুল্ল পর্বতকিরীটের দৃশ্য। দুই পলাতক নরনারী নিম্নাভিমুখের বিপুল বিস্তৃত মোজেভ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর পর্বতমালার উত্তর দিকস্থ নিম্নাঞ্চলের এক পাইন বনের দৃশ্য। সময় রাত্রি। বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে যে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়েছে, তার আলোকে দেখা যায় যে ডঃ পুল ও লুলা একই কম্বলের উপর শয়ন করে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

কাট্। একটি পার্বত্য সুড়ঙ্গ এবং ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বতীর ধারা তার তলদেশ বিধৌত করে প্রবাহিত। প্রেমিকযুগল জলপান করার জন্য একটু থেমেছে এবং পান শেষে তাদের জলেব বোতল ভরে নিল।

এইবার আমরা মরুভূমির প্রান্তদেশস্থ পর্বতমালার পাদমূলে উপনীত হয়েছি। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটাও সহজসাধ্য। ডঃ পুল ও লুলা দৃশ্যস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁরা উৎরাই নামার পথে ক্যামেরাও ট্রাক করে তাদের সঙ্গ নেয়।

প্রণয়সিক্ত কণ্ঠে ডঃ পুল প্রশ্ন করেন, "পায়ে ব্যথা বুঝি?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

লুলা হাসিতে সাহসের ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে এবং মাথা নাড়তে থাকে।

"এবার একটু থেমে কিছু পেটে দিলে হত না?"

"তুমি যা বল।"

পথ চলতে চলতে ডঃ পুল পকেট থেকে একটি বিবর্ণ মানচিত্র খুলে বার করে সেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলতে থাকেন।

"ল্যাঙ্কাস্টার এখনও মাইল ত্রিশেক রাস্তা। ঘণ্টা আষ্টেক হাঁটতে হবে এখনও। এখনই দমে গেলে চলবে না তো।"

লুলা প্রশ্ন করে, "কাল পর্যন্ত কতদূর যেতে পারব ?"

"মোজেভ পার হয়ে যাব। তারপর যতদূর মনে হয় টেহাকোপিস পার হয়ে বেকর্সফিল্ড পৌঁছাতে অন্ততঃ আরও দু'দিন লাগবে।" মানচিত্রটি গুটিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে তিনি বলেন, "অধিকর্তা মহাশয়ের কাছ থেকে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। উনি বলেছেন যে উত্তরের ওরা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পলাতকদের প্রতি নাকি সহানুভূতিসম্পন্ন। এমন কি সরকারী ভাবে বন্দীদের ফেরত চাইলেও ওরা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে।"

"শয়তান···মানে ভগবানের দয়া।" লুলা বলে।

আবার নীরবতা। অকস্মাৎ লুলার গতিরুদ্ধ হয়।

"দেখ দেখ, ওটা কী ?"

লুলার তর্জনী সংকেত অনুসরণ করে একটি অত্যন্ত উচ্চ জেশুয়া বৃক্ষের তলদেশে একটি প্রাচীন কবর দেখা যায়। কবরের উপর একটি কংক্রিটের ফলক বহুদিনের শীতাতপ উপেক্ষা করে মাথা খাড়া করে রয়েছে। তার গায়ে পুরু শৈবাল ও তৃণের আচ্ছাদন।

ডঃ পুল জবাব দেন, 'ওখানে কাউকে কবর দেওয়া হয়েছিল।"

ধীর পদক্ষেপে তাঁরা সমাধিটির দিকে অগ্রসর হন। ফলকটির গায়ে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টি উৎকীর্ণ। ডঃ পুল উচ্চকণ্ঠে পাঠ করেন :

উইলিয়ম ট্যালিস

১৮৮২-১৯৪৮

দিন গুণে চলা কেন পিছু ফেরা
হে আমার প্রিয়তম !
আশার প্রদীপ নিভেছে কখন
স্বপ্ন টুটেছে মম।

এখানের যত আয়োজন ছিল
সকলি হয়েছে সারা।
এবার তোমার যাবার সময়
সঙ্গীত হল হারা।

কাট্ ব্যাক। প্রণয়ীদ্বয় দণ্ডায়মান।

লুলা ধীর কণ্ঠে বলে, "উনি বোধহয় খুব দুঃখী ছিলেন।"

ডঃ পুল তাঁর ভারী বোঝা মাটিতে নামিয়ে সমাধিটির পার্শ্বে উপবেশন করতে করতে বললেন, "যতটা ভাবছ, অতটা দুঃখা নাও হতে পারেন।"

লুলা তার থলি খুলে রুটি ফল ডিম শুকনো মাংস ইত্যাদি বার করছে এবং ডঃ পুল এদিকে তাঁর শেলীর রচনাবলীর পাতা উল্টোচ্ছেন।

অবশেষে তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন, "এই যে, এতক্ষণে পাওয়া গেছে। যে চরণ কয়টি উদ্ধৃত, তার পরেরটুকু এইখানে :

'যে মহান আলোর হাসির ধারায়
এ বিশ্ব দ্যুতিময়,
যাহার রূপের অপার সুধায়
এ পৃথিবী অক্ষয়।
এ ধরায় যত অভিশাপ আছে
তাদের মিলিত দেনা,
দেবতার দেওয়া আশীর্বাণীকে
ব্যর্থ সে করিবে না।
যে প্রেমের দান এই পৃথিবীকে
করিয়াছে উৎসুক,
যে আগুন-শিখা স্পর্শের লাগি
এ জগত উন্মুখ :
সে শিখার ছটা আমার জীবনে
পড়েছে বিদায় বেলা

তুহিন নীরব নশ্বরতার
ভেঙেছে জলদ-খেলা—
শেষের আলোকসম্পাত লেগে
এ জীবন যেন হয় :
একটি প্রদীপ নেভার মত
নীরব বেদনাময়।"

চতুর্দিকে নীরবতা। তারপর লুলা তাঁর দিকে একটি সিদ্ধ ডিম এগিয়ে দেয়। কঠিন প্রস্তরফলকে ঠুকে সেটিকে তিনি ভাঙেন এবং ডিমটি ছাড়াবার সময় তার শুভ্র বহিরাবরণের টুকরো সমাধিটির উপর ছড়িয়ে পড়ে।

—শেষ—